ভূমিকা।

কলিকাতা নিবাসি বিদ্যাম্বুরাশি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চতুর্ধুরীণ তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়েরা অস্মদ্দেশ ভাষাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থকর্ত্তৃগণের পদার্থ বিদ্যা সিন্ধু ও যন্ত্রতত্ত্ব ও বীজগণিত ও অঙ্ক [illegible] ও জ্যোতির্বিদ্যা সিন্ধু ও খগোল ও ভূগোল প্রভৃতি নানা শাস্ত্র ও নানা দেশীয় ইতিহাস একত্র খণ্ড পুস্তকে ফর্ষ্ট কোর্স (First Course) নামে সমাধান প্রবৃত্ত কারুণ্য প্রকাশ করিবায় আমি এতৎ "ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ও বাষ্পীয় কল" নামক পুস্তক তদাজ্ঞায় তদঙ্গের প্রত্যঙ্গের স্বরূপ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমরা এই পুস্তক পদ্যে না কঠিন শব্দে ও ছন্দে না লিখিয়া সর্ব্বসাধারণে যে ভাষা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই ভাষায় লিখিলাম।

অত্র পুস্তকে বাষ্পীয় কলের পুরাবৃত্ত ও নির্ম্মাণ প্রকার ও তাহার গতিশক্তির বিবরণ লিখিবার অস্মদাদির এই মাত্র তাৎপর্য্য, যে এ পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় অনেকে বাষ্পীয় কলের মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই, একারণ বাষ্প এবং বাষ্পীয় কলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় লিখনাবসান হইল এতাবতা বাষ্পীয় কলের ভাব বুঝিতে পারিলে অবশ্য রেলওয়ের ভাবও অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন, যেহেতু সমস্ত বাষ্পীয় কল এক মূলক, কেবল আকারগত ভেদ মাত্র। এ-

দেশোপকারাভিলাষি বিদ্যানুরাগি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুক্ত

বাবু মধুসূদন দে চতুর্দ্ধুরীণ মহোদয় সন্নিধানেষু ।

বিনয়পুরঃসর নিবেদনমিদং ।

যেহেতু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারগণ স্বস্ব সংগৃহীত গ্রন্থ স্থায়িরূপে সম্পাদন করণাভিলাষে এবং স্ববিঘ্ন বিনাশ ও ইষ্টসাধনার্থ স্বস্ব গ্রন্থ দেবতা বিশেষকে বা ব্যক্তি বিশেষকে অর্পণ করিয়া থাকেন, এই প্রসিদ্ধ ব্যবহারানুগত যাঁহার যিনি প্রধান বাঞ্ছিতের তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় দ্রব্য সদা অর্পণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি বহুযত্নে ও পর্য্যটনে ভূমিকার লিখিত মহোদয়ের সাহায্যাবলম্বনে যে "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবদীয় বিদ্যানুরাগিতাবলোকনে তব সন্নিধানে অর্পণ করিতেছি। যদিচ ঈদৃশ ক্ষুদ্র পুস্তক ঈদৃশ সামান্যকর্ত্তৃক অর্পিত হওয়ায় ভবদীয় বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ গুণগ্রামের বা আহ্লাদের কোনক্রমে উদ্দীপন হইতে পারে এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, তথাপি মদীয় সন্তোষের কারণ অর্পণ করিলাম, মহাশয় স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে যেরূপ বিবেচনা করুন ইতি।

ভবদাশ্রিত শ্রীকালিদাস শর্ম্মণঃ ।

শ্রীরামপুর, সন ১২৬২ সাল।
২৩ শ্রাবণ, মঙ্গলবার ।

ভূমিকা।

Natural Philosophy.
Screw Propeller and Steam Engine.
Mack's Chemistry.
Marshman's History of Bengal.
Mill's India.
Elphinstone's History of India.
Raynal's European Settlements.
Ewart's Geography.
Ferishtah.
Memoir of a Map of Hindoostan.
Pulibothra.
Muhabharut. (মহাভারত।)
Shreemut Bhagbut. (শ্রীমদ্ভাগবত।)
Rajtoronginee. (রাজতরঙ্গিণী।)
Rajabulee. (রাজাবলি।)
Brihutkotha. (বৃহৎ কথা।)
The Englishman.
The Hurkaru.
The Friend of India.
The Bengalee Government Gazette.
Railway Contract Book, No. 1.
Joggonath Choritro. (জগন্নাথ চরিত্র।)
Ain Akburee.
Chamber's Pocket Miscellany.
Sanders, Cones and Co's. Railway Guide.
Library of Useful Knowledge.

ভূমিকা।

Marshman's Civil Guide.

Chamber's Information to the People.

কেবল পূর্ব্বোক্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের প্রযত্নে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশ হইল, এবং সঙ্কলন পক্ষে তাঁহার পরামর্শ ও রচনা পক্ষে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ইহার এক পঁক্তিও লিখিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দোষী হইতে হয়।

ইতি গ্রন্থকারস্য নম্রাবেদনমিদং।

শ্রীরামপুর, "তমোহর" যন্ত্রালয়।
১২৬২ সাল, ২৩ শ্রাবণ।
ইংরাজী ১৮৫৫ সাল, ৭ আগষ্ট।

এদেশীয় ভাষার চত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ব্ব পাঁচটি শব্দ কহিতে হইলে তাহাতে তিনটি পারশি শব্দ মিশ্রিত থাকিত, এবং অনেক পারশি শব্দ বঙ্গীয় ভাষায় এমত মিলিত হইয়াছে, যে অদ্যা-পিও সেই সমস্ত শব্দ বঙ্গ ভাষা বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, তাহার প্রমাণ "হিন্দু" শব্দ— হিঁন্দু শব্দ পারশি ভাষায় কাফর অর্থাৎ না-স্তিক বুঝাইলেও এদেশীয় মহাশয়েরা আমরা হিন্দু অর্থাৎ আমরা কাফ্‌র এই পরিচয় দিয়া থাকেন অথচ সংস্কৃত ভাষায় শব্দের অভাবতা নাই, একারণ অস্মদাদি অত্র পুস্তকে হিন্দু জাতিশব্দের পরিবর্ত্তে আর্য্যজাতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে হিন্দুশব্দও লিখি-য়াছি।]

সেই রাহুর মুখহইতে মুক্ত করিতে শ্রীযুত ডা-ক্তর কেরি ও মার্সমন ও ওয়ার্ট সাহেবগণ শ্রীরাম-পুরে মুদ্রা যন্ত্রালয় স্থাপন করণক নানা প্রকার বিদেশীয় ভাষায় বিশেষতঃ বঙ্গীয় ভাষায় অনেক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব বঙ্গ ভাষার উন্নতির সূত্র এই শ্রীরামপুর নগর হ-

হইতেই হয় এবং এই মহাত্মারাই এদেশে প্রথমতঃ গৌড়ীয় ভাষায় "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্ধেতুক অনেক প্রাচীন লোকের এমত সংস্কার আছে যে তাঁহারা সম্বাদ পত্রি মাত্রেই "সমাচার দর্পণ" বলিয়া থাকেন. এই সমাচার দর্পণ দৃষ্টে কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানে সমাচার চন্দ্রিকাপ্রভৃতি সম্বাদ পত্রাদি প্রকাশ পাইতেছে। এই মাহাত্মারা ইংরাজি ১৮১৮ সনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীরামপুরে "শ্রীরামপুর কালেজ" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তদালয় অপূর্ব্ব লৌহময় সোপান (সিঁড়ি) ও ছাদবিশিষ্ট, প্রত্যুত এই অট্টালিকা অতি মনোহর তাহার প্রতিকৃতি এই।

এই বিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার খণ্ড নানা জাতীয় পুস্তক ছিল, অনবধানতাপ্রযুক্ত অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত জান ম্যাক সাহেব এতদ্বিদ্যামন্দিরের প্রধান প্রত্যুত প্রথম অধ্যাপক, এবং তিনি ইংরাজিপ্রভৃতি নানা ভাষায় পণ্ডিত শিরোরত্ন

ছিলেন, এবং তিনিই প্রথমতঃ কিমেষ্ট্রি, (কি-মিয়াবিদ্যা) সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ করেন, এবঞ্চ এতৎ পুস্তকও তৎপ্রসাদাৎ।

শ্রীযুক্ত কেরি সাহেব এতন্নগরে প্রথমতঃ "বো-টানিকেল গার্ডেন" যাহাকে অস্মদ্দেশীয় লোকে "কেরি সাহেবের বাগান" বলিয়া থাকেন, তাহা বহু আয়াসে প্রস্তুত করত তথায় ৩০০০ হাজার প্রকার নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করেন, তদুদ্যানের এক্ষণে অনস্থাস্থর হইয়াছে। এই পাদরি সাহেবেরা প্রথমতঃ এতন্নগরে স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই শ্রীযুত ডেনিস রাজপুরুষদিগকে লওয়াইয়া এতন্নগরে সহগমন নিবারণ করান, এবং তাঁহারাই এদেশে বাষ্পীয় কলের পরাক্রম কাগজের কল স্থাপনের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন,

এতদ্ভিন্ন এই নগরে এক ফিরিঙ্গি গির্জ্জা আছে, সেই গির্জ্জা বারিতুরা, (Barettos) যিস্তুরি ১৭৬৬ সনে নির্ম্মাণ করেন।

এতন্নগরে ডেনিস কোম্পানি ১৮০১ সনে এক গবর্ণমেন্ট হৌস যাহাকে এ নগরের লোক ' বড়

সাহেবের বাটী” বলিয়া থাকেন তাহা ও নিশান ঘাট এবং ১৮০৩ সনে বিচারালয় ও কারাগার নির্মাণ করেন। ইতিপূর্ব্বে এক সামান্যালয়ে বিচার কার্য্য হইত। ডাক্তর মার্সমন ও জান মার্সমন সাহেবগণের প্রযত্নে শ্রীযুত ডেনিস গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৭ সনে এতন্নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় (Hospital) স্থাপন করিয়াছেন, তদর্থে মৃত রঘুরাম গোস্বামি এবং মৃত রাজকৃষ্ণ দে বাবু প্রভৃতি এতন্নগরীয় অনেকানেকে অর্থ সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন অত্র নগরে চারি মুদ্রাযন্ত্রালয় আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুত জান মার্সমন সাহেবের “শ্রীরামপুর প্রেস” নামক বিখ্যাত মুদ্রা যন্ত্রালয় যাহাকে এদেশীয় লোক পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ “কেরি সাহেবের ছাপাখানা” বলিয়া থাকেন, তাহা শ্রীযুত ডেনিস গবর্ণমেণ্টের অধিকার সময়ে স্থাপিত হয়। এই যন্ত্র হইতে সংস্কৃত প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক ও “ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া, (Friend of India) নামক সম্বাদপত্র ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেট্ প্রকাশ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় “শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয়” নাম মৃত কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার ১৮৩১ সনে স্থাপন করেন, ঐ যন্ত্রে বঙ্গ

বর্ষে এক পত্রিকা প্রকাশ হয়। তৃতীয় "জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়" শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামির সাহায্যাবলম্বনে শ্রীযুত কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার সন ১২৫৩ সালে "জ্ঞানারুণোদয়" নামক মাসিক পুস্তক যাহা অস্মদাদির দ্বারা প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশের নিমিত্তে স্থাপন করেন, এক্ষণে সেই যন্ত্র উটস্থাবস্থায়িত। চতুর্থ "শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্রালয় বিদ্যোৎসাহি দেশহিতৈষি শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ তথা শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়গণ ১৮৫৪ সনের এপ্রেল মাসের ৩০ বাসরে স্থাপন করেন। যদিও এতৎ যন্ত্রালয় অল্প বয়স্ক, তথাপি তাহাতে বহুবিধ, দেশহিতকর পুস্তক উত্তমাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, এবং এতদ্যন্ত্রের দ্বারা অনেক নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার হইবেক এমত সূত্রপাত দেখিতেছি, কিন্তু যত প্রকারই পুস্তক তদ্দ্বারা প্রকাশ হউক বিনা সম্বাদ পত্রি প্রকাশে বিশেষ উপকারক হইতে পারিবেন না, অতএব যন্ত্রস্থাপক মহানুভবেরা স্ব স্ব মাহাত্ম্য প্রকাশে অপ্রকটিত না থাকেন।

এতন্নগর পূর্ব্বপশ্চিম অর্দ্ধ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে তদর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তার। অত্র নগরে পাঁচ হাজার লোকের বসতি, তন্মধ্যে গোস্বামি বংশাবতংশগণ এবং দে চতুর্ধুরীণ বংশাবতংশগণ ও শ্রীযুত জান ক্লার্ক মার্সমন সাহেব প্রধান ধনাঢ্য।

পূর্ব্বোক্ত রামনারায়ণ গোস্বামী ও হরিনারায়ণ গোস্বামী* মহাশয়গণ গোস্বামি বংশের প্রথম ধনার্জ্জক হইলেও গোস্বামিকুল চূড়ামণি মৃত রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় অত্যধিক উপার্জ্জনে গোস্বামি কুলের উদ্দীপকতা এবং নগরের অনেক দীন মনুষ্যের দৈন্য দূর করিয়া গিয়াছেন,* এক্ষণে তদুত্তরাধিকারিগণ পৈত্রিক ধনবত্তাতে কালযাপন করিতেছেন।

এপক্ষে মৃত রামচন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ পৈত্রিক ধনাদির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বক্ষমতা ও ধার্ম্মিকতায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ বাণিজ্য করত বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমে দেহাবসান করেন* অধুনা তদুত্তরাধিকারিগণ তদীয় বংশ উ-

১০৪ পত্রের নোট দৃষ্টি করহ।

জ্জল করণক পূর্ব্বাপেক্ষা ধন ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি করত কালযাপন করিতেছেন।

যে সময়ে রামচন্দ্র দে চতুর্ধুরীণের ধনাগমের সূত্র হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দানশৌণ্ড অতি-থি প্রিয়বর মৃত গোলকচন্দ্র রায় মহাশয় দিনমার কোম্পানির বাণিজ্য দ্রব্যবিক্রয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তাহাতে যথেষ্টার্থ উপার্জ্জন করণক অতিথি সেবা ব্রতে অর্পণ পূর্ব্বক এতন্নগর পবিত্র করিয়া দেহাবসান করিয়াছেন।*

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর এই নগর বারদ্বয় ডেনমারকের বাদশাহের নিকটহই-তে বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধির দ্বারা ডেনমার্কের বাদশাহকে প্রত্যর্পণ করিয়া-ছিলেন, পরে ১৮৪৫ সনে ডেনমার্কের বাদশাহ তাৎকালিক এতন্নগরীয় গবর্ণর শ্রীযুত হেনসন সাহেবের পরামর্শে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মূল্যে শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরকে বিক্রয় করিবায় শ্রীযুত বাহাদুর এতন্নগর জেলা হুগলির

* ইহাদিগের পীযূষময় জীবন চরিত্র এবং কে কি সূত্রে ধনবান হইলেন এবং তাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অপরায় পুস্তক দ্বারা প্রকাশিত হইবেক।

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্তঃপাতি করিয়াছেন, তদ্বিবরণ নিম্নের উদ্ধৃত
আইনে প্রকাশ পাইবেক।

১৮৪৫ সালের ১৯ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের শ্রীরা
মপুরঘটিত বিজ্ঞাপন।

"যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখে
শ্রীশ্রীযুক্ত ডেন্মার্কের বাদশাহের ও শ্রীযুত অনরিবল ইষ্ট
ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মধ্যে এক বন্দোবস্ত কলি-
কাতায় স্বাক্ষর ও সহী হইয়াছিল।

"এবং যেহেতুক ঐ বন্দোবস্তের ১ দফাতে শ্রীশ্রীযুক্ত
ডেন্মার্কের বাদশাহ ঐ বন্দোবস্তের মধ্যের লিখিত কতক
টাকার জন্যে ভারতবর্ষের দ্বীপের মধ্যে ডেন্মার্কিয়েরদের
বসতি স্থান এবং তাহার মধ্যের সকল সরকারী এমারত
এবং শ্রীযুত বাদশাহের সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

"এবং যেহেতুক উক্ত বন্দোবস্তের ২ দফায় এমত লি-
খিত ছিল যে ঐ বসতি স্থানের যে ইউরোপীয় এবং
এদেশীয় লোকেরা ঐ বসতির মধ্যে বাস করিতে থাকেন
তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাধারণ আইনের
আশ্রয়ে থাকিবেন এবং ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধি-
কারের মধ্যে ব্যক্তিসকলের স্বত্ব অথবা সম্পত্তির স্বত্ব
যেরূপে রক্ষা পাইতেছে সেইরূপে ইহার পূর্ব্বে ডেন্মার্ক
গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐ প্রজারদের যে ধর্ম্মবিষয়ি বা-
ণিজ্যাদি বিষয়ি ভোগকরা স্বত্ব বা প্রাপ্ত স্বত্ব ছিল তাহা রক্ষা
পাইবেক। এবং ঐ বন্দোবস্ত আমলে আইনসন সম্বন্ধে

ঐ শহরস্থ ডেন্মার্কের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল এবং উপস্থিত ছিল শহরের অবস্থার বৈলক্ষণ্য বুঝিয়া যথাসাধ্য পূর্ব্বকার চলিত আইনানুসারে তাহার নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং এ বন্দোবস্ত হওনের পর সকল আপীলী মোকদ্দমা যদ্যপিও পূর্ব্বোক্ত আইন খাটিবেক কিন্তু ডেন্মার্কীয়েরদের আমলে যে সকল নালিশ অথবা মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি ও ডিক্রী হইয়াছিল এবং সেই সময়ের চলিত আপীলের বিধির অনুসারে যে নালিশ অথবা মোকদ্দমার উপর উপযুক্ত নিয়মের মধ্যে আপীল হয় নাই এমত নালিশ অথবা মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য বোধ হইবেক না এবং যেই মোকদ্দমা সমভাপন্ন আদালতে ইহার পূর্ব্বে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই মোকদ্দমা বন্দোবস্ত সম্পন্ন হওনের পর দরখাস্তের দ্বারা বা নালিশের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে উপস্থিত করিতে নিষেধ হইল।

"এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে ফ্রিড্রিকস নগর নামে সামান্যতঃ বিখ্যাত ৬০ বিঘা ভূমি লইয়া যে ফ্রিড্রিকস নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর আছে তাহা এবং ডিহী শ্রীরামপুর ও আকনা ও পেয়ারাপুর এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সরকারী এমারৎ ও বাদশাহের বিষয় আঠার শত পঁয়তাল্লিশ সালের দশম অকটোবর তারিখে শ্রীযুক্ত ডেন্মার্কের বাদশাহ কোম্পানি বাহাদুরকে অর্পণ করিলেন।

"অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ শহর ও ডিহীর যে ইউরোপীয় ও এদেশীয় লোকেরা ঐ২ স্থানে বসতি করিতে থাকেন তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়দের সাধারণ আইনের আশ্রিত হইলেন এবং ভারতবর্ষস্থ

অচিরকালের নিমিত্তে পতিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে এক রেলওয়ে ইষ্টেশন, (Station) আছে।

সাহেবলোকদিগের সাময়িক বাসের নিমিত্তে এতন্নগরে দুইটি হোটেল আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আর্য্যজাতীয় পথিকদিগের সাময়িক বাসের কারণ কোন আড্ডা বা সরাই নাই। অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মিশেনারি কালেজ এবং তাঁহাদিগের স্থাপিত বাঙ্গলা পাঠশালা ভিন্ন অন্য ইংরাজি বা বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপনের প্রতি কোন ধনিলোকে রুচি প্রকাশ করেন না, তবে কোনং ধনবানের গৃহে স্বং সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার কারণ একটিং পাঠশালা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার নাই।

দিনমারদিগের সময়ে এতন্নগর যেরূপ পরিপাটি ছিল, কোম্পানী বাহাদুরের অধীন হইয়া নগর শোভার নিমিত্তে বাজার টাক্স ও গাড়ির টাক্স স্থাপন হইলেও তদ্রূপ পরিপাটি নহে। এপক্ষে আর্য্যজাতির দ্বারা সাধারণের উপকার-

অনেক কর্ম্মের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোস্বামি মহাশয়-
দিগের গঙ্গাতীরস্থ ঘাট ও রাসমঞ্চ, এতদ্ভিন্ন
বাঙ্গলা ১১৮৫ সনে রামনারায়ণ ও হরিনারা-
য়ণ গোস্বামিগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর
রামহরি চক্রবর্ত্তির ঘাট, ইহা তিনি ১১৯০ সনে নি-
র্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদন্তে দে বাবুদিগের ঘাট,
তাহা রামচন্দ্র দে মজুমদার ১২২০ সনে প্রতিষ্ঠা
করেন, এবং তৃতীয় আদালতের সম্মুখে যে ঘাট
আছে তাহা তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া নি-
র্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত [illegible]
গবর্ণমেণ্ট অনুরোধে হইয়া তাঁহার দ্বারে পাহারা দি-
বার কারণ [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। তদন্তে
শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস রায় মহাশয় ১২১৫ সনে এক ঘাট
প্রতিষ্ঠা করেন, তদন্তে চাঁপাতলার [illegible]
জজ শ্রীযুক্ত বুক সাহেব স্নানঘাট নির্ম্মাণ করেন,
এতদ্ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগলকিশোর আ-
ড্ডের ঘাট এবং মরকিন সাহেবের নির্ম্মিত ঘাট।

[এতন্নগরে বহুলোক রেসমের বাণিজ্যের
দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন অপর ব্যবসায়
নাই।]

থাকিতেন, তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে তপস্যার বলে- ই হউক, বা যাক হউক, বশীভূত করিয়া সেই বা দে.শিবপুর অংশ কর্ত্তাবধারণে প্রাপ্ত হয়েন। এই- রূপে সংগতিপন্ন হইয়া এই গ্রাম বসতি করেন, এবং ঐ গৌরচন্দ্রের দাসের নিমিত্তে এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু বহু কালের মন্দির প্রযুক্ত ভগ্ন হইয়া যায়, পরে রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় ঐ মন্দিরের অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া তাহা অদ্যাপিও আছে। পরে ঐ পণ্ডিতের দেহাবসান হইলে ঐ প্রতিমূর্ত্তি চোরলোকে অপহরণ করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট বিক্রয় করে, তথায় ঐ প্রতিমূর্ত্তির "মদনমোহন" নাম কারণ হয়, তদন্তে বিষ্ণুপুরের রাজার উত্তরাধিকারি ঐ প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার গোকুলমিত্র মহাশয়কে বিক্রয় করেন, সেই কারণ ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহালয়ে অদ্যাপি অবস্থান করি- তেছেন। এখানে ঐ কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশ যাঁহারা "চাতরায় চৌধুরী" নামে খ্যাত তাঁহা- রা অপর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই সময়ে চাতরায় ১৩ ঘর লোকের বাস ছিল, এবং ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে অত্যন্ত ব্যা-

রের আশঙ্কা প্রযুক্ত যামিনীযোগে কেহ আপনার গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারিত না, বিশেষতঃ অদ্যাপিও ঐ গ্রামে অনেক "বেওয়াবাড়ী" আছে, অর্থাৎ ইহাদিগের পতিকে ঠ্যাঙ্গাড়ে নষ্ট করি-বায় বিধবা হইয়াছে, ইত্যর্থঃ। শ্রীরামপুর শহর হওয়ায় এবং ইংরাজ খ্রীষ্টিয়ানদিগের এদেশে বাণিজ্যার্থে আসাতে জাহাজের গমনাগমন হইতে আরম্ভ হই-লে, এই গ্রামে হামার ও কাতা ও নাকলাইন প্রভৃতি দড়ি প্রস্তুত হইতে লাগিল, এই সূত্রে এই গ্রামের ক্রমশঃ বহু প্রকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ঐ হামারের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভকর হই-বায় গ্রামস্থ অনেক লোক সংগতিপন্ন হইল, ফলবলতঃ এই গ্রাম দড়ি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এমত প্রসিদ্ধ যে তদ্গ্রামের অধিকাংশ স্থান অদ্যাপিও লোকে "দোড়ে পাড়া" বলিয়া থাকে।

যদিও একক্ষণে ঐ গ্রামে অত্যাধিক হামার প্রস্তুত হয় না তথাপি ঐ গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকই নাকলাইন ও গণিকাপড়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, এবং এই উপলক্ষে তত্রস্থ অনেকে সুখে

স্থাপন করিতেছেন, এবং অনেকে ধনবান হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু তদ্রূপ পথ ঘাট এমত কদর্য্য যে স্বল্প বৃষ্টি হইলে পদব্রজে গমনাগমন করা যায় না, এবং শকটাদির গম্য নহে। হেথায় ইংরাজি অথবা বাঙ্গালা শিক্ষার কোন পাঠশালা কিম্বা সংস্কৃত শিক্ষার্থে কোন চতুষ্পাঠী নাই, কিন্তু যে প্রকার ক্রমে রেলওয়ে স্থাপন [illegible]-কারে অবশ্যই ঐ গ্রামের উপস্থিত দুর্দ্দিন দূর হইতে পারে অনুভব হইতেছে। সে যাহা হউক, এই গ্রাম শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয়ের কিয়দংশ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিয়দংশ, দেওয়ান চৌধুরীণ মহাশয়দিগেরও কিয়দংশ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কিয়দংশ। এই স্থানে উত্তম পান জন্মে এবং অনেক বারজীবির বাস আছে।

শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটী।

এতৎস্থানের অন্তঃপাতি শেওড়াফুলি। এই গ্রামে

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

শেওড়াফুলির জমিদার মহাশয়েরদিগের পূর্ব্ব পুরু-
ষদিগের সাময়িক বাসস্থান ছিল, ক্রমে ঐ গ্রামে
ভদ্রভূম্যাধিকারিগণের সর্ব্বকালের বাসস্থান হই-
য়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে অপর কোন
লোকের বাস ছিল না, কেবল শেওড়াফুলির মহা-
শয়েরা কখন২ এবং তাঁহাদিগের কোন অনুগত
ব্যক্তি বাস করিতেন, পরে মৃত সত্যচরণ ঘোষা-
ল মহাশয় ঐ গ্রামের ভাগীরথীতটে শ্রীশ্রীকালী-
দেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং তৎ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখার্থ
এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে এবং
হুগলির বিখ্যাত শান্তিরক্ষক শ্রীযুক্ত ইলিয়ট সাহে-
বের সহকারে বৈদ্যবাটীর বিখ্যাত হাট ঐ গ্রামের
ঐ দেবী মূর্ত্তির সন্নিধানে তিনি স্থাপনা করিবায়
তথায় অনেকানেক ব্যবসায়ি লোকের বাস হইল,
এবঞ্চ কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব বাবু ঐ
গ্রামে "দুলাল গঞ্জ" নামক এক গঞ্জ স্থাপন করি-
লেন তাহাতেও অনেক লোকের বাস হইল। শে-
ওড়াফুলির হাটে তরিতরকারি হরিতৌষধি সপ্তা-
হের মধ্যে শনি ও মঙ্গল বারে বিক্রয় হইয়া থাকে,
এবং ঐ হাটের দিবস ব্যাপারি লোক মহানগরী

কলিকাতায় ২০০ শত তরি পূরিত করিয়া হরি তৌষধি লইয়া গিয়া থাকে। এই হাট বৈদ্যবাটীতে ১০০ বর্ষ থাকিলে পর শেওড়াফুলিতে পূর্ব্বোক্ত হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয় ইংরাজ সাহেবের যোগে স্থাপন করেন।

বৈদ্য বাটী প্রাচীন গ্রাম, তথায় অনেক বৈদ্যের এবং অপরাপর জাতির বাস। যৎকালে এই গ্রামে হাট ছিল তখন এই স্থান সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল অধুনা এই গ্রামের শ্রী [illegible] হয়েছে।

এদেশীয় লোকের মধ্যে এক প্রবাদ আছে, যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতার হইয়া তীর্থ পর্য্যটনার গমন কালে এ বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করেন, এই প্রযুক্ত তিনি যে ঘাটে অবগাহিত হইয়া ছিলেন তথায় এক নিম্ববৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষেতে চাঁপা পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও ঐ ঘাটের নাম "নিমাই তীর্থের ঘাট" বলিয়া থাকে, এবং বারুণী প্রভৃতি যোগে অতি দূরস্থ লোক এই ঘাটে স্নান করিয়া থাকে। ইহার পর চাপদানি গ্রাম।

এই স্থান গরুটির অন্তঃপাতি নিষ্কর ভূমি। ২০

বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে পথদস্যুর বড় সংখ্যা ছিল, মাঠের মধ্যে অদ্যাপিও একক কেহ ঐ স্থান দিয়া সময় বিশেষে গমনাগমন করে না [illegible]।

এই গ্রাম পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর জেনে-রেল কুট সাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নি-ষর করিয়া দান করেন। কুট সাহেব এই গ্রাম লখ্‌নৌয়ের নবাবের মুন্সিমাহমদে বিক্রয় করেন, তিনি গোপাল ঘোষকে বিক্রয় করেন, গো-পাল ঘোষ কলিকাতাস্থ পঞ্চু বসাখকে বিক্রয় করেন, পঞ্চু বসাখ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ গো-স্বামিকে বিক্রয় করেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পত্তি। নবতিবৎসর পূর্ব্বে এই পাকুটি গ্রামে ফরাসডাঙ্গার গবর্ণর সাহেবের গ্রীষ্ম—যাপনের এক মনোহর অট্টালিকা এবং একটা উদ্যান ছিল, তথায় কলিকাতার গবর্ণর লার্ড ক্লাইব এবং কেন্টীং সাহেব গমন করিতেন, এবং ঐ উদ্যানে সময়েং এত নিমন্ত্রিত লোকের আহ্বান হইত যে তাঁহাদিগের অপেক্ষায় একশত বা দুইশত গাড়ি ঘোড়া থাকিত, এক্ষণে সে অট্টালিকা

তাহার নিকট রেলওয়ের শ্রেণী দেওয়া হয় কা-রণে এই স্থানে ফরাসডাঙ্গার নগরাধ্যক্ষ আপ-নাদিগের অধিকারস্থ ভূমি বলিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে না দিয়া ঐ নগরের কিয়ৎ দূরে এরোপরে পতিত হইয়াছে।

ফরাসিসেরা নিশ্চয় ১৬৭০ সালে এতন্নগরাধি-কারী হয়েন, এবং ডিউপ্লিক্স সাহেব এই নগ-রের ১৭৩০ সালাবধি ১৭৪২ সাল পর্য্যন্ত, নগরা-ধ্যক্ষ থাকিয়া প্রায় ২০০০ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় এক কেল্লা ছিল, তাহাতে ৭০০ ফরাসিস ও ৭০০ সিপাহি থাকিত, এই কেল্লা ১৭৫২ সালে নির্মিত হয়। ফরাসিস-দিগের সহিত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ১৭৫৭ সালে তুমুল যুদ্ধ হইবায় কোম্পানির লর্ড ক্লাইব সাহেব ঐ সনের ২৩ মার্চ বাসরে যুদ্ধজয়ী হইয়া ঐ নগরহইতে বার লক্ষ টাকা লুট করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার পর সন্ধির দ্বারা ঐ নগর ফরাসিসদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন. কিন্তু ইহাও বক্তব্য যৎকালে (১৭৩০ সালে) ফরা-সডাঙ্গা ৩০০০ অট্টালিকায় শোভিত তৎকালে

কলিকাতা স্থাপিত হয় নাই বিশেষতঃ ফরা-
সিসেরা এদেশে এমত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন
যে তাঁহাদিগের তুল্য অপর ইউরোপীয়েরা হয়েন
নাই, অপিচ তাঁহারা এই ফরাসডাঙ্গাকে ভারত-
বর্ষের রাজধানী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু
সর্ব্বাধিপতি তাঁহারদিগকে এদেশের আধিপত্য
দিলেন না, একারণ তাঁহারদিগের স্বজাতীয় কোন
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকতা করিবায় ইংরাজেরা চন্দ-
নগরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফরাসিসদিগের বা-
ণিজ্য নষ্ট করিলেন। এক্ষণে ফরাসডাঙ্গায়
ব্রিটিস অধিকারস্থ নিঃস্ব ব্যক্তিপ্রভৃতিগণ আশ্রয়
পাইয়া থাকেন, তাহারদিগের প্রতি শ্রীযুত বা-
হাদুরের বিচারপতিরা হস্তার্পণ করিতে পারেন
না, যেমত ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইলে
তাহার প্রতি কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিত না।
ফরাসিসেরা শ্রীযুত বাহাদুরের নিকট হইতে
বর্ষে ৩০০ বাক্স আফিম ও উপযুক্ত মত নিমক
পাইয়া থাকেন। এই নগর অতি পরিপাটি
এবং দৃষ্টিতঃ অতি সুন্দর। এই ফরাসডাঙ্গার
অন্তঃপাতি গোন্দলপাড়া, হাটখোলা, মানি-

দিগের এতদ্দেশে প্রধানতা হইবার পূর্ব্বে ওলেন্দাজের বিশাল বাণিজ্য দ্বারা প্রধান হইয়াছিলেন, এবং ১৬৮৭ সনে ওলেন্দাজেরা চুঁচুড়ায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, সেই দুর্গে চারি বুরুজ ছিল, এবং সেই দুর্গের নাম ফোর্ট গসটেবস, (Fort Gustavus) এইরূপে কিছুদিন বাণিজ্য করিয়া এতদ্দেশাধিপতি হইবার বাসনায় ওলেন্দাজেরা ১৭৫১ সনে ইংরাজদিগের সহিত যে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর রণজয়ী হয়েন। নবাব সেরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের পলাশির বাগানে যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ওলেন্দাজেরা (Dutch) এদেশে অতুল্য বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। যৎকালে ইংরাজদিগের এদেশে কোন দুর্গ ছিল না, তৎকালে ওলেন্দাজদিগের চুঁচুড়ায় এক দুর্গ ছিল। শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ঐ দুর্গ ১৮২৭ সালে সমভূমি করিয়াছেন।

এই নগরে "হুগলি কালেজ" নামক এক বিদ্যামন্দির আছে, তাহাতে ৬০০ বালক বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। যে অট্টালিকায় এই কালেজ

স্থাপিত হইয়াছে তাহা 'মুসো পিরণ' নামক এক জন ফরাশীস সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাষ্ট্র রাজসেবায় বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করত ঐ বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে ঐ অট্টালিকা বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার ক্রয় করিয়া সাময়িক তৌর্য্যত্রিকালয় করিয়াছিলেন, তাঁহার দুরবস্থা হইলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ভদাসন ক্রয় করিয়া বিদ্যাগার করিয়াছেন। ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপনের নিমিত্তে মহাম্মদ মুসিন নামক একজন অতি ধনি মুসলমান ৩০,০০০, টাকা উৎপন্ন হয়, এমত উপযুক্ত বিষয় নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ঐ বিদ্যামন্দিরের নিকট ফিরি চর্চ্চ দ্বারা স্থাপিত বিদ্যাগার এবং গির্জ্জা।

ওলেন্দাজেরা ঐ নগর ও পলত্ত ইত্যাদি ১৮২৬ সনে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুমাত্রা (Sumatra) নামক উপদ্বীপ লইয়াছেন। শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যরক্ষার্থ ঐ স্থানে এক বারিক আছে, কিন্তু তৎ স্থান সুস্থদায়ক নহে এপ্রযুক্ত তথায় সদাকাল সৈন্য থাকে না, প্রত্যুত এই নগর জেলা

হুগলির, এবং পলতা জিলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি হইয়াছে যথা :—

"ওলন্দাজের যে কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি কালিকাপুর ও ঢাকাতে ছিল তাহা স্থানানুসারে শহর মুরশিদাবাদের ও শহর ঢাকার অধিকারের শামিল হইবেক এবং ফলতা ও বালেশ্বরের কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি স্থানানুসারে জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা কটকের অধিকারের শামিল হইবেক ও ওলন্দাজের যে কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি শহর পাটনাতে ছিল তাহা শহর পাটনার অধিকারের শামিল হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১০ আ। ২ ধা। ২ প্র।

"চুঁচুড়া শহর জিলা হুগলির অধিকারের শামিল ও অন্তর্গত হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১০ আ। ২ ধা। ১ প্র।

হুগলি।

এই স্থান হাওড়াহইতে ২৪ মাইল অন্তর। মুসলমানদিগের সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলি প্রধান বাণিজ্য স্থান, এবং তথায় রোমপ্রভৃতি দূরদেশহইতে জাহাজ আসিত, তথায় ওলে-

* বর্ত্তমান বৎসরাবধি পলতাপ্রভৃতি স্থানের ফৌজদারী মোকদ্দমা শ্রীরামপুরের শান্তিরক্ষকের দ্বারা বিচার হইতেছে।

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগ।

এপেন্‌ডিক্স।

ন্দাজ ওদিনমার ও ফরাশিশও ফিরিঙ্গি এবং ইং-
রাজেরা বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার কারণ একং
কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগর
স্থাপন হইবার পূর্ব্ব কোম্পানির কুঠীর বড় সা-
হেব ও কৌন্সল হুগলিতে অবস্থান করিতেন, এবং
ঐ স্থানে লার্ড ক্লাইব সাহেব প্রথমতঃ ঐ কুঠী
রক্ষার কারণ ফিরিঙ্গি গোলেন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত
করিয়াছিলেন, পরে ১৬৮৬ সনে মুসলমানদিগের
সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইবায় হুগলির ৫০০ গৃহ ও
কোম্পানির ৩০,০০,০০০ টাকার সোরা ভস্মসাৎ
হইয়াছিল, এবং ঐ সূত্রে ইংরাজদিগকে কলি-
কাতায় আসিতে হইয়াছিল, তখন কলিকাতায়
কেবল দুই চারি পাঁচ খানি কুঁড়ে ঘর ছিল, এক্ষণে
সুরেন্দ্রপুরীতুল্য হইয়াছে। সে যাহা হউক, ১৭৫২
সনে মহারাষ্ট্রেরা, (বর্গিরা) এই নগর লুট করিয়া
লয়। পরে ১৭৫৭ সনে ইংরাজেরা যুদ্ধ করিয়া
এস্থান লইয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত হুগলি এদে-
শের প্রধান বন্দর ছিল, এবং তথায় ৫০০০ মুসল-
মান সৈন্য থাকিত।

হুগলির বিবরণ লিখিতে হইলে ফিরিঙ্গিদি-

গের, (Portuguese) বিষয় না লেখা পক্ষপাত হয় যেহেতু তাঁহারা এই নগরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন এই স্থানের নাম "গুলিন ন গোলা" ছিল। এই শব্দহইতে কালে তথাকার নাম হুগলি হইয়াছে।

ফিরিঙ্গিরা এদেশে নিশুবি ১৫৪০ সনে আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের কাচারি যে স্থানে তথায় ফিরিঙ্গিরা ১৫৯৯ সনে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুর্গ নবাব কাসেম্ আলি দিল্লির বাদশাহা সাজিহানের অনুমত্যনুসারে সার্দ্ধ তিন মাস পর্য্যন্ত বেষ্টন করত লইতে না পারিয়া শেষে সোড়ঙ্গ করত তন্মধ্যে বারুদ পূর্ণ করিয়া ঐ কেল্লার কিয়দংশ উড়াইয়া দেন, তদবধি ফিরিঙ্গিরা, (Portuguese) দুর্ব্বল হইলেন। যে সনে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ইলিজেবেত শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি করেন, সেই সনে (১৫৯৯) ফিরিঙ্গিরা বান্দেলে, বলাগোড়ে) এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে ফিরিঙ্গিরা গৌড়ের বাদশাহার কোন

তৃপ্তিজনক কর্ম্ম সম্পাদন, করিবায় বাদশাহ তাঁ-হাদিগকে ঐ বান্দেল গ্রাম দান, করিলেন তাঁহারা ও ঐ স্থান রক্ষার নিমিত্তে তথায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে বান্দেলে ফিরি-ঙ্গিরা কালেজ ও ইস্কুল স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৩২ সনে মোগলেরা ঐ গ্রাম বলপূর্ব্বক লইয়া ঐ গির্জ্জার ছবি ও পুত্তলিকা বিনষ্ট করেন, কিন্তু একজন ফিরিঙ্গি পাদরি স্বক্ষমতায় দিল্লির বাদ-শাহার নিকটহইতে ঐ গির্জ্জার ব্যয় সাধনার্থ ৭৭৭ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হুগলিতে এক অতি উত্তম এমাম বাটী, (মহম্মুদি ভজনালয়) আছে, এবং এস্থল পূর্ব্ব জেলা বর্দ্ধ-মানের অন্তঃপাতি ছিল, পরে স্বতন্ত্র হইয়াছে :—

"এইক্ষণে যে জিলা বর্দ্ধমান আছে তাহা অংশ করিয়া ২ দুই জিলা করা যাইবেক ইহাতে তাহার উত্তরাংশের নাম জিলা বর্দ্ধমান থাকিবেক ও দক্ষিণাংশের নাম জিলা হুগলী হইবেক আর ঐ দুই জিলার সীমাসরহদ্দের নিরূ-পণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর-হইতে করা যাইবেক এবং ঐ একং জিলার একং দেও-য়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও ঐ একং দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের শক্তি অন্যং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের শক্ত্যনুরূপ হইবেক আর

উত্তরাংশে যে জিলা থাকিবেক তাহার নাম জিলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালত ও দক্ষিণাংশে যে জিলা থাকিবেক তাহার নাম জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।"।

হুগলির শান্তিরক্ষক বিখ্যাত শ্রীযুক্ত উইলিয়ম সাহেব এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারিদিগের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া নিজালয়ের সম্মুখে এক উত্তম ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, অদ্যাপিও এদেশীয় লোকে সেই ঘাটকে "উইলিয়ম সাহেবের ঘাট" বলিয়া থাকে। এবং হুগলির নিকট দেবীদাস ভট্টাচার্য্যের এক ক্ষেত্র আছে, তথায় শীতকালে অত্যন্ত শীত হইলে বরফ পতিত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে বরফ পতিত হয় না।

সপ্তগ্রাম বা সাৎগাঁ।

তিন শত বর্ষ পূর্ব্ব ঐ গ্রামে অতি বৃহৎ২ জাহাজ বাণিজ্যার্থ আগমন করিত, এক্ষণে তত্রস্থ নদী সুষ্ক প্রায় হইবায় সেই নদীর উপর বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনার্থ ২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে

এক পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানদিয়া গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোতঃ বহিয়া বারুইপুর ও রাজগঞ্জ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত। এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশীয় রাজধানী, তথায় এক দুর্গ ছিল এবং তথায় ১৫৬৬ সন পর্য্যন্ত বাণিজ্য হইত এক্ষণে যেমত কলিকাতা, পরে ফিরিঙ্গিরা হুগলিতে কুঠী নির্ম্মাণ করিলাতে এবং সপ্তগ্রামের নদীর স্রোতঃ শ্রীরামপুরের পূর্ব্বদিগ দিয়া বহিবাতে ঐ গ্রাম বিনষ্ট হইবায় হুগলি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। সপ্তগ্রামে রোমজাতীয়েরা বাণিজ্যার্থ বড়২ জাহাজ আনিত।

শাস্ত্রে ' প্রদ্যুম্ন নগরাদ্দক্ষিণে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে। তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতোযমুনা গতা। স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগইব লভ্যতে *।

দক্ষিণ প্রয়াগউন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।—স্মার্ত্তধৃত প্রায়শ্চিত্ত

---

*প্রদ্যুম্ন নগরের দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তর দক্ষিণ প্রয়াগ, যথাহইতে গঙ্গাসঙ্গতি ত্যাগ করিয়া যমুনা গমন করিয়াছেন সেই স্থলে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নান করার পুণ্য হয়. এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্তগ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

তন্ত্রে মহাভারতীয় বচনং। ইহাতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান বিবেচনা করিতে হইবে, সে যাহা হউক, অধুনা সপ্তগ্রাম অতি সামান্য স্থান বই নহে।

মগরা।

হাওড়াহইতে ২৯ মাইল অন্তর। তথায় এক লৌহময় পুল আছে, এই পুলদিয়া ৭৩০০০ বোঝাই গাড়ি, ১৭১৫৫ খালিগাড়ি, ৬৪৪১৫ বলদ, এবং ৩৩৯ সরকারি ডাক বহে॰ হুগলিহইতে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছে, এক্ষণে যে খালের উপর পুল নির্ম্মিত হইয়াছে শত বর্ষ পূর্ব্ব এস্থান দিয়া দামোদর নদীর প্রবাহ ছিল, এক্ষণে সে প্রবাহ দশক্রোশ পশ্চিম দিক দিয়া বহিতেছে, এই স্থানের পর পাণ্ডুয়া, (পেঁড়ো)।

পাণ্ডুয়া বা প্রদ্যুম্ননগর।

হাওড়াহইতে ৩৮ মাইল অন্তর। তথায় ১২০ ফিট উচ্চ এক মসজিদ আছে. এই মসজিদ ৫০০ বৎসর হইল মোসলমানেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই মসজিদে এক খণ্ড লৌহদণ্ড আছে সেই দণ্ড এমত নৈপুন্যদ্বারা স্থাপিত আছে যে তাহা লড়িত হয় অথচ বাহিরে আইসে না যাত্রিক লোক ঐ দণ্ডকে সাহা শফির যষ্ঠী বলিয়া থাকে।

মুসলমান ও হিন্দুদিগের সহিত এই স্থানে মহাসংগ্রাম হইয়াছিল. তাহার কারণ এই যে ঐ পাণ্ডুয়াতে আর্য্যজাতীয় রাজার রাজধানী থাকায় তথায় কোন মুসলমান, গো হত্যা করিতে পারিত না, পরে কোন সময়ে কোন মুসলমানের পুত্র জন্মাইবাতে সে এক গো হত্যা করিয়া আত্ম বন্ধু বান্ধবকে ভোজন করাইয়াছিল সেই গোঅস্থি সে খাতে পুঁতিয়া রাখে, পরে শৃগালে ঐ অস্থি বাহির করায় নগরস্থ আর্য্যজাতিরা, (হিন্দুগণ) অতি ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ মুসলমা-

নের পুত্রকে বিনাশ করেন, তাহাতে ঐ মোসল-
মান রাজার নিকট আপ্দাস করিল কিন্তু তাহাতে
প্রতিকার না হইবায় ঐ মুসলমান সেই মৃত
সন্তান এবং গোঅস্থি লইয়া দিল্লির বাদশাহের
নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন, তা-
হাতে দিল্লীশ্বর পাণ্ডুয়ার রাজার প্রতিকূলে সৈন্য
প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া
ছিলেন। এই যুদ্ধ থিষ্টাব্দ ১৩৪০ সালে হয়।
ফলবলতঃ মুসলমানেরা এই যুদ্ধ শুদ্ধ ছলনায়
জয়ী হইয়াছিলেন, কারণ ঐ প্রদ্যুম্ননগরে এক
অমৃতকুণ্ড ছিল তাহার মহিমা এপর্য্যন্ত, যে
তন্মধ্যে মৃত দেহ নিঃক্ষেপ করিলে বা তজ্জলক
তদুপরি অভিষিঞ্চন করিলে সেই শব পুনর্জীবিত
হইত, এতাবতা মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ার রাজার
যত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন রাজানুচর-
গণ ঐ কুণ্ডের জল তাহাদিগের উপর ছড়িয়া
দিবায় তাহারা জীবিত হইতে লাগিল, মুসল-
মানেরা তদ্দৃষ্টে অতিভীত হইয়া চিন্তা করিতে
লাগিলেন, তাহাতে কোন রাজপক্ষীয় মনুষ্য
কৃতঘ্ন হইয়া শাহা সফিকে কহিলেন:—"জাঁহা-

পনা” কোন কৌশলে ঐ কুণ্ডে গোমাংস নিঃক্ষেপ করুন। ঐ কুণ্ডে তাহা নিঃক্ষিপ্ত হইলে তদুদকের পুনর্ব্বার প্রাণদানের ক্ষমতা থাকিবে না। নবাব শ্রুতমাত্র ঐ দুরাত্মাকে ঐ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ ভা-রার্পণ করিবায়, সে এক খণ্ড গোমাংস ঐ কূপে কোপে নিঃক্ষেপ করিবায় মুসলমানদিগের অভি-লাষ সিদ্ধ হইল। সেই পুষ্করিণী পাণ্ডুয়ার আড্ডার, (Station) ২০০ ফিট অন্তরে আছে, কিন্তু তদবধি আর তজ্জীবনের জীবনদানের শক্তি নাই। [এইরূপ কিম্বদন্তী।]

এই মন্ত্রণায় পাণ্ডুয়ার রাজা পরাজিত হইলে পর ফিরোজ টগলক, দিল্লির বাদশাহ। আপন ভ্রাতৃপুত্র সাহা সফি, যিনি পাণ্ডুয়ার রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সন্তোষে বঙ্গদেশের নবাবি পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইবায়, সাহা সফি অস্বীকার হইয়া ফকিরী, (বৈ-রাগ্যাশ্রম) লইয়া ঐ স্থানে (আস্তানা) স্থাপন করিলেন, পরে ঐ স্থানে তাঁহার পঞ্চত্ব হইলে পর তথায় তাঁহার গোর হয়, সেই গোরের উপর এক বৃহৎ মসজিদ আছে, সেই মসজিদের নাম

"পাণ্ডুয়ার মন্দির" বলিয়া থাকে, এই মসজিদ ২৬০ ফিট উচ্চ এবং তাহা ষড়্‌বিংশতি গুম্বুজ বিশিষ্ট। এই মসজিদের কিঞ্চিৎ পশ্চিম পির পুকুর নামে এক পুষ্করিণী আছে, এই পুষ্করিণী ৫০০ বৎসর হইল খনন হইয়াছে. অদ্যাপিও তাহা ৪০ ফিট গভীর, বিশেষতঃ এই পুষ্করিণীতে এক নক্র আছে, যখন তত্রস্থ (কথাকার আস্য়ান্নার) ফকীর ঐ নক্রকে ফতে খাঁ বলিয়া আহ্বান করেন, তখন সেই কুম্ভীর ভাসিতে থাকে, ঐ পুষ্করিণীর চতুঃ পাহাড়ে অনেক পিরস্থান আছে। এই "পিরপুকুরের" নিকট আর একটা পুষ্করিণী আছে, এই পুষ্করিণীতে এদেশীয় অনেক বন্ধ্যা এবং কাকবন্ধ্যা স্ত্রীলোক পুত্র কামনায় গমন করত তজ্জলে পাটালি নামক মিষ্টান্ন নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহাতে যাহার পাটালি ভাসিতে২ হস্তে আইসে তাহার সন্তান হয়, এবং যাহার না ভাসে তাহার সন্তান হয় না এমত প্রবাদ আছে, এবং সন্তানপরিষ্কার নিমিত্তে অনেকে গমন করিয়া থাকেন।

ঐ স্থানের পর বৈঁচি নামক অতি গণ্ড গ্রাম,

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

ভ্রমশোধন।
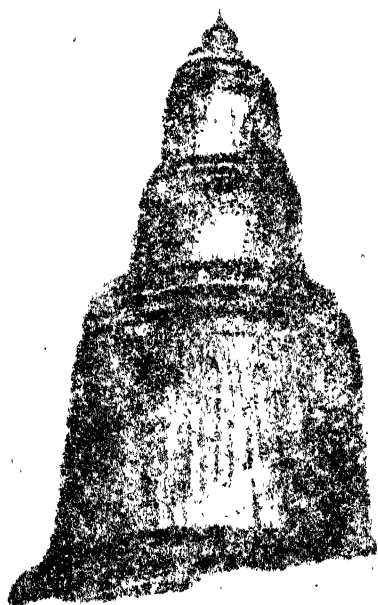
তথায় অনেক লোকের বসতি, এই গ্রামের পর জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি মেমারির আডডা, (Station) এই স্থানে ডাকের আডডা ও ডাক বাঙ্গলা আছে।

দামোদর নদ।

* মেমারিহইতে কিয়দ্দূর দামোদর নদ। ঐ নদ রামগড়ের পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইয়া ৪৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত। এই নদের স্রোতঃ এমত প্রখর যে তদ্দ্বারা তাহার উভয় পার্শ্বস্থ বান্দ প্রায় বৎসর২ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রজার ও জমিদারগণের অনেক অপচয় হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ঐ নদের জল ২০ ফিট গভীর এবং এক ক্রোশ আড়ে বিস্তার হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর রেলওয়ে সম্বন্ধীয় ২৮০ খিলানযুক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত এক স্থলপুল আছে, তাহা নির্ম্মাণ করিতে রেলওয়ে কোম্পানির ২০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ঐ স্থলপুলের বামভাগে পাদরিদিগের বাস স্থান, তথায় তাঁহারা ১০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার পর বাঁকা নদী, তদুপরি এক লৌহময় পুল

আছে, ঐ বাঁকা নদী প্রাবৃট কালে ২০ ফিট গভীর হইয়া থাকে, এই নদীর পারান্তর বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমান।

এই স্থানের নাম কোন কোন পুস্তকে কুসমপুর বলিয়া বর্ণিত আছে, এবং ইউরোপখণ্ডে এই স্থানকে "বরওয়া" বলিত।*

তথায় ১৬০০ খিষ্টাব্দি সনের শেষভাগে সের খাঁ নামক এক-জন মুসলমান উমরা, পত্নীর সহিত আসিয়া নগরাধিপতিরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার স্ত্রী মিরলনিসা পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার লাবণ্য দৃষ্টি করিয়া যুবরাজ আরঙ্গজিব আপন পিতা আকবর বাদশাহকে নিবেদন করিয়াছিলেন যে :—"হে পিতঃ আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিউন, তাহাতে আকবর কহিলেন যে আমাহইতে এমত কর্ম্ম হইতে পারে না, যেহেতুক সের খাঁর সহিত

* রিস্ সাইক্লোপিডিয়া দৃষ্টি করুন। (See Ree's Cyclopædia.)

ঐ কন্যার বিবাহ হইবেক এমত বাক্য স্থির হইয়াছে, তাহাতে যুবরাজ অসন্তোষ হইয়া যাহাতে সের খাঁর মৃত্যু হয় এমত চেষ্টা করিবায় সের খাঁ সভয়ে বঙ্গদেশে আসিয়াবাস করিলেন।

আকবর সাহার মরণোত্তর আরঙ্গজিব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মান সিংহকে অনুরোধ করিলেন যে যাহাতে সের খাঁর প্রাণ নষ্ট হয় তাহা করিয়া তৎ পত্নীকে আমাকে সমর্পণ করুন, মান সিংহ সম্মত না হইবায় কুতবকে ১৬০৬ সনে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিয়া সের খাঁকে নিধন করত তাঁহারপত্নীকে বিবাহ করিলে পর তাঁহার নাম নুরজিহান হইল। ১৬১৫ সনে শোভা সিংহ নামক এক আর্য্য জমিদার আফগান জাতির সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ধন সম্পত্তি ও পরিজন হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধে হত রাজার পুত্র জগৎ রায় ঢাকায় নবাবের শরণাগত হয়েন, ওদিকে উপদ্রোহকারিরা রাজমহল অবধি মেদনীপুর পর্য্যন্ত লুট করিয়াছিল, (তৎকালে বঙ্গদেশের নবাব ইব্রাহিম খাঁ) এবঙ্ক ঐ শোভা সিংহ বর্দ্ধমানের রাজার এক

পরমা সুন্দরী কন্যাকে আপনি ভোগ করিবেন এই মানসে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে সুস্থির হইয়া ঐ সুন্দরীকে সম্ভোগ করিবার যত্ন করিবা মাত্র তিনি আপন ও পিতৃকুলের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার কারণ প্রথম আলিঙ্গনের কালে শোভা সিংহের উদরে এক ছুরিকা প্রবেশ করিয়া দিবায় তাহার পঞ্চত্ব হইল, পরে আত্মোদরে আঘাত করত আপনিও মরিলেন। তখন বর্দ্ধমানের রাজধানী বাঁকা নদীর পূর্ব্ব পারে অথবা "ট্রঙ্ক রোডের" উপর ছিল। তৎকালে বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশ রাজা ছিলেন না। এই বংশের পূর্ব্ববর্ত্তি সিংহ নামক অপর এক বংশ রাজত্ব করিতেন, সেই বংশের অন্তিম রাজার নাম বীর সিংহ, তিনি বাদশাহার সহিত বিবাদ করত দেশত্যাগ করিবায় বর্ত্তমান রাজবংশের বীজ পুরুষ ছকুরাম রায় মহাশয় বাদশাহের সৈন্যগণকে রসদ, (আহারীয় দ্রব্য) দিয়া পরিতৃপ্ত করিবায় বাদশাহা, তাঁহার শীঘ্রতায় অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া বীর সিংহের রাজ্য, (জমিদারি) ঐ মহাপুরুষকে প্রদান করিলেন, ইহাতেই নীতিশাস্ত্রে লিখিত

আছে যে, "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবান জানন্তি কুতোমনুষ্যাঃ", তাহাই ছকুরামের হইবায় তিনি ভূম্যধিকারিরূপে খ্যাত হইলেন, সেই ছকুরাম রায় মহাশয় অবধি বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমন মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ, ইঁহারা সমভাবে রাজানুগত হইয়া বিপুল ভূমি সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাতে কেহ২ বলিয়া থাকেন, যে ছকুরাম রায় মহাশয়কে বাদশাহ স্বাধীন রাজা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনায় ইহা সংগত হইতে পারে না। যদি তাঁহাকে স্বাধীন আধিপত্য দেওয়া হইয়া থাকিত তবে রাজা ত্রিলোকচন্দ্র কখন আলিগওহর শাহা বাদশাহাকে ভয়ে গোপনে ধন প্রদান করিতেন না, এবং সুবে বাঙ্গলার নবাব ১৭৬০ সনের ২৭ সেপ্টম্বর বাসরে সন্ধিপত্রের দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে বর্দ্ধমান ও মেদনীপুর এবং চট্টগ্রাম কখন প্রদান করিতে পারিতেন না, (এক্ষণে আমাদিগের সে বিচারে প্রয়োজন নাই)।

[তথায় দিল্লির তাৎকালিক ভাবি বাদশাহা সাহা জিহান ১৬২১ খিস্তবিসনে অবস্থান করত

ফিরিঙ্গিদিগের গবর্ণর মিচেল রড্রিক সাহেবের নিকট হইতে গোলেন্দাজ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবায় ফিরিঙ্গিরা ভাবি বিবেচনা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই, (তৎকালে এদেশে ফিরিঙ্গিরা বিখ্যাত গোলেন্দাজ ছিলেন), পরে সাহা জিহান বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি পূর্ব্ব-কোপ থাকাপ্রযুক্ত বঙ্গদেশের নবাব কাসেম আলি খাঁর পরামর্শে তদ্দারা তাহাদিগের স্থাপিত হুগলি নগর বিনাশার্থ শ্রীরামপুরে এক নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া হুগলি সার্দ্ধ তিন মাস বেষ্টন করিয়া শেষে সুড়ঙ্গদ্বারা ফিরিঙ্গিদিগের কেল্লা ও তাঁহাদিগের বাণিজ্য জাহাজ সকল বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এবং ঐ ১৬২১ সনে সাহা জিহান বর্দ্ধমান অবস্থান করিবার মোগলেরা সেই স্থান বেষ্টন করিয়া ছিলেন।]

বর্দ্ধমানের রাজার অধিকার ৭৫ মাইল (৩৭॥ ক্রোশ) দীর্ঘ, এবং ৪৫ মাইল (২২।। ক্রোশ) প্রস্থ। বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে ৪০,০০,০০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন, এক্ষণে বর্দ্ধমা-

নের জমিদারের মত ভূমিসম্পত্তি এ দেশে অপর আর কাহারো নাই। [পূর্ব্বে শ্রীমতী মহারাণী ভবানী কোম্পানি বাহাদুরকে ৫,২০,৫৬,০০০ টাকা আত্মাধিকারের কর প্রদান করিতেন এখন কেবল কীর্ত্তির দ্বারা রাণী ভবানী জীবিতা আছেন, বিষয় তাদৃশ নাই।]

পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজধানী এমত পরিপাটি ছিল না, যেমত বর্ত্তমান রাজার সময়ে হইয়াছে। রাজভবন ইষ্টেসন, (Railway Station) হইতে এক মাইল অন্তর, এবং দেলকোশাবাগ, (গোলাপবাগ) অর্দ্ধ মাইল দূর, তথায় নানাদেশীয় পশু পক্ষিপ্রভৃতি আছে, তাহাদিগের প্রতিপালনের নিমিত্তে রাজার মাসিক ৮,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াথাকে, প্রত্যুত এই বাগান প্রস্তুত করিতে বর্দ্ধমানের রাজার তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্দ্ধমানেদর্শনের যোগ্য দেলকোশাবাগ (চিড়িয়াখানা) এবং যে সমস্ত বৃহৎ২ পুষ্করিণী আছে (শ্যামসায়ের রাণীসায়ের প্রভৃতি পুষ্করিণী)। বর্দ্ধমানের রেলওয়ের ইষ্টেসনের বামভাগে কোম্পানির সৈন্যের সাময়িক অবস্থানের নিমিত্ত এক ক্ষেত্র

ও ডাকবাঙ্গলা এবং জেহেলখানা আছে, এবং এই ইষ্টেসনের নিকটস্থ রাজপথ হইয়া মুরসি-দাবাদে গমন করা যায় এমত রাজপথ আছে. এবং এই স্থানের বামভাগে অথচ ইষ্টেসনের এক মাইল অন্তর মৃত মহারাজা তেজচন্দ্র বাহা-দুরের অষ্টোত্তর শত শিবমন্দির আছে। বর্দ্ধ-মান কলিকাতা অপেক্ষা ৯৫ ফিট উচ্চ। এস্থা-নের জল বায়ু অতিউত্তম।

বর্দ্ধমানহইতে ৫ ক্রোশ অন্তর রাজমহলের গন্তব্য রেলশ্রেণী. সে শ্রেণী হইয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতেছে এই রেল-ওয়ে শ্রেণী ইলেমবাজারি নামক স্থানহইতে কিয়দ্দূর, তন্নিকট অজয় নদী (যে অজয় নদী কাঁটোয়ার নিকট দিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত আছে ঐ নদীর জলবৃদ্ধি হইলে গঙ্গার জল আরক্তিমা বর্ণ হইয়া থাকে,) এ নদী পার হই-য়া উত্তর পশ্চিম দেশে রেল নির্ম্মাণ হইতেছে।

ইলেমবাজার বাণিজ্য স্থান, তথায় কাঁটোয়া নামক গঞ্জহইতে প্রাবৃটকালে বড় তরী অজয় নদী দিয়া গমন করিয়া থাকে, এই কাঁটোয়ার

বাষ্পীয় কল এবং ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে।

উপক্রমণিকাধ্যায়

পরম পুরুষ কৃপানিকরে মানবনিকরকে যে অপূর্ব্ব জ্ঞানরূপ পরম ধন প্রদান করিয়াছেন, সেই মহামহিমাময় জ্ঞানের মহাপ্রভায় মনুষ্যগণ গহন কানন বাসি পশুগণকে, ও গভীর সলিলবাসি নক্রাদিকে, ও শূন্যগামি পক্ষিগণকে, ও শৈলবাসি পশুরাজকে, ও ভূতাদিকে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাধীন করিতে এরূপ ক্ষমতাবান; যেরূপ দাসদাসীগণ প্রভুর ভ্রূভঙ্গী ঈক্ষণে তদাজ্ঞা পালনে যত্নবান, যেরূপ ভূচর বনচর জলচর খেচর মনুষ্যের বশীভূত সেইরূপ নির্জীব জড় বায়ু, বহ্নি ও অম্বু

ক

গঞ্জের ভিত্তিমূল মুরসিদাবাদের নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ, স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থানের নাম "গঞ্জ মুরসিদপুর"। মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণ নিবারণের কারণ কাঁটোয়ার উত্তর শাঁকাই নামক স্থানে মুরসিদ কুলি খাঁ এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি অদ্যাপিও দৃষ্ট হইতেছে, ঐ গঞ্জ মহারাষ্ট্রের সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত দগ্ধ করিয়াছিলেন, অধুনা তথায় চাউল ডাইল গোধূম লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের বিপণি, যেমত এ অঞ্চলের মধ্যে ভদ্রেশ্বর সেইরূপ কাঁটোয়াও জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি, তথাকার শান্তিরক্ষার কারণ অধুনা এক জন ডিপিউটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন, বিশেষতঃ এই স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়িক লোকের পরম তীর্থ, যেহেতু তথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট প্রথমতঃ মুণ্ডিত হইয়া সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।*

* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪১৪ শকাব্দায় ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব শ্রীমৎ জগন্নাথ মিশ্র নামক দ্বিজেন্দ্র ও শ্রীশচীনাম্নী তৎপত্নীহইতে নবদ্বীপে আ-

ইলেম্‌বাজারের নিকট দিয়া যে রেল শ্রেণী গিয়াছে তদভিমুখে গমন করিলে বীরভূম ও রাজমহলের পাহাড় দর্শন হয়, এবং এদেশের প্রধান রাজধানী গৌড় নগরের যে সমস্ত অবশিষ্টাংশ আছে তাহাও দৃষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং প্রসঙ্গাধীন গৌড় নগরের ইতিহাসও লিখিতে হইল।

গৌড়।

দুই হাজার পাঁচশত বৎসর গত হইল গৌড় বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তন্মধ্যে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তথায় দশ লক্ষ লোক বসতি করিত।

বির্ভাব হইয়াছিলেন। তাঁহার পারিষদ শান্তিপুর নিবাসি বারেন্দ্র বংশীয় দ্বিজ কুলোদ্ভব শ্রীমৎ অদ্বৈতচন্দ্র প্রভু ও একচক্র নিবাসি রাঢ়ি বংশীয় দ্বিজ শ্রীমৎ হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ঐ মহাশয়ের বংশ খড়দহ এলেতা এবং শান্তিপুর নিবাসি গোস্বামিগণ। ও শ্রীমৎ গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীমৎ শ্রীবাস পণ্ডিত ও মুরারি গুপ্ত শ্রীহরি দাস ঠাকুর (ইনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন, প্রভুর কৃপায় ঠাকুর হইয়াছিলেন,) এবং শ্রীপুরুষোত্তম নিবাসি মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কর্ণাটদেশীয় রাজা প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী রাম শ্রীমৎ রামানন্দ রায় প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য নানা দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ভাগবৎ ধর্ম্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে ১৪৬৯ শকাব্দায় শ্রীপুরুষোত্তমে অপ্রকাশিত হয়েন।

এই নগর শত শত রাজার রাজধানী ছিল, তন্মধ্যে রাজা আদিশূর এদেশের অনাবৃষ্টি শান্ত্যর্থে কান্যকুব্জ দেশীয় রাজা বীরসিংহ দেবের সহিত সন্ধি করিয়া তদ্দেশ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ব্ব, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ নামক পাঁচ জন ব্রাহ্মণদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয় শাণ্ডিল্য গোত্র ব্রাহ্মণগণ, ভট্টনারায়ণের বংশ. ঐ ভট্টনারায়ণের সহিত মকরন্দ ঘোষ নামে একজন কায়স্থ ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, এদেশে এক্ষণে যে সমস্ত ঘোষ কায়স্থ আছে তাহারা ঐ মকরন্দ ঘোষের বংশ। দ্বিতীয় দক্ষ, এদেশে যত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সন্তান। দক্ষের সহিত দশরথ বসু নামে কায়স্থ ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা এদেশে বসু কায়স্থ নামে খ্যাত। তৃতীয় বেদগর্ব্ব, এদেশীয় যত সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহারা সকলেই বেদগর্ব্বের সন্তান। দশরথ গুহ নামে কায়স্থ তাঁহার ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ। চতুর্থ ছান্দড়, এদেশীয় যত

বাৎস্যগোত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ছান্দড়ের সন্তান. তাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তম দত্ত ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, যত দত্ত কায়স্থ, সকলেই তাহার সন্তান। পঞ্চম শ্রীহর্ষ, এতদ্দেশীয় যত ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তাঁহার সন্তান, তাঁহার সহিত কালিদাস মিত্র ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা এদেশের মিত্র কায়স্থ নামে খ্যাত।

এইরূপে আদিসুর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে এদেশে কেবল ৭০০ ঘর আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, যাঁহারা অধুনা সপ্তশতি বা সাতশতি বলিয়া খ্যাত আছেন।

এই গৌড় রাজধানী লক্ষ্মণ সেন অতিসুশোভিত করিয়া স্বনামে ঐ নগরের লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন, এবং আদিসুরের আনীত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানকে দুই শ্রেণীতে* বিভাগ করিয়া এক শ্রেণী গৌড় রাজধানীর অতি নিকট করতোয়ানদীর তীর বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করাইয়াছিলেন,

* দেবীবর নামে এক ঘটক রাঢ়ীয় শ্রেণীর সমীকরণ এবং ইচ্ছামত কুলীন করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনের নিয়ম করিয়াছেন। পুরন্দর খাঁ কায়স্থের নিয়ম করিয়াছেন অদ্যাপিও ঐ সমস্ত রীতি চলিতেছে।

সেই শ্রেণীর নাম বারেন্দ্র শ্রেণী (যাহাতে অস্ম-
দাদি ভুক্ত) অপর এক শ্রেণীকে রাজধানীর
অতিদূর রাঢ় দেশে। এই দেশে, বাস করাইয়া-
ছেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী।

এইরূপে গৌড় নগর রাজপাট থাকিলে। খ্রীষ্টা-
ব্দ ১৫৭৫ সালে কোন সংক্রামক কাসি, বসন্ত, কলেরায়
মহামারী হয়, তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে এই
প্রাচীন নগর উচ্ছিন্ন ও জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র
বানর ভল্লুক প্রভৃতির বাস স্থান হইয়াছে। এই
নগর ৩০ ফিট উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীরের দ্বারা দশ
ক্রোশ পর্য্যন্ত বেষ্টিত ছিল, এই নগরের ইষ্টকাদি
লইয়া মুরশিদকুলি খাঁ মুরশিদাবাদ নির্ম্মাণ করি-
য়াছিলেন।

টলেমি (Ptolemy) এই নগরের নাম গোঙ্গরিজিয়া
(Gangana Regia) লিখিয়া গিয়াছেন,
অর্থাৎ যুনানিরা গৌড়ের ঐ নাম বলিত। গৌড়
গঙ্গার পশ্চিম পার, রাজমহল হইতে ২৫ মা-
ইল দক্ষিণ। খ্রীষ্টের জন্মাইবার ৭৩০ বৎসর
পূর্ব্ব* এ নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। যিশুখ্রি

* Dow's 6th Book.

১৫৭৫ সনে দিল্লির বাদশাহ্ আকবর সাহা এই নগরে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং তন্নগরের অনেক প্রকার অঙ্গ রাগ করিয়া তাহার জিন্নতিয়াবাদ নাম করণ করিয়াছিলেন, যেমত পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সে গৌড়নগরের শোভা করত স্বনামে লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন. কিন্তু এস্থলে পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, যে মার্শমন সাহেব স্বকীয় সংগৃহীত বঙ্গদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, যে সিপ্তাবি ১৫৭৫ সনে গৌড় নগর মহামারী হইয়া জনশূন্য হয় রিস্ সাইক্লোপিডিয়া নামক পুস্তকে এবং জেমস্ রেনল সাহেবের * পুস্তকে ঐ সনে আকবর সাহা গৌড় নগরের অঙ্গরাগ করেন, এবং কোন প্রবীণ ইতিহাসবক্তা † লিখিয়াছেন, যে গৌড় নগরের বায়ু অতি মন্দ হইবাতে প্রজাগণ তৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল, প্রভুত মার্শমনপ্রভৃতি অপরাপরে মহামারীতে তন্নগর উচ্ছিন্ন হইয়াছে লিখিয়াছেন। অস্মদাদির এই বিষয়ের

* Memoir of a Map of Hindoostan.

† Ferishta's Accounts.

বিবেচনা করা উপস্থিত পুস্তকে কর্ত্তব্য নহে, তবে সময়ানুসারে ত্রুটি হইবেক না।।

গঙ্গানদীর স্রোতঃ যাহা পূর্ব্বপর্য্যন্ত গৌড় নগরের অতি নিকট হইয়া বহিত, তাহা ৬ ক্রোশ অন্তর হইবায় টাঁড়া* বা কাওয়াসপুরে রাজধানী আনীত হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপিও গৌড় নগরের পশ্চিম দিয়া এক নদীর শাখা আছে, তদ্দ্বারা কেবল বর্ষা কালে গৌড় নগরে তরণী যাইতে পারে, এবং গৌড়ের পূর্ব্ব এক ক্রোশ অন্তর মহানন্দা নাম্নী এক নদী আছে তাহাতে সর্ব্বকাল নৌকা বহে। অনেক সাহেব লোকে অতিসাবধানপূর্ব্বক পরিমাণ করিয়াছেন, যে গৌড় দীর্ঘে ৭॥০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ১॥০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বনময় হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেক গ্রামও ছিল। প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের অতিউচ্চ মস্‌জিদ এবং তন্নগরের দুই টা ফটকের কিয়দংশ অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়।

---

* টাঁড়ায় বা টাণ্ডায় অদ্যাপি উৎকৃষ্ট খাজা প্রস্তুত হওয়ার কারণ এ স্থান প্রসিদ্ধ আছে।

পূর্ব্বে গৌড় নগরের কথা প্রসঙ্গে টাঁড়া বা কাওয়াসপুরের যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা ঐ নগরের নিকটবর্ত্তী। সের সাহা আপন রাজত্ব কালীন (খিষ্টাব্দ ১৫৪০ সনে) টাঁড়ায় সাময়িক রাজধানী করিয়াছিলেন, পরে আকবর সাহা ১৫৪০ সনে ঐ নগর প্রকৃতরূপ রাজধানী করেন, অধুনা তন্নগরের কেবল কোনং স্থানের বুরুজ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অন্য আর কোন চিহ্ন নাই, প্রত্যুত এই নগর কোন্ সময়ে বিনষ্ট হইয়াছে তাহাও লেখা কঠিন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানে এই মাত্র জ্ঞাত হইয়াছি যে আরঙ্গজিব বাদশাহের সময়ে (১৬৬৯ খিষ্টাব্দ সনে) ঐ নগর বঙ্গদেশের প্রধান নগর ছিল, তদন্তে রাজমহল, ঢাকা এবং মুরসিদাবাদ ক্রমেং রাজধানী হইয়াছিল।

কাওয়াসপুরের নিকট মালদহ, ইহা গৌড় নগর বিনাশোত্তর স্থাপিত হইয়াছে, এই নগর অতি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর। ঐ স্থান মুরসিদাবাদের উত্তর ৩৫ ক্রোশ। মালদহ জেলায় অনেক উত্তম রেসম ও আম্র এবং মোরব্বা জন্মে।

মালদহহইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ এবং গৌড়-হইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তর বড়পেঁড়ো নামক নগর খিশুবি ১৩৫৩ বঙ্গদেশের রাজধানী হইয়াছিল, তথায় রাজা গনেশ নামক দিটোরিয়ণর এক জন প্রধান, দৈবায়ত্তে বঙ্গদেশের রাজা হইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র রাজা চিৎমলের তথায় রাজধানী ছিল, কিন্তু তিনি সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করত মুসলমান হইয়া গৌড়ে রাজধানী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পর তৎপুত্র আমদ সাহার ঐ নগরে রাজধানী ছিল, এই স্থানে বঙ্গদেশের বাদশাহ "আদিন তোগরল" এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আদিনা মসজিদ." তাহার কিয়দংশ অদ্যাপিও আছে, এবঞ্চ এস্থানে এক অতিবড় পাকা (মসলায় জমাট করা) রাস্তা আছে, সেই রাস্তা মালদহহইতে দিনাজপুরে গমনের কারণ যে রাস্তা নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার সহিত সংযুক্ত, এই স্থান দিয়া রেলওয়ে শ্রেণী নির্ম্মাণ হইতেছে তদ্দ্বারা ডার্জিলিং (দুর্জয়লিঙ্গ) সর্করিগলি, মাল-

ঙ্গ, কাহালগাঁ,* পাত্থরেঘাটা শিলাসঙ্গম,) মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি স্থান সুগম্য হইবে, উপযুক্ত কালে এই সকল স্থানের ইতিহাসও লিখ্যমান হইবেক। কিন্তু ভাগলপুরের নিকট বালিয়াপুত্র বা পাটলিপুত্র নামক যে এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ছিল তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, একারণ অস্মদাদির এতদ্বিষয় লিখিবার প্রয়োজন না হইলেও প্রসঙ্গ গতে প্রতিজ্ঞাতিক্রম করিয়াও লিখিতেছি।

ভাগলপুরের দুই ক্রোশ পশ্চিম অরণ্যবহা নদীর তটে চম্পানগর, তথায় পালিব্রত বা বালিয়াপুত্র নামক অঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এক্ষণে চম্পানগর বা চম্পকমালিনী নামক গ্রাম যাহা ভাগলপুরের দুই ক্রোশ পশ্চিম, তথায় পুরাকালে বালিপুত্র নামক রাজধানী ছিল, এই বালিপুত্র গঙ্গা ও অরণ্যবহা নদীর সঙ্গম স্থলের পশ্চিম, এক যোজন বিস্তীর্ণ‡।

* এই স্থানে কহোলনামক ঋষির আশ্রম থাকিবায় ঐ স্থান কহোল গ্রাম বা কাহালগাঁ হয়।

† যথা জুহ্নস্ হিস্ত্রা।

‡ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে চম্পানগর চম্প রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

ও তড়িতাদি ভূতগণকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন. তাহার প্রতি কারণ এই যে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের দত্ত বুদ্ধি কৌশলে কৃত প্রযত্নে শিল্পনৈপুণ্যতাতে যে জলের মধ্যে বায়ুর বিশিষ্টরূপ বিদ্যমানতা নাই, অথচ যে অম্বুমধ্যে মনুষ্য দীর্ঘকাল যাপন করিতে পারিতেন না, অধুনা সেই জলে মনুষ্য স্বকৃত বুদ্ধিসৃষ্ট যন্ত্রের শক্তির দ্বারা অনায়াসেই অবলীলাক্রমে স্বরক্ষিতি করিতেছেন. এতাবতা জলমধ্যে বায়ু মনুষ্য ইচ্ছানুসারে গমন করত সহায়তা করিতেছে, যদি জিজ্ঞাস যে সে যন্ত্র কি? উত্তর, তাহার নাম "ডাইবিং বেল" অর্থাৎ জলস্তম্ভক যন্ত্র। এবং যে আকাশে কেবল খেচর গমনাগমনদ্বারা মনুষ্য মস্তকে পাদ চালন করিত, সেই খেচরগণের সেই গর্ব মনুষ্য স্থির বুদ্ধি কৌশলে খর্ব করিয়া যন্ত্রসহকারে শূন্যপথে অভিলাষমত গমনাগমন করিতেছেন, যে বায়ু অতি প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত, সেই বায়ু মনুষ্যকৃত (Windmill,) কলের গতি করাইতেছে, যে জীবন জগতের জীবন, সেই জীবন স্বাভাবিক নিম্ন গতি ত্যাগপূর্বক

ধরণীকোষাভিধানে ব্যক্ত আছে, যে জম-
পুরের রাজা জয়সিংহ চম্পানগর যেথায় ভাগ
লপুর নামক টৈলেমি ও নার্চসের স্থান নির্ণয় করণ-
ার্থে স্বপ্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তা
হাতে তিনি তত্ত্ব করিয়া জানিয়াছিলেন যে পা-
টলিপুত্র এবং তন্নিকটস্থ প্রপন্ডাপর গ্রাম গঙ্গার
জলে মগ্ন হইয়া গেলে তাহার পশ্চিমাংশের কি-
ঞ্চিৎ ভাগ প্রকাশ ছিল, এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত ভা-
গলপুর হইতে দুই ক্রোশ অন্তর, যে ভাগলপুরের
আধুনিক বাসপাড়া নাম, যথায় হিন্দুরা
বৎসর বৎসর তীর্থার্থে গিয়া থাকে। যদি ভাগ
লপু বাসপাড়া হয় তবে এই স্থানেই পাটলি-
পুত্র ছিল। ধরণীকোষে আরো প্রকাশ আছে,
যে গঙ্গার জলেতে পাটলিপুত্র জলময় হইয়া
পুনশ্চ শুষ্ক ভূমি হয়, তদুপরি চম্পানগর স্থা-
পিত হইয়াছে, এই স্থানের নিকট গঙ্গালতা নামে
এক নগর ছিল, যাঁহার আধুনিক নাম, লতাগাঁ
যেহেতু তন্নিকটে কৃষ্ণলতা নামে এক পুষ্প জন্মা-
ইয়াথাকে, তাহা হরিদ্বর্ণ এবং সৌগন্ধিময়।
ভাগলপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সাড়ে তিন

ক্রোশ অন্তরে এই পুষ্প অদ্যাপিও যথেষ্ট জন্মাইয়া থাকে।

ভাগলপুরের দেড় ক্রোশ পশ্চিম ও চম্পানগরের অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিম বাসুপাজুকা নামক স্থানে তৎস্থানে ইষ্টকে নির্ম্মিত দুই স্তম্ভ আছে, এবং জৈনদিগের যে চতুর্বিংশতি অবতার তন্মধ্যে বাসু নামক দ্বাদশ সংখ্যক যে অবতার তাঁহার পাদচিহ্ন ঐ স্থানে আছে, তাহা জৈনধর্ম্মিদিগের আরাধ্য। এই স্থানের দক্ষিণে দেবগড় এবং ধর্ম্মগঞ্জ। এই কারণে যে কোন গ্রন্থকর্ত্তার পাটনা বা এলাহাবাদকে পাটলিপুত্র কল্পনা করিয়া থাকেন তাঁহা বৌদ্ধসম্মত উত্তরপুরাণে যে প্রমাণ দৃষ্ট হইল তাহাতেই অপ্রমাণ জ্ঞান হইতেছে যথা :—

" শিষ্য। হে গুরো, আপনি কৃপা করিয়া চম্পানগরের এবং অরণ্যবহা নদীর উপাখ্যান কহিয়াছেন, কিন্তু ঐ নদীর চন্দ্রভাতি নাম কেন হইল তাহা কহেন নাই, অনুগ্রহ করিয়া কহুন, শুনিতে বড় বাসনা আছে।

গুরু। ভাল প্রশ্ন করিলা। গঙ্গার উত্তরে

রতিপুরীনাম্নী এক নগরী আছে, তথায় মহাপ্রভু ধর্ম্মনাথের আবির্ভাব হয়, এক দিন চম্পাপুরীতে বৌদ্ধনাথে গমন করণ কালীন পথে অর ণ্যবহা নদী দেখিয়া তাহাতে স্নান করিবামাত্রেই নিদ্রিত হইলেন, পরে মহাদেবের আজ্ঞায় অরণ্যবহ্না নদী মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীবেশে ধর্ম্মনাথকে করপুটে স্তুতি করিলায় ধর্ম্মনাথ নদীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, যে অদ্যাবধি তোমার নাম চন্দ্রভাতি হইবে, অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি হইবে, একারণ অরণ্যবহার নাম চন্দ্রভাতি হইয়াছে।" হরিবংশ নামক পুস্তকে ও বায়ুপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে, যে পাটলিপুত্রের নাম আধুনিক চম্পানগর। এই চম্পানগর ও কাহালগা ও পাত্থরেঘাটা পর্য্যন্ত বিস্তার এবং পশ্চিমে সূর্য্যগড়াপর্য্যন্ত বিস্তার, এবং এই স্থানের নিকট কৌশিকী নদী আছে, এই কৌশিকী নদীর মোহানায় ভাটেশ্বরনাথ শিব আছেন।

সংস্কৃতে পাত্থরেঘাটা নামক স্থানের শিলা-

সঙ্গম নাম, এই পাণ্ডুরেণাটের সম্মুখে চুটি নামক স্থান, ঐ স্থানের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে রাজা রামনন্দন বাসুদি নামক এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে তথাহইতে দক্ষিণ পশ্চিম বদরকোট বেদর কুটি নামক স্থান, তথায় মহাদেবপ্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ এবং সিদ্ধগণ বাস করিয়া থাকেন এমত শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে. এই স্থানের কিয়দ্দূরে মন্দর পর্ব্বত, এই পর্ব্বতের উপরে মধুসূদন মঠ নামে এক মন্দির আছে. এবং এই পর্ব্বতের দক্ষিণদিগে মহাকালীর মূর্ত্তি খোদিত আছে. এই স্থানের কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ড. তথাহইতে কিয়দ্দূরে শঙ্করকুণ্ড. তন্নিকটে লক্ষ্মণকুণ্ড. এই স্থানের অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্ব, কামধেনুমঠ, তন্মধ্যে প্রস্তরের এক গাভী আছে. এবং তন্নিকটে অপরাপর অনেক দেব ও দেবী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, ইহার পর জঙ্গলতেরি বা জঙ্গলতৌর প্রদেশ।

এই জঙ্গলতৌর জেলায় যে সমস্ত লোকের বসতি তন্মধ্যে গোরক্ষপুরের পাহাড়ের যে

কএক অৰ্দ্ধ অসভ্য জাতি বাস করিয়া থাকে তাহাদিগের বিবরণও লিখি।

ছোটনাগপুরে কোল, ও মধ্যক্ষেত্রে ও পারগা এবং বন-ওয়া নামক কএক জাতি বাস করিয়া থাকে তন্মধ্যে

কোল জাতি

ম্লেচ্ছ মধ্যে গণ্য, তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন তদ্দেশীয় আর্য্য জাতিরা ব্যবহার করেন না, তাহারা স্বজাতিভিন্ন অপর জাতির যোষিদ্‌গণকে বিবাহ করে না, কিন্তু তাহাদিগের দেশাচার মতে বিবাহকালীন জানবাহনে গমন করা রীতি নাই; একারণ ঐ জাতির মধ্যে যে কেহ অতি বল-বান হয়েন তিনি পাত্রকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যান, এবং বিবাহের কালীন স্ত্রী পুরুষে বরযাত্র গি-য়াথাকে, তবে কেবল কন্যার মাতা দেশাচার-মতে দুহিতার বিবাহের কালে উপস্থিত থাকি-তে পারেন না। তজ্জাতির মৃত্যু হইলে, মৃত ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ কিম্বা নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়া

থাকে. মরণানন্তর তাহার আত্মীয়গণ পঞ্চম দি-
বস মৃতাশৌচ গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ দিবসে ক্ষৌর
কর্ম্ম করত শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে, এবং মৃতব্য-
ক্তির স্বর্গার্থ একটি ছাগ বলিদান করত সেই
মাংস বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

সন্তান জন্মাইলেও তাহারা পঞ্চম দিবসে ক্ষৌর
কর্ম্ম করিয়া শুদ্ধ হইয়া সকল জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং
স্ত্রী প্রভৃতি সমবেত হইয়া মদিরা পান করত মহা
আনন্দ করিয়া থাকে।

তাহারা মুসলমান এবং সাহেব লোকের অন্ন
ভিন্ন অপর সকল জাতির অন্ন ভোজন করিয়া
থাকে অথচ গো, মহিষ ছাগ প্রভৃতি পশুর মাংস
ভোজন করে. কিন্তু শ্রীরাম দেবতার উপাসক।

মশাহর জাতি

নানক এক জাতি তথায় বাস করিয়া থাকে.
তাহারা শ্রীরামউপাসক, কিন্তু শ্রীরামের পূজার
সময়ে ছাগ বলি প্রদানপূর্ব্বক সেই মাংস সুরার
সহিত উৎসর্গ করিয়া দিয়া সকলে পান ভো-

ক্রম করে, যদি কদাচিৎ সুরা না থাকে তবে সুরার অনুকল্পে সোমরস দান করে।

এই জাতির মধ্যে পুরোহিতের এক পৃথক শ্রেণী আছে তাহাদিগের নাম "ভরুৎ"। তজ্জাতির মধ্যে তদ্দেশে এমত প্রবাদ আছে যে ঐ ভরুৎ বংশে রাম জন্মিয়াছিলেন কোরগণসাহেব জাতির প্রতিমা না করিয়া ঐ পুরোহিতের সমীপে শূকর ও ছাগ ও কুক্কুট বলি প্রদান করে, এবং পুরোহিত ঐ বলিকৃত জীবের রক্ত পানকরত পূজা সমাপন করিয়া থাকেন, পরে সেবকেরা ঐ মাংস ভোজন করেন।

তাহারা স্বসম্প্রদায়ভিন্ন অপরের কন্যা বিবাহ করে না, কিন্তু বরকে অগ্রে করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। এবং বিবাহের কালীন কেবল ঢোল ও মন্দিরা বাজায় অপর আর কোন বাদ্য বাজানের রীতি নাই, যদি তজ্জাতীয়া স্ত্রীলোক স্বজাতীয় পরপুরুষকে সম্ভোগ করে তবে তাহাকে দণ্ড করে না যদি ভিন্ন জাতীয় পুরুষের প্রতি আসক্তা চিত্ত হয় তবে তাহাকে জাতিচ্যুত করে।

পিতা মরিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার চি-

তায় অগ্নিপ্রদান করে, তবে যাহার অগ্নি কার্য্য না হয় তাহাকে জলে নিঃক্ষেপ করে।

মশাহর জাতি দশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করে ঐ দশাহে পুংবর্গ মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়া মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করে এবং আত্মবর্গদিগকে নিমন্ত্রণ করত সকলকে মিলিত করিয়া ভোজন করায়। সন্তান জন্মাইলে ছয় দিবসে সকলে ক্ষৌরী হয়।

তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের জল পান করে না। তবে মহিষ ও গোপ্রভৃতি সমস্ত পশুর মাংস ভোজন করে। গাবী বধ করিয়া মাংস ভোজন করে না, কিন্তু মৃত গাবীর মাংস খায়।

পরগা জাতি।

তাহারা রাজপুত্র। মৃগ ও ছাগ মাংস ভোজন করে, দেবারাধনায় কেবল ফলমূল এবং তাম্বূল প্রদান করিয়া থাকে। মরিলে দাহন করিবার রীতি আছে, দশাহে ক্ষৌরী হয় এবং যথাবিধি ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। যদি তজ্জাতীয়া কোন স্ত্রীলোক পরপুরুষে গমন করে

ভাবে তাহাকে যাবজ্জীবনের নিমিত্তে ত্যাগ করিয়া থাকে, কেহ কিম্বা লোক লজ্জাভয়ে গৃহে রাখিয়া ঘর সংসার না যেমত অস্মদ্দেশে কোনং স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, এ জাতীয় ললনাগণ স্বামী মরিলে বিবাহ করিয়া থাকে।

বুনাওয়ার জাতি।

তাহারা কালিকাদেবীর উপাসনা করে এবং দেবীকে পূজার্থ ফল তাম্বুল ও পুষ্প এবং সুরাযুক্ত মাংস প্রদান করিয়া থাকে। কোনং সময়ে তালরস ও মদিরা এবং পশু শোণিত দেবীর পানার্থ প্রদান করে। তজ্জাতীয় পুরোহিতকে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত হইয়া পূজা করিতে হয় এবং প্রায় পূজার সময়ে পুরোহিতের মস্তকে দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশেও চৈত্র উৎসবে এবং মনসা ও শীতলার পূজার সময়ে অন্ত্যজ জাতির উপর দেব বা দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে, এইরূপ আবির্ভাবের নাম দেশভাষায় বাউলে পাওয়া বলে!!!

স্বজাতি ভিন্ন পরজাতির কন্যা বিবাহ করে না কিন্তু পিতা বরকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যায়। বিবাহের সময়ে স্ত্রী পুরুষে গান বাদ্য করত কন্যা কর্ত্তার ঘরে গমন করে। তাহাদের বিধবাগণ বিবাহ করিয়া থাকে। যদি কোন স্ত্রীলোক দুষ্ক্রিয়ান্বিতা হয় তবে তাহাকে তাহারা দেশহইতে দূর করিয়া দিয়া থাকে। মরিলে শব দাহ করা রীতি আছে এবং ত্রয়োদশ দিনের তাহাদিগের অশৌচ গিয়াথাকে। জন্মাইলে ছয় দিবস অশুচি হয়। তাহারা গাবী ও বর্গভিন্ন সমস্ত পশুমাংস ভোজন করিয়াথাকে। এইরূপ অনেক জাতি ঐ প্রদেশে বাস করিয়া থাকে তাহাদিগের রীতি প্রায় তুল্য কিন্তু সর্ব্বসাধারণের এই এক পরম ধর্ম্ম আছে যে তাহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহে না।*

---

* এই যে কএক জাতির বিষয় লিখিত হইল ইহারা আর্য্য জাতি কিন্তু ভ্রষ্ট আহারি হইলেও তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা করা যাইতে পারে না যেহেতু বৈষ্ণবাদি গ্রন্থে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে গৌড়দেশের সমস্ত লোক সম্পূর্ণরূপে আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিল, দেবারাধনা কিছুমাত্র ছিল না কখন২ কোন২ গ্রামের মনুষ্য মনসা দেবীর

কল সহযোগে উর্দ্ধগতি করত মনুষ্যের প্রয়োজন মত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, যে বহ্নি অতি প্রখর, সেই বহ্নি মনুষ্যের আজ্ঞাধীনতা স্বীকার করিয়া নানা যন্ত্রের সহকারী হইয়া বাষ্প উৎপন্ন করিতেছে, এবং সেই বাষ্প যন্ত্রবিশেষে মনুষ্যের প্রয়োজন মত বিবিধ প্রকার বস্ত্র ও কাগজ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, এবং সেই বাষ্প জল উত্তোলন করিবার কারণ বোমাকল হইয়াছে, এবং শস্যাদি পেষণের নিমিত্ত পেষণী হইয়াছে, এবং তৈল প্রস্তুত করিবার কারণ বলীবর্দ্দ হইয়াছে, এবং সেই বাষ্প মহাসাগরে ও নদ নদীতে স্বয়ং মনুষ্যের তরীতে কর্ণধার ও দণ্ডধারের কর্ম্ম করিতেছে, এবং সেই বাষ্প স্থলপথে মনুষ্যকে বহন করিবার কারণ লৌহ বর্ম্মাবৃত হইয়া বাহক ও অশ্বের কার্য্য করিতেছে, অধুনা সেই বাষ্পীয় তরঙ্গের রেলওয়ে বা রেলরোড আখ্যা তদ্বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

রেলওয়ের বিবরণ বর্ণন করণের পূর্ব্বে বাষ্প কি? এবং কোন দেশীয় কোন মহাশয় বাষ্পযোগে যন্ত্রের গতির দ্যোতক হইয়া কার্য্য সা-

বীরভূম।

এই স্থান অজয় নদীর পশ্চিম, তথায় নগরনামক যে গ্রাম আছে সেই গ্রামে আলিনকী খাঁ নামক এক জন মুসলমান অত্যন্ত বীর্য্যবান হইয়াছিলেন, তিনি নবাব সেরাজউদ্দৌলার মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক মুরশিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলস্থ আতাই-নগর নামক গ্রামপর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে আলিবর্দ্দি খাঁ স্বকীয় প্রতাপান্বিত বহুতর সৈন্যের দ্বারা তাঁহাকে কষ্টে পরা-

আরাধনা করিত বলিয়া তাঁহারা পরম নাস্তিকরূপে খ্যাত ছিলেন, পুরাণাদি শ্রবণ করা রীতি ছিল না কেবল মনসা ও পঞ্চাননের এবং ষষ্ঠী মাকালের পূজা এবং তাহাদিগের উপাখ্যান বহুগণ মিলিত হইয়া শ্রবণ করিত অধুনা যেরূপ লোকে পুরাণ শ্রবণ করিয়া থাকে, আহারের ও পানের নিয়ম ছিল না, রামকৃষ্ণপ্রভৃতির উপাসনা একেবারে লোপ হইয়াছিল এইরূপ ঘোরান্ধকার সময়ে মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে নগরে২ গ্রামে২ দেশে২ পারিষদগণ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মঘোষণা করত এদেশীয় বহুলোকের মন সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এতাবতা তদবধি এদেশীয় লোকধর্ম্ম ও সভ্যসোপানে আরোহণ করিয়াছেন!!!

ভব করত ধৃত করিয়া মুরসিদাবাদে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় কতিপয় দস্যুর-দল এতদ্দেশাক্রমণ করিয়া নবাবের অন্তঃপুরস্থ কোন সুন্দরী অবলাকে অপহরণ করিয়া কটক নামক স্থানে লইয়া গিয়াছিল। নবাব সাহেব নিরুপায় দেখিয়া চিন্তিত হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন এই কথা মহামল্ল আলিলখাঁ খাঁ এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র যিনি তৎকালে স্বাধিকারের কর অনাদায়ের কারণ মুরসিদাবাদে অবস্থান করিতে ছিলেন শ্রবণ করিয়া সাহায্যদ্বারা অপহৃতা স্ত্রীকে দস্যুর হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া নবাবকে দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া অসামান্য পরাক্রমের দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাব সাহেব আলিলখাঁ খাঁর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া এক দল সৈন্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্বার্জিত দেশ সকল অর্পণ করাবধারণে তাঁহাকে সমর্পণ করিলে তিনি উক্ত আতাইনগর নামক স্থানে স্বীয়রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বীর বা মল্ল থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার নামানুসারে উক্ত স্থান বীরভূম বা মল্ল ভূমি বলিয়া খ্যাত

হইয়াছে। ঐ স্থানের মৃত্তিকায় গৈরিক আকর
থাকাপ্রযুক্ত তাহা প্রায় আরক্তিমাবর্ণ ও কুচিৎ২
বনময়হেতু তথায় সর্করা প্রস্তরাদি বহুল, ঐ
স্থানে ধান্যপ্রভৃতির ক্ষেত্র অত্যুর্ব্বরা এবং তসর
নামক বস্ত্রের উৎপাদক গুটিকাও তথায় অতিশয়
জন্মে, ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি আর্য্যবর্ণের
বাস থাকিলেও তাহাদিগের বন্য মনুষ্যের ন্যায়
ব্যবহার, যেহেতু তাহারা কৃষি কার্য্যাভিন্ন অপর
কোন বিষয়ের আলোচনা করে না বরংও ঐ
স্থানের অন্তঃপাতি সিংহভূমনামক স্থানে জজ ও
কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতির বিচারালয়
স্থাপিত হইবায় এক্ষণে সেই স্থানে অনেকেই
প্রায় সভ্য সোপানে আরোহণাভিলাষী হইয়া-
ছেন। যে স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের বিচা-
রালয় স্থাপিত হইয়াছে ঐ সিংহভূমিনামক স্থান
ডাঙ্গাময় অর্থাৎ তথাকার ভূমি নতোন্নতাকার
নহে, তথায় পূর্ব্বে কেবল কতিপয় ইতর জাতির
বাস ছিল সম্প্রতি বিচারালয়ের প্রসাদাৎ প্রায়
অট্টালিকাময় হইয়াছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে গমনাগ-
মনের পথ অতি দুর্গম ছিল অধুনা তত্রস্থ রাজ-

পুরুষগণের আনুকুল্যে মৃত মহারাজা রায় দা-
নীসবন্দকর্তৃক তথাহইতে কাটোয়ার সীমাপর্য্যন্ত
শাঁকাই ও বনয়ারিগঞ্জপর্য্যন্ত এক প্রশস্ত পথ
নির্ম্মিত হইয়াছে. উক্ত সিউড়ি জেলায় হরীতকী ও
শতমূলী ও আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা এতদ্রূপ
জন্মে যে তদ্রূপ বঙ্গরাজ্যের মধ্যে অন্য কুত্রাপিও
হয় না।

বীরভূমের মধ্যে বক্রনাথনামেক গ্রামে বক্রেশ্বর
নামক অষ্টাবক্র ঋষির স্থাপিত এক শিবলিঙ্গ আ-
ছেন ঐ শিবলিঙ্গ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং প্রস্তরমন্দির
মধ্যে স্থাপিত, তথায় এক পাপহরণ নামক কুণ্ড
আছে তাহার জল সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায়
উষ্ণবিধায়ে পাপাত্মা পুরুষ তাহাতে অবগাহন
করিলে তাহার গাত্রে জ্বালাতিশয় বোধ হয় এবং
পুণ্যাত্মারা অবগাহন করিলে তাঁহাদিগের তাদৃশ
ক্লেশজনক হয় না এমন প্রবাদ আছে। অপর
সেই স্থানে বক্রেশ্বরী নাম্নী যে এক ক্ষুদ্র নদী
আছে সেই নদী শিল্প নির্ম্মাণ কৌশলতায়
তত্রস্থ মহাদেবের মস্তকে পতিতা হইয়া অন্য
দিগে প্রবাহিতা হইয়াছে এবং নদীর জলমধ্যে

প্রস্তরনির্ম্মিত এক প্রাচীর আছে সেই প্রাচীরে এক ক্ষুদ্র বিবর আছে, যাত্রিকগণ সেই নদীর জলে মগ্ন হইয়া উক্ত বিবরের এক প্রদেশ দিয়া অন্য প্রদেশে যাইবার প্রযত্ন করিয়া থাকেন কিন্তু প্রবাদ আছে যে তন্মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা স্বজাত তাঁহারাই ঐ বিবরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য দিগে নিঃসৃত হইতে পারেন নচেৎ জারজাত হইলে তাহাতে প্রবেশ করিয়া অন্যদিগে বাহির হইতে পারে না। ঐ স্থানে মাঘ ফালগুণ মাসে শিবরাত্রির সময়ে অতি বড় মেলা হইয়া থাকে।

বীরভূম জেলার বাম্যাদিগাবধি উত্তরপর্য্যন্ত অনেক ধান্যাকর আছে এই জেলার লোক ধর্ম্মরাজের অর্থাৎ অরুণাঙ্গজের আরধনা করিয়া থাকে। তথায় সান্থাল নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে প্রত্যুত এই জেলায় বৈদ্যনাথের* মন্দির এই মন্দির বীরভূম জেলার

* বৈদ্যনাথ শিবকে স্বদেশীয় লোকে কামলিঙ্গ বলিয়া থাকেন কেননা যাহার যে কামনা থাকে বৈদ্যনাথের আরাধনা করিলে তিনি তাহা সিদ্ধ করিয়া দেন। হিন্দুস্থানীরা এই শিবকে বৈজনাথ কহে কিন্তু নানা কারণে ও প্রমাণের দ্বারা বিবেচিত হইতেছে যে এই শিব বৌদ্ধদিগের দ্বারা স্থাপিত

আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেক স্বকপোল কল্পিত কথা সংযুক্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মুসলমানেরা যে সমস্ত পুস্তক ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহা পূরণার্থ অনেক প্রাচীন পণ্ডিত-গণ স্বকপোল বিরচিত সংস্কৃত অনেক শ্লোক গুম্ফিত করিয়া রেখে গিয়াছেন তাহার প্রমাণ — পদ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ড ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড প্রভৃতি পুস্তক, যাহাতে অনেক এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় বিশেষতঃ মহাভাগবত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ অদ্যাবধি আধুনিক পণ্ডিত দ্বারা যে কল্পিত হইয়াছে ইহা অনেক সজ্জনগণ জ্ঞাত আছেন; এতদ্ব্যতীত পুরাণের পরস্পর ঐক্যতার অভাব, অপিচ পুরাণ সকল যদ্যপি কল্পভেদে ভিন্ন হয় তবে কোন্ পুরাণ কোন্ কল্পে হইয়াছে ইহা নিশ্চিত না হইলে কোন পুরাণোক্ত ধর্ম্মই কোন কল্পে মান্য হইতে পারে না, অতএব পুরাণের অনৈক্য সকল কল্পভেদে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হয় না এতাবতা কালের বা এক কালে পুরাণের পাঠ সকল লুপ্ত হইয়া যে

ধন হয়, ইহা প্রথমতঃ প্রকাশ করত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষেপ সার বিবরণ প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা হইতেছে, যেহেতু কোন বিষয়ের আমূল জ্ঞাত না হইতে পারিলে তদ্বিষয়ে মানবজাতির বিশেষ বিবেচনা জন্মিতে পারে না: অথচ এতদ্দেশীয় পুরাণাদি শাস্ত্রে শিল্পনৈপুণ্য দ্যোতক যন্ত্রাদি থাকার প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু সেই সমস্ত যন্ত্রের প্রকার কি এবং তাহার গতিই বা কি প্রকারে হইত তাহা যদিও শিল্পশাস্ত্রে অনেক প্রকাশ আছে, কিন্তু তদ্বিষয়ের বিচার অত্র পুস্তকে প্রয়োজনীয় নহে তথাপি নিতান্ত না লেখা দোষাবহ বিবেচনায় লিখিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে প্রকাশ আছে যে শাল্ব রাজা যদুকুলের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া শিল্পিবর ময়দানবের নিকট সৌভযন্ত্র নামক এক কামগ যান প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ যান জলে স্থলে শূন্যে সমভাবে গমন করিত এবং তাহা ধূমযুক্ত ছিল যথা :—"৭৬ অধ্যায়ে স লব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদং। যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্॥ ক্বচি-

ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্দ্ধ্নি জলে ক্বচিৎ।
অলাতচক্রবৎ ভ্রাম্যং সৌভং তদ্দুরবগ্রহং ॥
অর্থাৎ সেই শাল্ব রাজা কামবাচি অথচ তমো-
ধাম (অন্ধকার বহুল ফলতঃ ধূমযুক্ত) ও দুরা-
সদ্ম হওয়া ভূষ্কর এরূপ যান প্রাপ্ত হইয়া যদু-
কুলকৃত বৈর স্মরণপূর্ব্বক দ্বারবতী পুরী গমন
করিয়াছিলেন। সেই সৌভনামক যান কখন ভূ
মিতে ও কখন আকাশে এবং কখন পর্ব্বত-
মস্তকে ও কখন বা জলে অলাতচক্রের ন্যায়
ভ্রমণ করিত, এবং তাহার বেগাতিশয্যতা প্রযুক্ত
স্থিরতররূপে অবস্থিতি কেহ লক্ষ্য করিতে পা
রিত না; কিন্তু এবিষয়ের বিবেচনা করা এক্ষণে
অস্মদাদির প্রয়োজনাভাব, একারণ প্রসিদ্ধ ইং
রাজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিলাম, যেহেতু
যে সমস্ত মহাশয়েরা ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ তাঁ
হাদিগের ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শাইতে পারে
(যদি পাঠ করেন) সুতরাং ইহাতে পাঠক মহো-
দয়দিগের বৈরক্তি হইবার বিষয় কি? অতএব
লিখ্যমান হইল।

বাষ্প কি?

১। তাপযোগে জলের যখন স্বাভাবিক শৈত্যাবস্থার বিপর্য্যয় হইয়া আকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সেই জলরূপ বায়ুর বাষ্পাখ্যা।

২। যখন জল বাষ্প ভাবাপন্ন হয় তখন তাহার বায়ুর ন্যায় লাঘব এবং তন্মত বিস্তারতা শক্তি জন্মে।

৩। বাষ্পভাবাপন্ন বায়ু পেষণদ্বারা অতি স্বল্প স্থানে রক্ষিত হইতে পারে।

৪। জল, বাষ্পভাবাপন্ন হইলে অতি বিস্তার স্থানে ব্যাপক হয়।—যথা দশ সের জল ধারণোপযুক্ত আবৃত পাত্রে এক কাঁচ্চা জল রাখিয়া ঐ পাত্র যন্ত্র সহকারে বা উপায়ক্রমে বায়ুশূন্য করিয়া তন্নিম্নে তাপ দেওয়া হইলে ঐ জল ক্রমশঃ অদর্শন হইয়া বাষ্পময় হওত ঐ বৃহৎ পাত্র ব্যাপিয়া থাকে, অথচ অনুভব হয় যেন সেই পাত্র শূন্য।

৫। সেই বাষ্পকে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র করিতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপিত করিতে

হয়। যদি অদ্ধপ তাপদত্ত হয় তাহাতে এ পাত্রের বিস্তারতার এত বাহুল্য হইয়া উঠে যে তাহাতে ঐ পাত্র বিদীর্ণ হইয়া বাষ্প নিঃসরণ হইয়া যায়।

৬। বাষ্পের বায়ুর ন্যায় স্থিতি স্থাপকত্ব শক্তি আছে।

৭। শৈত্যের সংযোগে ঐ বাষ্প পরিবর্ত্তিত হইয়া জল মাত্র থাকিয়া গতির রোধক হয়। এবং উহার সঙ্কোচন শক্তি পর্য্যায়ক্রমে জন্মায় সেই পর ক্রমে কলের গত্যাদি হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম হইয়া থাকে।

৮। যাহাতে এ বাষ্প গাঢ়তা গুণাক্রান্ত হয় তাহার নাম ষ্টিম ইঞ্জিন (Steam engine.) বা বাষ্পীয় কল যে কলের কলে অভাবনীয় অচিন্তনীয় অলৌকিক প্রায় নানা ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে।

বাষ্পীয় কলের পুরাবৃত্ত।

এই বাষ্পীয় কলের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা ইংলণ্ড

দেশীয় শ্রীযুত মার্কুইস্ আব ওয়র্সেষ্টর. (Marquis of Worcester,) কিন্তু ঐ মহাশয় যদিও কৃত কার্য্য হয়েন নাই তথাপি তাঁহার স্থূল বুদ্ধি দ্বারা বাষ্পীয় কলের সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বাষ্পসংক্রান্ত কার্য্য হইতে পারে, এমত তাঁহারি বুদ্ধিতে প্রথমতঃ উদিত হয়। মার্কুইস আব ওয়ার্সেষ্টরের লোকান্তর হইলে ১৬৯৬ খিস্তীয়সনে শ্রীযুত ক্যাপ্তেন স্যাবরি সাহেব (Captain Savary.) বাষ্পীয় কলের পুনঃ সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ করত মহা প্রযত্নে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং তিনি বাষ্পীয় প্রভাবের বিষয়ে এক ক্ষুদ্র পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। ক্যাপ্তেন স্যাবরি সাহেবের কৃত বাষ্পীয় কলের দ্বারা কেবল আকরীয় খাদহইতে জল উত্তোলন হইত বটে, কিন্তু তিনি যে প্রকার কলের আকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অনেক বাষ্পের অপচয় হইত, সুতরাং ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত যদিও তাহা কর্ম্মোপযোগী হইতে পারে নাই, তথাপি ঐ সাহেব এবং কর্ম্মকার নিউকোমন সাহেব প্রভৃতি ৫এক জন ১৭০৫ খিস্তীয়সনে রাজ

সনন্দ লইয়া বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণে বিশেষ উদ্‌যোগী হইলেন, তাহাতে নিউকোমন সাহেব বিশিষ্ট বিধানে জলোত্তোলনকারি বাষ্পীয় বোমা কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এইরূপ যথা —

এক ধাতুময় শিলিণ্ডর অর্থাৎ এক ফাঁপা স্তম্ভ বা চুঙ্গী সেই স্তম্ভের মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে না পারে এতদুপযুক্ত পিষ্টন অর্থাৎ পালিশা, সেই পালিশা বীমে অর্থাৎ আড়ায় আবদ্ধ, সেই আড়া অপর এক খণ্ড কাষ্ঠে আন্দোলিত, সেই আড়ার সম্মুখে ঐ পালিশা, সেই পালিশার দ্বারা কূপহইতে জল উত্তোলন হইত। যদি বল এই কলে বাষ্পের প্রয়োজনতা কোথায়? উত্তর, পূর্ব্ব কথিত ফাঁপা স্তম্ভ বাষ্পে পূরিত হইত, এবং তাহার মধ্যস্থিত পালিশা ঐ বাষ্পের পরাক্রমে ঊর্দ্ধ অধোভাগ আকৃষ্ট হইয়া জল উত্তোলন করিত, বিশেষতঃ বাষ্পীয় কলের তাবৎ পরাক্রমের মূল ঐ চুঙ্গীস্থ বাষ্প।

ইহার পর শ্রীযুত ওয়াট সাহেব বুদ্ধিশক্তিতে বাষ্পীয় কলের পারিপাট্য করিয়াছিলেন, তদ্বি-

বরণ অতি বাহুল্য প্রযুক্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্র-
কাশ করিতে পারিলাম না. কিন্তু স্থূলং বিবরণ.
লিখিতে ত্রুটি করিব না।

শ্রীযুত ওয়াট সাহেব ইস্কটলেণ্ড দেশের অ-
ন্তঃপাতি গ্রিনকক্ নামক স্থানে বিশ্রুবী ১৭৩৮
সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা এক
জন সামান্য বণিক, কিন্তু ওয়াট সাহেব ক্ষেত্রপ
রিমাপক বিদ্যাসংক্রান্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেন,
এইরূপে তাঁহার কতক কাল গত হইবায়, তিনি
১৭৬৪ সালে বাষ্পীয় কলের উন্নতি করিবার কা-
রণ মনোযোগি হইয়া কৃতকার্য্য হইয়া অত্যন্ত
প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন. পরে শ্রীযুত বোলটন
সাহেবের সহিত এক যোগে বাষ্পীয় কলের এরূপ
গৌরব করিয়া তুলিলেন যে তদ্দ্বারা অদ্ভুত কর্ম্ম
হইতে লাগিল, পরে ১৮১৯ সালের ২৫ আগষ্ট
বাসরে তিনি দেহাবসান করেন।

শ্রীযুত ওয়াট সাহেবের প্রণালীর বাষ্পীয় ক-
লের প্রধানাঙ্গ হাঁড়ি, (Boiler) চুঙ্গী, (Cylinder)
আড়া, (Beam)।

হাঁড়িতে বাষ্প জন্মে, চুঙ্গীতে বাষ্পের যোর হয়, সেই যোর আড়াম্বারা অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিকে লাগিয়া কল সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

১। হাঁড়ি তাম্র বা লৌহময় বৃহদাকার পাত্রবিশেষ, তাহাতে জলস্ফুটিত হইয়া বাষ্পভাবাপন্ন হয়, অথচ সেই হাঁড়িতে সদা উত্তাপ লাগিবার জন্য চুঙ্গীর উপর সংস্থাপিত থাকে এবং ঐ হাঁড়ি হইতে নলের দ্বারা বাষ্প চুঙ্গীতে প্রবিষ্ট হইয়া পালিশায় লগ্ন হয় তদ্দ্বারা কল সঞ্চালিত হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ উপযুক্ত স্থলে ব্যক্তাপ হইবে।

২। হাঁড়ির দুই প্রধান অঙ্গ যথা রক্ষক কবাট, (Safety valve,) এবং অপর জলাধার, অর্থাৎ হাঁড়িতে জল উত্তাপিত হইয়া বাষ্পভাবাপন্ন হইলে ঐ পাত্রস্থ জলের ক্রমশঃ হ্রাসতা হয়, সেই হ্রাসতা পূরণোপযুক্ত জল যে অঙ্গদ্বারা যোজিত হয় তাহার নাম অপর জলাধার বা কুণ্ড, (Cistern.)।

৩। রক্ষক কবাটের দ্বারা হাঁড়ি বিদীর্ণ হওয়া নিবারণ করে, যেহেতু কল চালান যায় যে পরিমিত বাষ্পদ্বারা তদপেক্ষা অধিক বাষ্প হাঁ-

ড়িতে জন্মাইলে সেই বাষ্পের প্রভাবে ঐ হাঁ-
ড়ি বিদীর্ণ হইতে পারে, তন্নিবারণ জন্য রক্ষক-
কবাটদ্বারা বাষ্প নির্গত হইয়া যায়, এতাবতা
হাঁড়ি বিদীর্ণ হইতে পারে না।

৪। সেই হাঁড়ির উপরে ছিদ্র থাকে সেই
ছিদ্র লৌহময় মুখরোধে অতি দৃঢ়তররূপে লগ্ন
হইয়া থাকে, সেই মুখরোধ না চঞ্চল হয় তজ্জ-
ন্য তদুপরি অতি ভারি দ্রব্য রক্ষিত হয়, সেই
মুখরোধের নাম রক্ষক কবাট।

৫। হাঁড়ির মধ্যে বাষ্প অতি প্রভাম্বিত হই-
লে ঐ ভারবস্তুর সহিত মুখরোধ বাষ্পের যোরে
খুলিয়া গিয়া শোঁং করিয়া বাষ্প নির্গত হয়, এবং
ঐ বাষ্প যত নির্গত হয় তত বাষ্পের যোর হ্রাস
হইয়া ঐ মুখরোধ পুনর্লগ্ন হয়।

৬। হাঁড়ির অপর জলাধার বা কুণ্ডের বি-
ষয় যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ হাঁ-
ড়ির উপরি ভাগে স্থাপিত থাকে, সেই আধা-
রের নাম জলকুণ্ড, (Cistern,) তাহাতে উষ্ণ জল
পূরিত থাকে এবং নিম্নের হাঁড়ির জল যে প-
রিমাণে বাষ্পরূপে হ্রাস হয় সেই পরিমাণে

থাকে. কিন্তু ঐ জলকুণ্ড হইতে হাঁড়ির মধ্যে জল পড়িবার কারণ ঐ জলকুণ্ডের তলা দিয়া এক নল থাকে সেই নল ঐ হাঁড়ির তলাপর্য্যন্ত নিম্না- বিত নিম্ন ঐ নলের প্রবেশার্থ ঐ জলকুণ্ডের তলাধঃদেশে ছিদ্র থাকে. তদ্দ্বার এক মুখরোধবিশিষ্ট প্রযুক্ত ঐ নল দিয়া এক বিন্দুও জল ঐ হাঁড়িতে পড়িতে পারে না কিন্তু এই প্রতিবন্ধ পরি- হারের কারণ ঐ মুখরোধ লৌহ তারে বদ্ধ থাকে. আবার সেই তার কুণ্ডস্থ জলের মধ্যে দিয়া এক লৌহ দণ্ডে আবদ্ধ, এবং সেই দণ্ড ঐ কুণ্ডের এক আলঘরাতে বদ্ধ হইয়া আন্দোলিত হয়. এবং যে দণ্ডে ঐ তার বদ্ধ থাকে, সেই দণ্ড কিঞ্চিৎ উঠিলে ঐ মুখরোধ নড়িয়া নলের দ্বারা হাঁড়ি- তে জল পড়ে, অথচ ঐ দণ্ডের এক সীমা যেমত ঐ তারে বদ্ধ থাকে সেইরূপ অপর সীমা বা প্রা- ন্তভাগ আর এক খণ্ড তারে লগ্ন থাকে, সেই তার ঐ হাঁড়ির জলের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তারিত, এবং সেই তারের মুখে যে এক খানা পিতলের বা লৌহ বা তাম্রাদি ধাতুময় চাক্তি শিকলান থাকে, সেই চাক্তি ঐ হাঁড়ির জলের উপরি ভাগে ভাসে, যখন

করে, এই কারণে ঐ স্থানে চর্ব্বি বা তৈল মাখা থাকে। ঐ লৌহময় ফাঁপা চুঙ্গীর মধ্যে পালিশা থাকে, সেই পালিশাতে ঐ ইস্পাতের দণ্ডের যখন বাষ্পযোগে তন্মধ্যে উপর্য্যধো হয় তখন ঐ দণ্ডও উঠে এবং নামে।

হাঁড়িহইতে বাষ্প প্রথমে নালের দ্বারা অতি জোরে চুঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ করত ঐ পালিশার উপরে জোর করে, তাহাতে ঐ পালিশা নীচে পড়ে, তৎসহ বাষ্পও নীচে অতিজোরে যায়, তাহাতে ঐ পালিশা সদা নিম্নোপর করিবাতে, তৎসংলিপ্ত ইস্পাতের দণ্ড নীচ উপর করিয়া থাকে, এবং সেই দণ্ডের চালনের দ্বারা তত্রপরিস্থিত আড়ার ওদিকের নাড় এক দিগ নীচ হয় এবং এক দিক উঠে, তাহাতে কলের সমস্ত চলিত হইয়া কর্ম্ম সাধন হয়।

হাঁড়িহইতে চুঙ্গীতে বাষ্প এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ হাঁড়িহইতে এক নল চুঙ্গীর প-

ডাং দিয়া পার্শ্বস্থ অপর এক নালের সহিত সংযুক্ত থাকে, সেই নল জমাকরণ নামক যন্ত্রের (Condenser) এক নালের সহিত সম্বন্ধ, কিন্তু ঐ চুঙ্গীর পার্শ্ববর্ত্তি নলের মধ্যে দিয়া নর্দ্দমার মত দুইটা পথ থাকে, সেই দুই নর্দ্দমার এক দ্বার চুঙ্গীর উপরে থাকে এবং অপর দ্বার নীচে যুক্ত থাকে. এবং যে নল দিয়া হাঁড়িহইতে বাষ্প চুঙ্গীতে যায়, সেই স্থানে এক পাত্র থাকে. সেই পাত্রে এক কপাট থাকে, এবং সেই কপাটে এক হাতল থাকে, সেই হাতলের দ্বারা তাহা বদ্ধ ও মুক্ত হয়.

জমাকরণ পাত্র (Condenser) লৌহময় গোলাকার পাত্র, তাহার চতুর্দ্দিগবদ্ধ, এবং তন্মধ্যে বায়ুশূন্য. ঐ পাত্রের চতুর্দ্দিগে শীতল জল থাকে, তাহাতে এই ফল জন্মে যে চুঙ্গীহইতে যে বাষ্প ঐ নর্দ্দমা দিয়া ঐ জমাকরণ পাত্রে প্রবেশ করে তাহা শীতল জল ভাবাপন্ন হইয়া ঐ পাত্রের মধ্যে অনেক স্থান শূন্য করে, তাহাতে ঐ পাত্রের প্রান্তভাগে যে একটা দৃঢ় লৌহ দণ্ড আবদ্ধ থাকে সেই দণ্ডের ঊর্দ্ধ প্রান্তভাগ উপরের আড়ায় বদ্ধ, একারণ সেই দণ্ড উঠিলে আড়া ঊর্দ্ধে

উঠে, এবং সেই দণ্ডে কলের বড় চাকা আলের দ্বারা এমত দৃঢ়রূপে বদ্ধ যে ঐ দণ্ড উঠিলে ঐ বড় চাকাও ঘুরিতে থাকে, এবং সেই চাকার ঘোরাতে অপরাপর চাকাও চালন হয়।

বাষ্পীয় কলের অপর প্রধান অঙ্গ আড়া (Beam)।

সেই আড়া লৌহময় দণ্ডাকার, মধ্যভাগে থাম, সেই থামের দ্বারা আড়া লটকান থাকে, এবং যখন বাষ্পযোগে পাটিশার উর্দ্ধাধোগতি হয় তখন সেই আড়া ঢুলাদণ্ডের মত নীচ উপর করে। এবং সেই আড়াতে অন্যান্য পাম্পের লোহ দণ্ড আবদ্ধ থাকে। আড়া নড়িলে ঐ দণ্ড উপরে উঠে, আড়ার নিম্নগতি হইলে ঐ দণ্ড নীচে পড়ে, প্রভৃতি কলের সমস্ত অঙ্গ ঐ আড়ায় লটকান থাকা বিধায়ে কলের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালিত হয়, এই প্রকার কলের "ওয়াটস ডবল আকটিং" ইঞ্জিন নাম। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক মহাশয়েরা বাষ্পীয় কলের অনেকানেক প্রকার উন্নতি করিয়াছেন, সেই সমস্ত লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমাবেশ হয় না, যদি সময়

প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে কালে সাধ্যানুসারে এ বিষয় লিখিবার বড় মানস রহিল।

বাষ্পীয় তরীর পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত।

প্রথমে এই বাষ্পীয় কল কেবল জল তুলিবার কারণ নির্ম্মিত হইয়া ক্রমে সমস্ত কর্ম্ম যে প্রকারে সম্পাদন হইতেছে তাহা সকলেরি দৃষ্টিগোচর, অতএব প্রমাণ দর্শাইবার, ও লিখিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতুক অনেকেই তৎকলের পরিচয় পাইতেছেন। মিস্তরি ১৭৮৪ সনে শ্রীযুক্ত রুমসি সাহেব ও শ্রীযুক্ত ফিচ সাহেব বাষ্প সহকারে জলে নৌকা চালাইতে যত্নবান হয়েন, তাহাতে রুমসি সাহেবের প্রণালীতে বাষ্পীয় তরী জলে চলে নাই। কিন্তু ১৭৯৭ সনে ফিচ সাহেবের কৃত উভয় পার্শ্বের চাকার দ্বারা জল তাড়িত হইয়া গমনকারি বাষ্পীয় তরী ঘণ্টায় ২ ক্রোশ গমন করিয়াছিল, তাহার পর ইভিবেন সাহেব বাষ্পীয় ঘূরান কলের দ্বারা নৌকা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রকার বাষ্পীয় তরীর তিন ক্রোশের অধিক গতি

হয় নাই. তদন্তে বাষ্পযোগে ডাঁড়টানার মত নৌকা টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে অনেক যত্ন হইয়াছিল কিন্তু তাহা সিদ্ধ হয় নাই। পরে ১৮০৩ সনে আমেরিকা দেশীয় শ্রীযুত ফুলটন সাহেবের কৃত যত্নে বাষ্পীয় তরী প্রথমতঃ আমেরিকা দেশে সৃষ্টা হৈল. তদন্তে ১৮১২ সনে ইঙ্গলণ্ডদেশে শ্রীযুত বেল সাহেব বাষ্পীয় তরী সৃষ্টি করিলেন. সেই কালাবধি ইঙ্গলণ্ডদেশে বাষ্পীয় তরীর ব্যবহার হইয়া অধুনা অনেকপ্রকার উন্নত বাষ্পীয় তরী নির্ম্মিত হই য়াছে, পরে ১৮২৫ সনে এনটারপ্রাইজার নামক বাষ্পীয় তরী প্রথমতঃ টেমস্ নদীহইতে ভাগী-রথীতে আইসে, তদবধি এতদ্দেশহিতৈষি কৃপা-কর শ্রীযুত লার্ড উইলেম বেনটীং এতদ্দেশীয় সমুদ্রে বাষ্পীয় তরী চালাইতে অত্যন্ত যত্ন করি য়াছিলেন, কিন্তু বিলাতীয় অধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ যদিও তাহাতে প্রতি-বাদী হইয়াছিলেন তথাপি শ্রীযুত লার্ড বেনটীং সাহেব যত্নে প্রদেশে ও স্বএজের মধ্যে পত্রাদি প্রে-রণের নিমিত্তে হীউ লিংজে নামক বাষ্পীয় জাহাজ

প্রথমতঃ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নদীতে গমনাগমন করিবার নিমিত্তে লৌহ নির্ম্মিত বাষ্পীয় তরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বাষ্পীয় তরী কলিকাতায় ও পলতার পারাবারের খেয়ার তরী হইয়াছে তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের জীবন জীবনহইতে রক্ষা পাইতেছে, এবং পারাপারীও যথেষ্ট হয়, প্রভুত জলপথে যেরূপ বাষ্পযোগে অর্ণবপোতের গমনাগমন হইয়া থাকে সেইরূপ স্থলপথে বাষ্প সহকারে শকটের গমনাগমন হইতেছে।

রেলওয়ের পূর্ব্ববিবরণ।

এই, যে বর্ত্মে বাষ্পীয় গাড়ির গমনাগমন হইয়া থাকে, সেই বর্ত্ম বা পথের নাম রেলওয়ে বা রেল রোড কিন্তু প্রাচীনকালে ইঙ্গলণ্ডাদি প্রদেশে ঐ বর্ত্মের ড্রাম বা ট্রাম রোড বা ওয়াগন ওয়ে, (Dram or Tram Road or Waggon-Way) নাম ছিল, তখন ঘোড়ায় গাড়ি টানিত।

এইরূপ বর্ত্ম নির্ম্মাণ হইবার মুখ্যাভিপ্রায় কে-

বল এই, যে অল্প ক্লেশে ঘোড়ায় অধিক বোঝাই টানিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাতে ঘোড়ার ক্লেশ এবং গাড়ির চাকার অধিক ঘর্ষণ না হয়, সুতরাং তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ পথের পার্শ্বদ্বয়ে কাষ্ঠ বা প্রস্তর বা লৌহ বা অপর এতাদৃক দ্রব্য বিছান হইলে, তদুপরি দিয়া ঐ গাড়ি, [illegible] ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতে, তাহাতে গাড়ির দ্রুতগতি হইতে, এবং ঘোড়ার কোন ক্লেশ হইত না, প্রত্যুত অধিক দৌড়াইতে পারিত ও তাহার

প্রথম সূত্র।

এই যে ইঙ্গলণ্ডদেশে ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দ সনে টাইন নদীতীরস্থ নিউকেসল নামক স্থানের কয়লার আকর হইতে ঐ নদীর তীরে কয়লা আনয়নের কারণ ঐ আকরহইতে নদীর তীর পর্য্যন্ত এক স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করত সেই পথের উভয়পার্শ্বে সোজা কাষ্ঠ বিছান হইয়াছিল, সেই কাষ্ঠের সমান২ গাড়ির চাকার খাঁজ, সেই খাঁজ ঠিক ঐ কাষ্ঠে থাকিয়া বসিত এবং ঘো-

দ্বারাও ঐ চারি চক্রের গাড়ি অল্প ক্ষণের মধ্যে দেড় শত মোন কয়লা বহন করিয়া আনিত; এইরূপে শত বর্ষ গত হইলে পর ১৭৭৬ সালে শ্রীযুত কর্ সাহেব শেফিল্ড নামক স্থানে কয়লা আ-নয়নের নিমিত্ত ঐ প্রকার পথের দুই পার্শ্বে লৌহ পাটি মারিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, তাহাতে ঐ লৌহ পাটির নিম্নে আড়কাটি দেওয়া বিছান হইয়াছিল, সেই সকলের উপর [illegible] ঐ পাটি বদ্ধ থাকিত, ঐ উপায়ে অধিক বোঝাই গাড়ি দ্বারা আরো শীঘ্র টানিয়া আনিত, তাহার পর ১৭৯৭ সালে শ্রীযুত বার্নস সাহেব কাষ্ঠের উপর লৌহ পাটি না বিছাইয়া, প্রস্তরের উপর বিছান রীতি করিয়াছিলেন, যেহেতু কাষ্ঠ অতি শীঘ্র নষ্ট হয় প্রস্তর সেইরূপ হয় না, এইরূপে কয়লার আকর হইতে কেবল কয়লা আনয়ন হইত, এবং সেই গাড়িতে অন্য কর্ম্ম হইত না, পরে ১৮২৫ সালে সাধারণ বাণিজ্যের দ্রব্যাদি গমনাগমনের নিমিত্ত ঐ রূপ পথ বিলায়তের ইষ্টকুটন্ ও ডার্লিংটন্ নগরে নির্ম্মিত হইল, তদবধি রেল-ওয়ে নির্ম্মাণের সূত্র, কিন্তু প্রথমে ঐ সমস্ত গাড়ি

রাজপথের দুরবস্থা বর্ণনে অক্ষম হইব, এই পথে সহস্র২ লোকে গমনাগমন করত কাহারো মস্তক কাহারো হস্ত এবং কাহারো পাদ পথের অসমানতা এবং মধ্যে২ বড়২ খাদ বা কাষ্ঠবৃক্ষে ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ আমি যে অশ্বোপরি এই পথে গমন করিয়াছিলাম, সেই অশ্ব পাঁকমধ্যে প্রপতনে বিনষ্ট হইয়াছে, এইকারণ আমি সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ কহিতেছি, যে প্রচুর ক্ষতি হইলেও যেন কেহ এই দুর্গম পথে গমনাগমন না করেন"। এইরূপ ইঙ্গলণ্ডাদি দেশের প্রায় সমস্ত পথেরই অবস্থা ছিল (যেমত অধুনা এতদ্দেশের পল্লীগ্রামের রাস্তার অবস্থা) এবং এই সময়ে অত্যন্ত ধনবান ভিন্ন অপরাপর সর্ব্বসাধারণকে পদব্রজে গমনাগমন করিতে হইত, এবং সম্বাদ বহনার্থ তদ্দেশে ডাক ছিল না, পরে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ সনে প্রথম চার্লস মহারাজার অধিকারে ডাকযোগে রাজকীয় লিপ্যাদি বহনের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু যে নিয়মে সেই সমস্ত পত্রাদি বাহিত হইত তাহাতে অল্পকালের মধ্যে পত্রাদি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইত, এবং সে ডাকে সাধা-

রণের কোন উপকার ছিল না একারণ তদ্দেশীয় প্রধানং লোকদিগের সম্বাদ বহনের নিমিত্তে দ্রুতগামী বলবন্ত লোক নিযুক্ত থাকিত, সেই সমস্ত লোকেরা অত্যন্ত দ্রুত গমন করিত (যেমত অস্মদ্দেশের ধাওড়িয়ারা দ্রুত গমন করিয়া থাকে)।

কোন সময়ে ডিউক আর লর্ডেন অনেক আত্মীয় লোককে ভোজন করাইলেন ভক্ষ্য আ হারীয় দ্রব্য পীঠোপরি প্রস্তুত করিবার কালীন দেখিলেন যে নিমন্ত্রিত বান্ধবগণের সঙ্খ্যাপেক্ষা চামচের সঙ্খ্যা অল্প একারণ ঐ ডিউক আপন সম্বাদ বাহককে চামচ আনিবার জন্য নয় ক্রোশ দূরস্থ তদীয় রম্য উদ্যানে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে সম্বাদবাহক পূর্ব্ব বর্ণিত দুর্গম পথ অথচ গিরি গুহা উপত্যকা লঙ্ঘন করত সময়ে চামচ লইয়া ডিউকের বাটীতে উপস্থিত হয়। প্রধানং লোকদিগের এইরূপ সম্বাদবাহক নিযুক্ত থাকিত অপিচ বহুদূর সম্বাদাদি প্রেরণ করিতে হইলে পদাতিক প্রেরিত না হইয়া অশ্বারোহিকে নিযুক্ত করা হইত, অধুনা যে কার্য্য অর্দ্ধ আনায় ডাক যোগে সমাধা হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ যিশুনি

১৬০৩ সনের মার্চ্চ মাসের ২৩ বাসর বৃহস্পতি বার যামিনী যোগে শ্রীমতী মহারাণী এলিজেবেথের দেহাবসান হয়, তৎকালে তদীয় উত্তরাধিকারি মহারাজ জেমস্ এডিনবরা নগরে বাস করিতেন। লণ্ডন নগর হইতে এডিনবরা নগর ২৯০ শত ক্রোশান্তর হইলেও শ্রীযুত স্যার রবার্ট কেরি সাহেব অশ্বারোহণে তিন দিবসের মধ্যে সংবাদ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ সম্বাদ সর্ব্ব বিষয়ে প্রেরিত হইত এমত নহে। সে যাহা হউক তদ্দেশে সম্বাদাদি প্রেরণের ঐরূপ রীতি, রাজপথের এইরূপ দুর্গতি। পরে শকটে গমনাগমনের প্রথা হইলে রাজপথ বিস্তার ও সমভূমি করা রীতি হইল, কিন্তু এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে জারমান দেশের দৃষ্টান্তে ১৬৩৫ যিশুবিসনে ইংলণ্ডদেশে কেবল রাজ পরিবারগণের শকটে গমনাগমনের রীতি প্রচলিত হয় তদন্তে ১৬৭৩ যিশুবিসনে সাধারণে "কোচ" নামক শকটে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেন কিন্তু শকটে গমনাগমন করা যে তদ্দেশের ক্ষতিকর বিধায়ে অনেক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল পরে ১৭০০ যিশুবিসনে ডাকের

গাড়ি স্থাপন হয়, এবং সেই গাড়ি ছয় ঘোড়ায় টানিত কিন্তু এরূপ ডাকের গাড়িতে যে অতি সত্বর গমনাগমন হইত এমত নহে। এইভাবে কিছু কাল গত হইলে পর ১৭০০ খিষ্টাব্দের শেষ ভাগে ট্রাম রোড নির্ম্মিত হয়। এই বর্ম্মের উভয় পার্শ্বে কাষ্ঠ থাকিত, সেই কাষ্ঠের উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইত, (ফলে এইরূপ গাড়িতে কেবল কয়লা বাহিত হইত) পরে ১৭৬০ খিষ্টাব্দে লৌহপাটির উপর গাড়ি চলনের রীতি হইল। খিষ্টাব্দ ১৮১১ সনে এইরূপ লৌহ পাটিযুক্ত ১৪০ ক্রোশ পথ প্রস্তুত হইয়া এই সমস্ত পথে ঘোড়ায় গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইত পরে ১৮২০ খিষ্টাব্দে স্থলপথে বাষ্পীয় শকট নিয়োগ করা উচিত এমত প্রস্তাব হইবায় প্রস্তাবকর্ত্তাকে রাজসভ্য এবং অপরাপর প্রধান লোকেরা উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ করণওয়ালের পাদরি সাহেব এক দিবস প্রদোষকালে একাকী কোন গলি পথে বায়ুসেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন এমত

সময়ে তাঁহার নয়ন পথে ধূম উদ্গিরণকারি অথচ অশ্বাদ্ব্যতিরেকে কোন ভয়ানক জন্তু বা ভূতযোনি বিশেষের ন্যায় বাষ্পীয় শকটের উদয় হইলে তিনি যথাসাধ্য চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত মর্ডক সাহেব তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আপনি যাহা দৃষ্টি করিলেন তাহা ভূত নহে এবং ভয়ানক জন্তুও নহে উহার নাম বাষ্পীয় শকট"।

এইরূপে ত্রিশবৎসর কাল গত হইলে লিবরপুল ও ম্যানচেষ্টারের মহাজনেরা ত্বরায় বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইবার কারণ নূতন প্রকার বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিবার কারণ হাউস্ অব কমন্সে যিশুখি ১৮২৫ সনে নিবেদন করিলে, তদ্বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ হইবার কারণ সিলেক্ট কমিটী স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়পর্য্যন্তও ঘোড়ায় রেলওয়ে টানিত, তাহাতে ঘণ্টায় পাঁচ ক্রোশ গাড়ির গতি হইত। যিশুখি ১৮২৯ সনে এই রেলওয়েরের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা

[1] ইংলণ্ডীয়দিগের এমত ভ্রম হয় না যাঁহারদিগের এমত ভ্রম হইবে তাঁহারা "আউএর আইরণ রোড" (Our Iron Road). নামক পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করুন।

ঘোড়ার পরিবর্ত্তে কলের দ্বারা গাড়ি চালাইতে বাসনা করিলেন, তৎকালে তাঁহারা এরূপ কল্প-না করিয়াছিলেন যে এক স্থানে বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ করিয়া ঐ কলের সঙ্গে এক খণ্ড রজ্জুর যোগ থাকে এবং সেই রজ্জুর অপর প্রান্তভাগ রে-লওয়ের গাড়িতে বন্ধ হয় এতাবতা ঐ কল চলিলে ঐ গাড়ি রজ্জুর দ্বারা অতি বেগে বাহিত হইবে। এই কার্য্য সম্পাদনার্থ শ্রীযুত ইষ্টিবিনসন সা-হেব ও শ্রীযুত লব সাহেব ও শ্রীযুত ওয়াকর সাহেব এবং শ্রীযুত রস্ট্রিক সাহেব নিযুক্ত হয়েন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রজ্জুর দ্বারা গাড়ি টানার কল অকর্ম্মণ্য বোধ হইয়া বাষ্পের দ্বারা বাহিত হওয়া উচিত বিবেচনায় শ্রীযুত ইষ্টিবিনসন সাহেব "রকেট নামক" বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিলেন তদ্রূপ বর্ত্ম নির্ম্মাণার্থ ৪০০০০০৲ টাকা প্রতি মাই-লে ব্যয় হয়, সেই গাড়ি ১৮৩০ খিষ্টাব্দের সে-প্টেম্বর মাসের পঞ্চদশ বাসরে প্রথম চলে।

এই অদ্ভুত বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ কর্ত্তা শ্রীযুত ইষ্টিবিনসন্ সাহেবের জীবন চরিত্র সং-ক্ষেপে লেখা উচিত জ্ঞান করিয়া লিখিতেছি

যে তিনি অতি দীন মজুরের সন্তান প্রযুক্ত গ্রা-
সাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় ক্ষেত্রে লাঙ্গল
বহিতেন, তাহার পর কয়লার আকরে কয়লা বহ-
ন করিতেন, তাহার পর ট্রামরোডে ঘোড়া ভাকি-
তেন, এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর এখন
তিনি কোন কলঘরে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন
তখন তাঁহার মাসে ১৫ টাকা বেতন, এই রূপে
নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কলনির্ম্মাণ করার কতক
সংস্কার হইয়াছিল এবং সেই সংস্কার ক্রমে প-
রিপক্ক হইয়া বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করত কৃত
কার্য্য হয়েন, সে যাহা হউক. ক্ষুদ্র হইলেও ক্ষুদ্র
হয় না বুদ্ধি ক্ষুদ্র হইলেই মনুষ্য ক্ষুদ্র হয়, ক্ষুদ্র
বংশ প্রযুক্ত মনুষ্য ক্ষুদ্র নহে।

রকেট্ নামক বাষ্পীয় শকট যদবধি অনায়াসে
গমন পক্ষে সিদ্ধ হইল তদবধি তৎপ্রদেশে রেল-
ওয়ের এমত ব্যবহার হইয়া উঠিল যে ১৮৫০ সালে
আড়াই হাজার ক্রোশ পথ রেলের দ্বারা নির্ম্মিত
হইয়া বাষ্পীয় শকটে জনসমূহের গমনাগমন হই-
তে লাগিল, কিন্তু এই বাষ্পীয় শকট সাধারণের ব্য-
বহারার্থ নিয়োগ হইবার প্রাক্কালে অনেক প্রকার

আপত্তি উপস্থিত হয়—কেহ এমত আপত্তি করেন যে নগরের মধ্যে দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে গাড়ির ধূমে মেষাদির রোম বিবর্ণ হইয়া ফ্লানেল প্রভৃতি বস্ত্রের অনিষ্ট হইবে এতাবতা এই অনিষ্ট কারক অর্থাৎ যমকিঙ্কর স্বরূপ ধূম আমাদিগের নগরে প্রবেশ করিতে না পায়—কেহ বা এমত আপত্তি করিয়াছিলেন যে বাষ্পীয় শকট যুক্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে ধনিলোকের সম্পত্তির হতশ্রী হইবেক এবং আকরীয় কয়লার ধূমেতে লোকের স্বাস্থ্যের হানি করিবে–কেহ বা এমত আপত্তি করিয়াছিলেন যে বাত ও বৃষ্টি এবং বরফে বাষ্পীয় শকটের গতি রোধ হইবেক এতাবতা রেলওয়ের প্রয়োজনতা দৃষ্ট হইতেছে না; এইরূপ কত প্রকার কত লোকে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু সেই সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি হইয়া রেলওয়ে বহু সম্পত্তির বর্দ্ধনকারিণী হইয়াছে এবং এই উদ্যোগে অনেক নদনদীতে সেতু নির্ম্মাণ এবং অনেক উচ্চ পাহাড় বিদীর্ণ, অনেক উচ্চ ভুমি নিম্ন এবং নিম্ন ভুমি উচ্চ হইয়াছে অনেক ক্ষুদ্র গ্রাম রেলওয়ের প্রসাদাৎ মহান-

গরী হইয়াছে, অনেক কুটীর রাজবাটীর তুল্য হইয়াছে, অনেক জনশূন্য স্থান জনসমূহে পূ-রিত হইয়াছে, সেই রেলওয়ে অস্মদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সময়ে এদেশেরো বহু প্রকারে উন্নতি হইবেক, তদ্বিবরণ উপযুক্ত স্থলে বর্ণিত হইবে এক্ষণে অপরাপর বিষয় লিখনে লেখনী প্রবৃত্তা হইতেছে।

রেলওয়ে নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান।

প্রথমতঃ রেলওয়ে নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বে যে উ-ভয় স্থানের মধ্যে তদ্বর্ত্ম নির্ম্মিত হইবে তাহার পরিমাণ অর্থাৎ সর্বে বা মাপ করিতে হয়, কেন না মাপের দ্বারা উভয় স্থানের দূরাদূর এবং তদু-ভয় স্থান ঋজু বক্রাদি নানা প্রকারে গম-নীয় হইলেও যে গতিকে স্বল্প কালের মধ্যে ত-থায় গমন করা যায় এতদুপযুক্ত স্থান নির্ণয় করা এবং তাহাতে ইহাও বিচার করা উচিত যে তদ্বর্ত্ম নির্ম্মিত হইলে তদর্থে সেই সেই স্থানের উত্তম উত্তম অথচ বহুমূল্য অট্টালিকাদি নষ্ট না

হয় এবং যে ভূমির উপর ওল্দবন্ধ নির্ম্মিত হইবে সেই ভূমি উক্ত মূল্যোপযুক্ত স্থান না হয় এবং এমত স্থান দিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত যে, সে পথে মনুষ্যলোকের এবং বিবিধ প্রকার বাণিজ্য দ্রব্যের গতিবিধি থাকে তাহাতে রেল নির্ম্মাণ কারকদিগের প্রচুর লাভ সম্ভব এরূপ বিবেচনায় রেলওয়ে নির্ম্মিত না হইলে ক্ষতি হওয়া সুদৃঢ় শঙ্কাতে। এইরূপ স্থানের নির্ণয় হইয়া তদন্তে সেই বন্ধ নির্ম্মাণ উপযুক্তস্থানের সম বিষম অর্থাৎ উচ্চ নীচতা না থাকিবার জন্য লেবেল যন্ত্রের দ্বারা সমভূমি করিতে হয়, কারণ সকল স্থান সমান নহে, অতএব ভূমির সমানতা না করিলে অবশ্য বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন হইতে পারে না, যেহেতু কোন স্থান অত্যুচ্চ এবং কোন স্থান অতি নিম্ন এবঞ্চ কোন স্থান অতি নরম অথচ কর্দ্দমময় এবং কোন স্থান অতি কঠিন অথচ প্রস্তরময় একারণ এই সমভূমি করিবার কারণ অনেক পর্ব্বত খোদিত করিয়া অধঃ করিতে হয় এবং অনেক পর্ব্বতস্থলী সেতুর দ্বারা উচ্চ করিতে হয়, এতাবতা রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থক লে-

রেল করণ দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কিন্তু ইংলণ্ডদেশে যখন প্রথম সমভূমি করণের প্রয়োজন হইয়াছিল তৎকালে অনেকানেক প্রধান২ লোকে নানা প্রকারে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থলে ইঞ্জিনিয়র দিগের দূর করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাদিগকে প্রহার পর্যন্ত হইয়াছিল বিশেষতঃ জর্জ ইস্টিবিনসন সাহেব হৌস্ অব কমন্সে ১৮২৫ সালের এপ্রেল মাসের সপ্তবিং শতি বাসরে এরূপ সাক্ষী দিয়াছিলেন " যে আমি শ্রীযুত কাপ্তেন ব্রডনা সাহেবের ভূমির নিকট লেবেল অর্থাৎ উচ্চনীচ পরিমাণ করণার্থ গমন করিবায় সেই কাপ্তেন সাহেবের লোক আমাকে কহিলেন যে তুমি এই ভূমিতে প্রবেশ করিলে তোমায় পুষ্করিণীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করিব সুতরাং আমি এবং আমার অধীন লোকেরা ভূম্যধিকারিগণের ভোজনের কালীন অথবা যে সময়ে (লেবেল করিবার উপযুক্ত ভূমিতে) কেহ না থাকিত এমত সময় বিবেচনা করিয়া চৌর্য্যভাবে ভূমির পরিমাণাদি করিয়াছি, এবং লণ্ডন নগর হইতে বরমিংহেম নগরে রেলওয়ের সূত্রপাত "

হেতু লেবেল করণের আবশ্যক হইলে ভূম্যধি-
কারিগণ একপ প্রতিযোগী হইলেন যে তাহাতে
ঘোরা রজনী যোগে প্রয়োজনমত আলো প্রকাশ
পায় এবং অপ্রয়োজনে প্রকাশাভাব এতদুপযুক্ত
ল্যানট্রান অর্থাৎ ডাক্ক লানট্রানের সহকারে
লেবেল যন্ত্রের দ্বারা উচ্চনীচ পরিমাণ করি-
য়াছি”।

অপর একস্থলে রেলওয়ের পরিমাপকদিগের
প্রতি লাড হ্যানবয়ার দাসগণ গুলি চালাইয়া-
ছিল, এবং অপরস্থলে রেলওয়ের পরিমাপকেরা
কোন ভূমিতে প্রবেশ করায় সেই ভূমির প্রজাগণ
সেই ভূমির এক সিলিং অর্থাৎ অর্দ্ধ মুদ্রা উপ-
যুক্ত ক্ষতি না হইলেও ক্ষতি পূরণার্থে কুড়ি পাউণ্ড
অর্থাৎ বিংশতি মুদ্রা লয়, এই রূপে বহুলোকে
বহু প্রকার প্রতিযোগিতা করে কিন্তু অস্মদ্দেশে
এতদ্রূপে প্রজা বা ভূম্যধিকারিগণ শতাংশের
একাংশ আপত্তি না করিলেও মহামান্য শ্রীযুত
কোম্পানি বাহাদুর এই সুকঠিন আইন প্রকাশ
করিয়াছিলেন যথা।

আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ আইন

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সরকারি কার্য্য নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন।

"যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন সরকারি কার্য্যের জন্যে যে কোন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বারা সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মক্রমে লইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীতে যে লৌহের রাস্তা অল্প কালের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক সেই রাস্তা নির্ম্মাণ করণেতে এবং অন্য কোন সরকারী কর্ম্ম করণেতে নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে ঐ সরকারি কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোনং গতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে। অতএব নীচের লিখিত-মতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল :—

"১ ধারা। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন লৌহের রাস্তা করা [illegible] তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্য [illegible] হইবেক ইতি :—

"২ ধারা। ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এবং কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে তাহার কল্পিত শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যে সরকারী কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এবং তাঁহারদের চাকর ও কারিগর সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন। এবং কোন কল্পিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে সরকমা কাটনের দ্বারা অথবা রেখার, খোঁটার চিহ্ন স্থাপনের দ্বারা ঐ কল্পিত রেখা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। এবং যদি জরিপ সম্পূর্ণ করিবার জন্যে এবং ঐ রেখার চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক হয় তবে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের অনুমতিক্রমে ঐ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে কোন জঙ্গল বা গাছের কোন অংশ কাটিতে ও উঠাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি এই আইনের উক্তে সূর্য্য উদয়াবধি অস্তগমনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে বাটীর দখলীকারের অনুমতি ভিন্ন এবং তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা না দিয়া কোন ঘরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

"৩ ধারা। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে কর্ম্মকারক সেইরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার এই উচিত হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে যে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয় তাহার এক হিসাব এই জন্যে রাখেন যে ভূমির মালিক অথবা দখলীকারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করণের সময়ে তাহা ধরিয়া দেওয়া যায় ইতি।

"৪ ধারা। কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইনমতে নির্দ্দিষ্ট করণের কার্য্য যাঁহার দ্বারা

হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি-
বন্ধকতা করে অথবা ঐ রকম কোন চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া
নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি উঠাইয়া ফেলে, অথবা সেই-
রূপ কোন নকসা নষ্ট করে অথবা [illegible] ধরে সেই
ব্যক্তি ৬ মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হই-
বে এবং তাহার জরিমানা দুই শত টাকার অনধিক
[illegible] হইবেক ইতি।

৫ ধারা। যখন উক্ত কর্ম্মকারকগণ [illegible] এই মত
করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মের জন্য ঐ [illegible] ভূমির
[illegible] আবশ্যক আছে তখন [illegible]
[illegible] দখল করিতে [illegible]
[illegible]
বেক তাহার মোট ও তাহা [illegible] হইবেক [illegible]
[illegible]
[illegible] উক্ত আইনানুসারে নির্দিষ্ট করা যাইবেক। এবং
সেইরূপ দেওয়া ভূমি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী-
ক্রমে নীলাম হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে বলপূর্ব্বক ঐ
ভূমির দখল লওয়া যাইতে পারে এবং তাহার প্রতিবন্ধকের
সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে এবং সেইরূপ কোন ডিক্রী
শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালে-
ক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মকারকদিগকে
যেরূপ সাহায্য করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই স্থলে
আবশ্যক হইলে তাঁহারা সাহায্য করিবেন ইতি।

৬ ধারা। উক্ত কর্ম্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক
বোধ হয় সেই ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল করণে যদি কোন
বাধা বা প্রতিবন্ধক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজি-

ষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি বলপূর্ব্বক ঐ ভূমির দখল দেওয়াইবেন ইতি।

" ৭ ধারা। কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করিতে হইলে ঐ রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করণ বা মেরামৎ করণের জন্যে কোন মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার নিমিত্তে অথবা অতিরিক্ত মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম তাহার উপর রাখিবার নিমিত্তে অথবা তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমারৎ এবং কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে ঐ রাস্তা বা খাল কিম্বা লৌহের রাস্তা যেরূপে ভূমির উপর চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে তাহার মধ্য স্থানহইতে দুই শত হাতের অধিক না হয় এমত ভূমির অথবা সরকারী কোন রাস্তাঅবধি কল্পিত লৌহের রাস্তাপর্য্যন্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ করণের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় সেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল করা যাইতে পারে। উক্ত আইন এবং এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ ভূমির ক্ষণেক কাল দখলের জন্যে এবং ঐ ভূমির দখল ও ব্যবহারের দ্বারা যে চিরস্থায়ি যে ক্ষতি হইয়া থাকে তজ্জন্যে এবং যে সকল মৃত্তিকা ও পাতর ও কাঁকর ও বালি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সেখানহইতে লওয়া যায় তাহার সম্পূর্ণ মূল্যের জন্যে যে সকল ব্যক্তির তাহাতে স্বত্ব থাকে তাহারদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যাইবেক ও তাহাদের মধ্যে বণ্টন হইবেক। এবং যদি তাহাতে কোন বিবাদ হয় তবে চির কালের জন্যে লওয়া ভূমির নিমিত্তে যেরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় সেইরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

"৮ ধারা। রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে ঐ কর্ম্মকারককে ঐ আইনক্রমে করা কোন ফয়সলা জারী করিতে এবং উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনের এবং তাহার বিষয়ের সকল বিরোধ মিটাকের কার্য্য সমাপ্ত করণার্থে যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয় তাহা করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন এবং ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

"৯ ধারা। উক্ত আইনের নিয়মভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন সরকারী কর্ম্মের জন্যে যে কেমন ভূমি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা লওয়া গিয়া থাকে বা উত্তর কালে লওয়া যায় সেই ভূমিতে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে অথবা উক্ত ১৮২৪ সালের ১ আইনানুসারে কিম্বা এই আইনানুসারে যদি তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কোন দাওয়া না হয় তবে সেই পাঁচ বৎসর অতীত হইলে সেই ভূমিতে কোম্পানি বাহাদুরের সম্পূর্ণরূপে স্বত্ব হইবেক এবং তাহা অন্য সকল দাওয়া হইতে খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।

"১০ ধারা। ইহার পূর্ব্বে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ এই আইনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবং ইহার পর যে ভূমি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে ঐ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক ইতি।

"১১ ধারা। যদি উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং তাহার চূড়ান্ত ডিক্রীর দ্বারা সেই ভূমিতে ফরিয়াদীর লাভের স্বত্ব সাব্যস্ত হয়

তবে যে ব্যক্তির পক্ষে সেই ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির দখল করণের সময় তাহার স্বত্বের যে মূল্য ছিল তাহা এবং তাহার উপর প্রতিশত আইন সঙ্গত হারানুসারে সুদ দেওয়া যাইবেক। এবং তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া যে প্রকারে নির্ণয় ও নিষ্পন্ন হইতে পারে সেইরূপে নির্ণয় ও নিষ্পন্ন হইবেক ইতি।

যেখানে ইংলণ্ডীয়ের প্রায় অধিকাংশ রেলবর্ত্মের আঁকাবাঁকা সমভূমি করিবার নিমিত্তে রোড়বন্দি নির্ম্মাণ আবশ্যক, কিন্তু ঐরূপ রোড় নির্ম্মাণেতেও প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশে এক ফুট পরিমাণে কম নিম্নতা থাকে, তাহাতে হানি না হইয়া বরং বাষ্পীয় শকটের গতির দ্যোতক হয়। এই রোড়বন্দির নিমিত্তে রেলওয়ের অধ্যক্ষগণ দুই প্রকার ভূমি লইয়া থাকেন, এক প্রকার চিরকালের নিমিত্তে, আর এক প্রকার কিয়ৎকালের নিমিত্তে। চির কালের নিমিত্তে ভূমি গৃহীত হইয়া তদুপরি রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎকালের নিমিত্তে যে ভূমি গৃহীত হয় তাহা খনন করত সেই মৃত্তিকার

ভেড়িবন্দি হয়, সেই ভেড়ির নাম এমব্যাঙ্কমেণ্ট, (Embankment)। এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে রেলওয়ের সর্ব্ব স্থল ঋজু না হইয়া প্রায় বক্র হইয়া থাকে, এবং অধিক বক্র হইলে বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতির বাধকতা করে, তাহার কারণ এই, যে রেলওয়ের বাষ্পীয় শকট লৌহের পাটিতে বদ্ধ প্রায় প্রযুক্ত ঐ গাড়ির চাকা ঐ লৌহ পাটির বক্রতাহেতুক অধিক ঘৃষ্ট হয়, তাহাতে যেমত গতিরোধ হয় সেই মত আরোহিদিগের হানি জন্মাইবার সম্ভব, এবিধায়ে রেলওয়ে ঋজুরেখায় নির্ম্মিত হওয়া কর্ত্তব্য হইলেও সর্ব্বত্রে এরূপ ঋজুতা প্রাপ্ত হওয়া কঠিনহেতু রেলওয়ের যে স্থলে বক্রতা হয় সেই স্থলে কি বিধানে ভেড়ি বন্দীত্যাদি হওয়া উচিত? তাহাতে প্রধান ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে নাইট সাহেব এরূপ কল্পনা করিয়াছেন, যে রেলওয়ের বক্রগতি জন্য যে হানি জন্মাইতে পারে তাহা কেবল চাকার যেড়ের ধারের আকার পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ঐ চাকার বিনা ঘর্ষণে অনায়াসে গতি হইবে।

ভেড়ি নির্ম্মিত হইলে তদুপরি আড়াআড়ি

কাষ্ঠ বা প্রস্তর স্থাপিত হয়, সেই প্রস্তরের বা কাষ্ঠের উপর ঢালা লৌহের রেল অর্থাৎ লৌহ পাটি স্থাপিত হয়, সেই পাটি কখনং প্রায় পনের ফিট লম্ব। কখন বা তদধিক কখন বা তন্ন্যূন হয়, এবং এই পাটির দুই ধার জোড়া অর্থাৎ বিট করা, সেই রেল কাষ্ঠের উপর বদ্ধ থাকিবার কারণ চেয়ারে অর্থাৎ লৌহ খণ্ডে কাষ্ঠের পিন যোগে আলম্বরাদ দ্বারা বদ্ধ থাকে, এতদ্রূপ বর্ত্মোপরি দিয়া বাষ্পীয় শকটের গতি হয়, এই বাষ্পীয় শকট অস্মদ্দেশে যে উপায়ে এবং যাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে তদ্বিবরণ বর্ণনে লেখনী প্রবৃত্তা হইলেন

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের অনুষ্ঠান।

যদিও ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপিত হওয়া অতি প্রয়োজনীয় এবং তাহা এতদ্দেশের সর্ব্বতোভাবে উপকারজনিকা তথাপি এতৎ প্রস্তাব বিলায়তস্থ এতদ্রাজ্যাধ্যক্ষগণের নিকট হইলেও তাঁহাদিগের

তৎ প্রস্তাবের প্রতি বিংশতি বর্ষপর্য্যন্ত বিশেষ মনোযোগ হয় নাই, পরে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর এতৎ বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্যের পরামর্শ জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল তদুত্তর পক্ষে যে একশত পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট লিপি ১৮৫৩ সালের ২০ এপ্রেল বাসরে প্রেরণ করেন তাহাতে ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পক্ষে অপরাপর কথার মধ্যে ইহাও লিখিয়াছিলেন যে —"আমি সবিনয়পূর্ব্বক নিবেদিতেছি যে আমার বিশেষ বাসনা এই, যে ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপিত হয়, তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিবিধোপকার জন্মাইবে, সেই উপকারে রাজ্যের ও বাণিজ্যের এবং এতদ্দেশীয় লোকের বিত্তাদি বর্দ্ধিত হইবে"। বিজাতীয় রাজ্যাধ্যক্ষগণ শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের এই পরামর্শে সম্মত হইয়া একেবারে তেরকোটি টাকার সুদীদের প্রতিভূ হইলেন, তাহাতে রেলওয়ে সংস্থাপন হওনের আর কোন বাধা রহিল না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সংস্থাপনের পক্ষে যিনি যত পক্ষতা,

করুন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীযুত আর মেক্‌ডনেল্ড ষ্টি-
ফেনসন সাহেবের প্রথম উদ্যোগে এই বৃহৎ
অলৌকিক প্রায় কার্য্যের সূত্র হইয়াছে, সুতরাং
ষ্টিফেনসন সাহেব অসীম প্রসংশা এবং ধন্য-
বাদের ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুত ষ্টিফেনসন সাহেব কোন রাজকীয়
উচ্চপদস্থ মনুষ্য না হইলেও কোন সময়ে তাঁহার
মনে এইরূপ উদয় হইল যে ভারতবর্ষে রেলওয়ে
সংস্থাপন কেন না হইবে? এবং হইবার বাধাই বা
কি? বিশেষতঃ যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বা-
ষ্পীয় শকটে গমনাগমন করিতে যোগ্য হয় তবে
ভারতবর্ষীয় লোকে কেন বাষ্পীয় শকটে গমনা-
গমন না করিবে? এইরূপ যদিও তিনি চিন্তা-
ন্বিত হইলেন (কিন্তু তাঁহার সহায়ও সম্পত্তি
ছিল না) তথাপি এতদ্দেশের ভাবি রেলওয়ে ঘটিত
যথাসাধ্য নক্‌শা করাইয়া লণ্ডন নগরে গমন করত
প্রধানং লোকের নিকট ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের
প্রস্তাব করিতেং দ্বাদশ বৎসর গত করিবায় বি-
লাতীয় অধ্যক্ষগণ সম্মত হইলেন, এতাবতা ষ্টি-
ফেনসন সাহেব সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠাস্পদ এবং

শ্রীল শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্ণর জেনেরল লার্ড ডেল হৌজি বাহাদুরেরও বাষ্পীয় শকট স্থাপনের মধ্যে যেরূপ প্রযুক্ত সেইরূপ ধন্যবাদের যোগ্য হই- য়াছেন সেরূপ বাষ্পীয় তরী এতদ্দেশে নিয়োগ করিবার শ্রীযুক্ত লার্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেব ধন্য- বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিহেতুক ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপনে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের উদ্যোগ হইল।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপনের বাসনা বিলাতের প্রধান২ লোকদিগের মধ্যে বহুকালাবধি জাগরূক ছিল, এবং রেলওয়ে স্থাপিত হইলে যে ভারতবর্ষে সৌভাগ্যরূপ সূর্য্যের উদয় হইবে তাহাও স্থির ছিল। এবং রেলওয়ের দ্বারা ধন ও সময়ের অপচয় না হইয়া নানা কর্ম্ম হইবে তাহাও স্থির বোধ হইয়াছিল, কারণ পঞ্জাব সমর কালীন শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদু- রের সৈন্য তথায় প্রেরিত হইলে এক২ জন সৈ-

আছি, যে মুসলমানদিগের রাজ্যাধিকার সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, ব্রিটিশ রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষীয়গণ তাহা বরং পাইয়া। রেলওয়ে স্থাপিত না হইয়া সুখ-সম্পদ পরিমাণ অসমান হইলেও আমি তাহা সম্পূর্ণ সুখ বলিতে পারি না"।

কিন্তু রেলওয়ে স্থাপন হইলে এতদ্দেশের বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে লিখিতে কলিকাতাস্থ মৃত বাবু মতিলাল শীল এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"যে রেলওয়ে সংস্থাপন হইলে এতদ্দেশের মহোন্নতি হইবে, কিন্তু তদর্থে যে ব্যয় হইবে তাহা পুনরাদায় হইবে কি না, তদ্বিষয় এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারি না, তবে মফস্বলের প্রধান২ বাণিজ্য স্থানের সহিত মহানগরী কলিকাতা রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে প্রচুর লভ্য হইবে না একত বিবেচনা করাও অসম্ভব। আর যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস এবং ভূমি অত্যুর্ব্বরা এবং নানা বিধ শস্যোৎপন্ন হয় সে দেশে রেলওয়ে স্থাপনে যে লভ্য হইবে না ইহাই বা কে বলি-

সে প্রযুক্ত তদ্দ্বারা সরকার বাহাদুরের প্রচুর লাভের সম্ভব।

এই কথা সপ্রমাণের নিমিত্ত কোন সাহেব লিখিয়াছেন, যে গঙ্গার উভয় তটে প্রায় পাঁচ কোটি লোকের বাস, এবং মুজাপুরহইতে কলিকাতার বর্ষে২ ষাট হাজার লোক নৌকাযোগে গমনাগমন করে—বাষ্পীয় তরিতে দুই হাজার লোক গমনাগমন করে—গাড়ি ঘোড়া তাঞ্জাম এক্কা পাল্কী প্রভৃতি যানে ও পদব্রজে পাঁচ লক্ষ লোক গমনাগমন করে—এবং জল ও স্থলপথে সাইট লক্ষ মোন বাণিজ্য দ্রব্যের গতিবিধি হয় অপিচ কানপুরের ও আলাহাবাদের রাস্তায় এক বৎসরে এক লক্ষ গোরুর গাড়িতে ও এক লক্ষ সত্তর হাজার উষ্ট্রে এবং তেষট্টি হাজার ঘোটকে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করিয়া থাকে।

একারণ ভারতবর্ষে রেলওয়ে সংস্থাপনের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুর ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সিমন্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এইরূপ রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে গঙ্গার পূর্ব্ব বা পশ্চিম তট দিয়া কলিকাতাহইতে উত্তরা-

ভিমুখে রেলওয়ে স্থাপিত হইয়া বারাকপুরের কিঞ্চিৎ দূর গঙ্গা পার হইয়া বারানসির দক্ষিণ দিয়া মূজাপুর ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়া শোণভদ্র নদ পার হইতে হইবেক, এবং সেই স্থল হইতে শাখা রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া চুনার অর্থাৎ চণ্ডালগড় পর্য্যন্ত রেল বিস্তীর্ণ হয়, এইরূপে কলিকাতা অবধি দিল্লি পর্য্যন্ত সাড়ে-চারিশত ক্রোশ পথে রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, এবং ইহাতে প্রতি মাইলে অর্থাৎ অর্দ্ধ ক্রোশে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইবে এমত অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীযুত সিমস্ সাহেবের কল্পিত শ্রেণী মত দিয়া রেলওয়ে নি-র্ম্মিত না হইয়া কলিকাতার আড়পার হাও-ড়াহইতে উত্তরাভিমুখে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া সেই স্থান অবধি ক্রমে উত্তরাভি-মুখে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে, এবং মহেশপুরহইতে ঠিক উত্তরাভিমুখ হইয়া রাজ-মহাল পর্য্যন্ত শাখা রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, ইহার বিস্তার কথা উপযুক্ত কালে বর্ণিত হইবে।

উভয় কোম্পানির প্রতিজ্ঞা।

রেলওয়ে উপলক্ষে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত রেলওয়ে কোম্পানির যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাহাদের সংক্ষেপ লিখিতেছি। রেলওয়ে কোম্পানিকে প্রথমতঃ দুই ভাগ রেল রোড প্রস্তুত করিতে হইবে। এক ভাগ বঙ্গ দেশে, এবং এক ভাগ উত্তর পশ্চিম দেশে। দ্বিতীয়তঃ ঐ রেলওয়ে কোম্পানিকে ইহার মধ্যে তিন কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করিতে হইবেক। এ বিষয়ে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর শতকরা ৫ টাকা ডিভি-ডেণ্ড দিবার প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। প্রতিজ্ঞায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পঞ্চবিংশতি বৎসরের নিমিত্তও বদ্ধ থাকিবেন।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষে রেল-ওয়ে স্থাপনের জন্য এরূপ অর্থ সামর্থ্যের দ্বারা যে উত্তরসাধকতা করিলেন তাহার কারণ যদিও পূর্ব্বে কতক ব্যক্ত করা গিয়াছে তথাপি রেলওয়ে সম্বন্ধে হৌস অফ কমন্সের সিলেক্ট

কিয়ৎকালের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া হয়, সেই ভূমি খনন হইয়া এই জেটি প্রস্তুত হইয়া তদুপরি খোয়া—সেই খোয়ার উপর কাষ্ঠ আড়ে স্থাপিত—সেই কাষ্ঠের উপর লৌহ পাটি স্থাপিত হইয়াছে। বালি ও [illegible] এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের খালের ও সরস্বতী এবং কুন্তী নদীর উপর একং কাষ্ঠের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত এক হারা রেল স্থাপিত হইয়াছে, যেং স্থলে বর্ত্মের বক্রতার সেইং স্থলে গাড়ির জোড় ফেরাইবার কারণ দ্বিগুণ লৌহের পাটি স্থাপিত হইয়া হাওড়া অবধি ১২১ মাইল চারি বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৫৭ সনে আর ৩১৯ মাইল কন্ট্র্যাক্টের দ্বারা প্রস্তুত হইবে।

স্বয়ং রেলওয়ে কোম্পানি ২০০ মাইল প্রস্তুত করিতেছেন।

লাহোরপর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার কারণ ভূমি সরবে হইতেছে। বৃটিশ রাজ্যের সীমা কলিকাতাবধি উত্তর পশ্চিম দেশপর্য্যন্ত ১৩৫০ মাইল, ইহার মধ্যে হাওড়া অবধি পাণ্ডুয়াপর্য্যন্ত

সাড়ে সাঁইত্রিশ মাইল প্রথমতঃ প্রস্তুত হইয়া ১৮৫৪ সালের ১৫ আগষ্ট বাসরে চলিতে আরম্ভ হয়, তাহার পর ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় বাসরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ীর প্রথম চলন হয়।

এতদ্দেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণে প্রতি মাইলে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু যৎকালে ইংলণ্ড দেশের রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় তৎকালে তথাকার রেলওয়ে নির্ম্মাণে প্রতি মাইলে এতদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

এক্ষণে যে স্থান দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই২ স্থানের পুরাবৃত্ত লিখিয়া তদন্তে রেলওয়েঘটিত অপরাপর আবশ্যকীয় বিষয় লিখিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এতদ্দেশের রাজপথ ও সম্বাদাদি প্রেরণের যে পূর্ব্বাবস্থা ছিল তাহাও লিখিতে বাধ্য হইলাম

এতদ্দেশের রাজপথের পূর্ব্বাবস্থা।

হিন্দু সাম্রাজ্যরূপ সূর্য্য অস্তগত হওনানন্তর, যবন-

কণ্ঠগত তম উদয় হইয়া এতদ্দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা এই স্থলে লিখনের প্রয়োজনা-ভাব; কিন্তু রাজপথ এবং তৎকালে কিরূপে দ্রব্যা-দ্যাদি প্রেরিত হইত ইহা প্রস্তাব্য বিষয়ের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ রাখে এপ্রযুক্ত লিখিতেছি।

হিন্দু রাজাদিগের অধিকার কালীন এতদ্দে-শের রাজপথ ইত্যাদি বিষয় যদিও কথা পুরাণে বর্ণিত আছে, তথাচ পুরাণের কথা পুরাণেই থাকুক সে বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে মুসলমানদিগের অধিকারে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাই লিখিতেছি।

মুসলমানাধিকার সময়ে এতদ্দেশের রাজপথের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল, এবং তাঁহাদের রাজধানীর পথ পর্য্যন্ত অতি কদর্য্য ও অপ্রশস্ত ছিল। বর্ষা-কালে সকল পথই জানু পর্য্যন্ত এমত কর্দম-ময় এবং জলে প্লাবিত হইত যে বস্তুতঃ মনু-ষ্যাদি গমনাগমন করিতে আর পারক হইত না, এতদ্ভিন্ন এই সমস্ত জঘন্য পথ দস্যুতে আবৃত থাকিত, এতাবতা মনুষ্য কষ্টে সৃষ্টে গমনাগ-মন করিতে পারিলেও দস্যুতে বিনাশ করিত,

সুতরাং রাজপথ অত্যন্ত দুর্গম্য ছিল এবং সাধা-
রণ লোকদিগকে কেবল পদব্রজে গমনাগমন
করিতে হইত। অতিপ্রধান মনুষ্যসকল যেরূপ
যান বাহনাদিতে গমন করিতেন তাহাও অধুনা
প্র ছিল না, কারণ তাঞ্জামাদিরোহণে শীঘ্র গমন হইত
না, প্রত্যুত মনুষ্য কর্ত্তৃক বাহিত হইত, একারণ
নির্ভরতা—অপিচ এতদ্দেশে অশ্বের দ্বারা বাহিত
শকটাদিও ছিল না, কেবল রাজ অনুচরগণ সম-
য়ে অশ্বারোহণে গমনাগমন করিত, অশ্বারো-
হণে গমনকারিদিগের পথের প্রশস্ততা প্রয়ো-
জন হইত না, কেবল সমানতার প্রয়োজন হই-
লেও পথ সকল অসমান ছিল, তৎকালে ডাক
যোগে পত্রাদি প্রেরণ করা রীতি ছিল না, কেবল
রাজসম্পর্কীয় লিপ্যাদি উষ্ট্রের দ্বারা বাহিত
হইত—তাহার নাম সাঁড়িনীর ডাক—কিন্তু এই
ডাকে সাধারণ মনুষ্যের কোন উপকার ছিল
না, বিশেষতঃ সাধারণ লোকের সম্বাদাদি প্রেরণ
করিতে হইলে অধিক ব্যয় সাধনে কার্য্য সাধন
করিতে হইত, এবং তৎকালে প্রধান২ নগরে
পত্রাদি বহন করিয়া বহু লোকে অর্থ উপার্জ্জন

শেষ হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তমাদি তীর্থ স্থানে গমন অত্যন্ত সুকঠিন ছিল, তৎ পথের নদনদীতে সেতু ছিল না প্রভৃত বনের মধ্যে দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সুঁড়ি পথ এবং তাহাও হিংস্র জন্তু ও দস্যুতে পরিপূর্ণ থাকিত, সুতরাং এমত দুর্গম পথে গমন করিলে প্রায়ই প্রাণ নষ্ট হইত, এ কারণ তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক যাত্রিকদিগের পিতৃশ্রাদ্ধাদি করা শাস্ত্রের বিধান। এমত যাত্রা দিগে এদেশে চলিত প্রবাদ আছে, যে অনবধিক সময়ে শ্রীক্ষেত্রের পথে "চরুড়ি ছটা" নদ নদী পদব্রজে পার হইতে হইত তাহাতে অনেক লোক জলশায়ী হইয়াছে, এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের প্রসাদাৎ সেই সমস্ত দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে—পথের দস্যু শাসিত হইয়া পথিকগণ নিঃশঙ্ক হইতেছে।

এদেশীয় লোক নিত্য দশক্রোশের অধিক গমনাগমন করিতে পারে না—দেশভাষায় এই গতির নাম মঞ্জিল কহে—যানের মধ্যে পাল্কি ডুলি চৌপালা, মহাপায়া নালকি ইত্যাদি নরযানে প্রধানং লোকে গমনাগমন করিতেন, এবং শক-

টের মধ্যে খড়খড়ি নামক গোযান ও এক্কা নামক
অশ্বযানে সম্ভ্রান্ত লোকে মধ্যে২ আরোহণ করি-
ত, কিন্তু এই সমস্ত শকটাদি ও নিত্য দশক্রোশের
অধিক গমন করিতে পারে না, এবং এতদ্দেশের
রাজপথের এমত দুর্দশা ছিল যে বর্ষাকালে
কোন মনুষ্য, সোপানংপদে পরিভ্রমণ করিতে
পারিত না, এক্ষণেও মফস্বলাদির জনপদের পা
বৃষ্টিকালে ঐরূপ দুরবস্থা, অপিচ বর্ষাকালে এক
গ্রামহইতে অন্য গ্রামে গমন করিতে হইলে
ডোঙ্গিভিন্ন কাহার সাধ্য যে গমন করে, এই
দুর্গতি বর্ত্তমান কালেও আছে প্রত্যক্ষ করিতেছি.
কিন্তু এতদ্রূপ দুঃখ ক্রমে অস্তগত হইতেছে।

সমস্ত দেশ প্রায় নিবিড় বনে আবৃত ছিল, মনু-
ষ্যগণ ঐ নিবিড় বনমধ্যে অতি ক্ষুদ্র২ কুটিরে
বাস করিতেন, বর্ত্তমান কালেও বহু লোকে এই
অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। যবনাধিকারে
কেবল অতি প্রধান রাজপুরুষেরা ইষ্টকালয়ে বাস
করিতে পারিতেন, এবং সেই সমস্ত ইষ্টকালয়
বংসামান্য, অতি ক্ষুদ্র২ দ্বার এবং তন্মধ্যে বা-
য়ুর চালনের নিমিত্তে মুষিকের বিবরের ন্যায়

এইরূপ দুর্গতি। দেশীয় লোকের শারীরিক বৈষয়িক নানাপ্রকার কষ্ট ছিল, অধুনা সেই ক্লেশের অনেক নিদান হইতেছে কারণ অতি দীনে এক্ষণে যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে এতদ্রূপ বস্ত্র তৎকালে প্রধান লোকেও পরিধান করিতে পারিতেন না, বর্ত্তমান কালে মধ্যবিত্ত জনে যে সমস্ত দ্রব্য অতি তাচ্ছিল্যে ভোজন করিয়া থাকেন যবনাধিকারে রাজাগণও এইরূপ দ্রব্য চক্ষুতে দর্শন করিতে পারিতেন না। অপর কা কথা প্রাচীন লোকমুখে শুনিয়াছি অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে তণ্ডুল চূর্ণ ও দলিত নারিকেল এবং সিক্তৈর মধ্যে গুড় এই তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া প্রধান২ লোকে উপাদেয় দ্রব্য জ্ঞানে অম্লান বদনে রাশি২ ভোজন করিতেন, এইরূপে কত কষ্ট ছিল তাহা বর্ণনা করিতে হইলে লেখনী বিবর্দ্ধা হয়েন অথচ অত্র পুস্তকে অনধিকার চর্চ্চা করা হয়।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে এতদ্দেশের যান বাহনাদির দ্বারা গমনকারিগণ দশক্রোশের অধিক গমন করিতে পারিত না, কিন্তু এতদ্দেশে যে

যাহার বিস্তার ইতিহাস লিখিতেছি, এতদ্ভিন্ন যেং স্থান দিয়া গমন করিতে হয় সেইং স্থান কিরূপ এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপ তাহা পরিভ্রমণকারিদিগের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য বিধায় হাওড়া অবধি রাণীগঞ্জপর্য্যন্ত স্থানাদির সংক্ষেপ ইতিহাস নিম্নভাগে লিখিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতা ও হাওড়া প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস।

এই বিশাল কলিকাতা রাজধানীর বিশ্রুতি ১৬৯০ সনের পূর্ব্বে স্তুতানুটি গোবিন্দপুর নাম ছিল, তখন এই স্থান ধান্যক্ষেত্র ও বনময় ছিল, এবং তথায় অল্প কৃষক লোকে বাস করিত। শ্রীযুত জব চার্ণক সাহেব ঐ ১৬৯০ সনে স্তুতানুটিতে মহানগরীর ভিত্তি মূল স্থাপন করত কালিঘাট বা কালিকোটা নামানুসারে

করিলেন, ক্ষুদিরাম অনিচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে স্বীকার করত নিরুপায়ে নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন. তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া সাহেবলোকে জাহাজহইতে তোপধ্বনি করিলেন, তাহাতে ঐ ধোপা ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া জাহাজারোহণ করিলে কাপ্তেন সাহেব তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সম্মানার্থ শত স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন, ঐ ধোপা কিছু দিন সাহেব লোকের কর্ম্ম করিয়া দুইটা চারিটা ইঙ্গরাজী শব্দ শিখিয়া আপনাকে কৃতবিদ্য জ্ঞান করিয়াছিল. এই ব্যক্তি এদেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম ইঙ্গরাজী জ্ঞানাভিজ্ঞ ছিল, তাহার পর ১৭৭৪ সনে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, তৎকালে রামনারায়ণ মিশ্র যথা কথঞ্চিৎ ইঙ্গরাজী ভাষা জানিয়া সুপ্রিমকোর্টের উকীলের কেরাণির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ বহু ধনিলোককে উচ্ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন, মিশ্র মহাশয় তৎকালে যেরূপ ইঙ্গরাজী জানিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে চীনাবাজারের সামান্য দোকানদারদিগকে তাঁহা অ-

পেক্ষা পণ্ডিত বলা যায়, এই সময়ে আনন্দনারায়ণ দাস নামক এক ব্যক্তি ইঙ্গরাজী ভাষার শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার পর রামলোচন নাপিত ও কৃষ্ণমোহন বসু ইঙ্গরাজী ভাষায় শিক্ষক হইলেন, ইহাদিগের পর পাঁচুকু সাহেব, (Mr. Franco) কদম্ভে আরাতুন পীতরুস সাহেব ইস্কুল স্থাপন করিয়া ইঙ্গরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন, তখন টমস ডাইক সাহেবের ইস্পেলিং পাঠের পুস্তক ছিল এবং ইঙ্গরাজী শব্দ জানিবার কারণ বাঙ্গলা অক্ষরে

" গাড	ঈশ্বর
লাড	ঈশ্বর
আই	আমি
ইউ	তুমি
কম	আইস
গো	যাও"

এইরূপে কথা শিক্ষা হইয়া লোকে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, পরে ১৮০১ সনে মিলার সাহেব এক শত চল্লিশ পৃষ্ঠায় ইংরাজী বাঙ্গলায় এক খানি কথার বহি মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছিলেন, সেই

পুস্তকের প্রতি খণ্ড ৩২০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল, এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পর শ্রীযুক্ত লার্ড হেষ্টিং সাহেবের পত্নী ও শ্রীযুক্ত ডবলিউ বেলি সাহেব ও শ্রীযুক্ত পাদরি কেরি সাহেবের প্রযত্নে এতদ্দেশের বিদ্যাবর্দ্ধনের নিমিত্তে ইস্কুল বুক সোসাইটী স্থাপন হয়, এবং তৎকালে শ্রীযুক্ত হেরিংটন সাহেব ও শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের প্রযত্নে হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইয়া এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় ইঙ্গরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং ঐ কালেজহইতে এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয় সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধভাষী হইয়াছেন, এবং ঐ কালেজহইতে ১৮৩৫ সনে হিন্দুবিধবাদিগের বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু এটি কিন্তুর বিষয়।

১৬৯৬ সনে কলিকাতায় পুরাতন কেল্লা নির্ম্মিত হইয়া ১৭০০ সনে বাঙ্গলার নবাব আজীম ওসানের নিকট ঐ স্থান ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রাম কোম্পানি ক্রয় করিয়া লন। ১৭০৭ সনে কলিকাতার নাম কোর্টউলিয়ম হইল—সেই কলিকাতা এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী, এই রাজধানীমধ্যে

পাঁচ লক্ষ লোক বাস করিতেছে এবং এক্ষণে যে কেল্লা আছে তাহা নির্ম্মাণ করিতে কোম্পানির বাইট লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং সেই কেল্লার মধ্যে যে বারীক আছে তাহাতে বিশ হাজার সৈন্য বাস করিতে পারে। কলিকাতায় বৎসরং ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে, এবং ১৮২৯ সালে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টাকশাল নির্ম্মিত হয়—এই কলিকাতার আড়পার হাওড়া এই হাওড়ার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইঙ্গরাজদিগের অতি অল্প ক্ষমতা থাকিত, এই সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫০ সনে ফিরিঙ্গীরা এদেশে মহাযোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত ছিল এক্ষণে সেই ফিরিঙ্গীদিগের বীরপনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

হাওড়া।

এই স্থান বাইট বৎসর পূর্ব্বে সামান্য ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, এই স্থান দশ আনি মহাশয়দিগের জমিদারির অন্তঃপাতি। অত্রত্য জাহাজ নাবা-

ওন ও নির্ম্মাণ ও অঙ্গরাগকরণোপযুক্ত ডক্‌, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সুন্দররূপে শিক্ষার্থে বিসপ্‌স কলেজনামক বিদ্যালয় আছে। অত্র স্থানে আ-র্য্যজাতির বসতি অল্প, সাহেবলোকের বসতি অনেক। বিশেষতঃ এই স্থান বড়২ মদপ্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। এবং এই স্থানে রেলওয়ের অন্তিম আড্ডা, (Station) সেই আড্ডার প্রতিকৃতি এই।

এই স্থানের উৎপত্তি কলিকাতায় যে কালীকা-দাস সদৃশ দেশী বা কৃত্রিম শিলিত [illegible] নাম্নী ছবি দেখ, তাহার সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।

সালিকা।

যৎকালে কোম্পানিবাহাদুর কাপড় ও সুতার ব্যবসায় করিতেন, তখন সালিকায় তুলা প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যের গুদাম ছিল, অধুনা শ্রীযুতের প্রধান বাণিজ্যের দ্রব্য যে লবণ তাহা এই সালিকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই স্থানে

অনেক প্রধানং ধনি আর্য্যদিগের বাস আছে তন্মধ্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অতি প্রবল ছিলেন. তাঁহাদিগের বংশের মধ্যে শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি এমত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কাশীবাস করত তত্রস্থ পণ্ডিত ও যতিগণের সহিত সদালাপে সংসার অনিত্য জানিয়া দণ্ডাশ্রম করিয়া একবিংশতি দিবস অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অপিচ লাহোরাদি উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে যে সমস্ত মহাজনি দ্রব্য কলিকাতায় গাড়িতে ও উষ্ট্রে স্থলপথে আইসে তাহাদিগের সালিকা এক আড্ডা, এবং তথাহইতে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি নৌকা বা বাষ্পীয় তরিতে নদীপার হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই স্থানের পর বেলুড় নামক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় উত্তম পেয়ারা ও আতা জন্মে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই স্থান প্রসিদ্ধ নহে। ইহার পর বারাকপুর, এস্থানে বাহাদুরি চৌকর ও দোকর এবং বাত্তি কাষ্ঠ প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই

সমস্ত কাষ্ঠ কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে ক্রয় বিক্রয় হইত, ক্রমে তথায় বসতি ও অপরা-পর বাণিজ্য দ্রব্য নৌকাযোগে অধিক আসিবা-তে নদীতীরে কাষ্ঠ রাখিবার স্থান সংকীর্ণ হইবায় কাষ্ঠের মহাজনেরা বারাকপুরে কাষ্ঠের বিপণি (আড়ঙ্গ) করিল।

বালি।

হাওড়া হইতে ২।০ ক্রোশ অন্তর। ইংলণ্ডীয়-দিগের অধিকারের পরক্ষণে এই স্থানে বহু প্রধান লোকে বাস করিলেন। কেহ২ তাহার কারণ এই কহেন:—"যে দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের ফাঁসি হওয়ায় বালিকা অবধি উত্তর পাড়াপর্য্যন্ত স্থানে বহুলোক ত্রাসে সুপ্রিম কোর্টের অধীনতা ত্যাগ করিয়া বাস করিয়া-ছিলেন। দেওয়ান নন্দকুমার প্রায় এদে-শের রায়রেওয়ান অথচ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নামে শ্রীযুক্ত লার্ড হেষ্টীংনামক কলিকাতার গব-

র্নরসাহেব সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করিয়া নন্দ-কুমার রায়ের দোষ সপ্রমাণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি ফাঁসির আজ্ঞা হয়। মন্বাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের প্রাণ দণ্ড বিধি না থাকায় ইংরাজি বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল, ইহাতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপরাপর আর্য্য জাতিরা ব্রাহ্মণবধ দর্শন না করিয়া কাতরে হাহা তোস্মি রবে কলিকাতা ত্যাগ করত উপরোক্ত বালিকা প্রভৃতি স্থানে বাস করিলেন, তন্মধ্যে বালি বিখ্যাত স্থান, তথায় ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র ঘর ব্রাহ্মণের এবং বিখ্যাত ছয় আনি জমিদারের বাস। এক্ষণে এই বালি বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান স্থানের ন্যায় পরিগণিত, এখানে অনেক পণ্ডিত ও জ্যোতির্জ্ঞদিগের বাসহেতু বর্ষে২ এক পঞ্জিকা প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং সেই পঞ্জিকার মতানুসারে এদেশের অনেক লোক ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন, এতাবতা শ্রীনবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর ও গুপ্তিপাড়া ও নৌকা ও পোড়পাড়া ও চন্দ্রদ্বীপবাকলা প্রভৃতি কুবিখ্যাতের ইত্যাদি স্থানের পঞ্জিকা যেরূপ প্রশস্তা সেইরূপ বালির পঞ্জিকাও প্রশস্তা।

বালিতে কল্যাণেশ্বর নামক শিবালয় আছে, এদেশীয় লোক ঐ শিবকে অনাদি জ্ঞানে পূজা করেন, তথায় গৌড়ীয় সাধু ভাষা শিক্ষার্থ এক পাঠশালা, এবং তত্রস্থ বাজারের সান্নিধ্যে পথিকেরদিগের বিশ্রামার্থ সরাই আছে, বিশেষতঃ এই স্থানের উত্তর পার্শ্বে বালির খালনামক এক খাল আছে, সেই খালহইতে ইতি পূর্ব্বে তিন হাজার টাকা কোম্পানির বর্ষেং ফেরি ফণ্ডে উৎপন্ন হইত, অধুনা সেই খালের উপর শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুর এক লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে পথিক লোকে বিনা ব্যয়ে গমনাগমন করিয়া থাকে। এই পুল কর্ণেল গুডইন সাহেব নির্ম্মাণ করেন। খালের তটে চিনি প্রস্তুত করিবার এক কুঠি ও রম সরাপের কুঠি আছে। অপিচ রেলওয়ে কোম্পানি বাষ্পীয় শকটের গতির নিমিত্তে পঁইষট্টি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ঐ খালের উপর এক আশ্চর্য্য পুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই পুলের উত্তর ভাগে রেলওয়ের সরঞ্জাম ও লৌহপাটি প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে এক কারখানা ও বাষ্পীয় কল আছে,

এবং সেই কারখানার অনতিদূর রেলওয়ের আড্ডা, অর্থাৎ এষ্টেসন (Station)।

উত্তরপাড়া।

এই স্থানের উত্তর, উত্তরপাড়া। এই গ্রাম শ্রীযুত রাজারাম রায়চতুর্দ্ধুরি গোষ্ঠীপতি মহাশয় প্রথমে স্থাপন করিবায় তথায় অনেক বিখ্যাত লোক বাস করিতেন. একণেও অনেক ভদ্র লোকেরবাস আছে, বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বার্থ ব্যয়ে বিদ্যাধ্যাপনীয় সভার সহযোগে এই স্থানে বাঙ্গালা ও ইংরাজি শিক্ষার্থ বিদ্যামন্দির এবং তন্নগরে এক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, অপিচ ঐ গ্রামে গ্রাম্য টাক্স স্থাপনের দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত পথ পাকাকরিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অপিচ এই স্থানে আবগারিসম্বন্ধীয় মাদক দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় নিবারিত করিয়াছেন, সুতরাং এমত ব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটেন।

উক্ত বাবুর স্বদেশহিতৈষিতাচরণের আদর্শে

অপরাপর গ্রাম্য বাবুরা আচরণ করিলে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও সমস্ত গ্রাম অনায়াসে শোভনীয় হইতে পারে।

ইহার পর ভদ্রকালী ও কোতরঙ্গ এতদুভয় গ্রাম অতি ক্ষুদ্র, তথায় অনেক কৃষক লোকের বাস। এই গ্রামে অনেক গণিব্রাথনামক চট এবং থাথি ও শণের কাপড় অর্থাৎ ক্যানবিস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন্নগর।

এই স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোকের বাস এবং বিদ্যা শিক্ষার্থ দুই পাঠশালা আছে, এবঙ্গ ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা নাম্নী এক ধর্ম্ম-সভা আছে, এই সভাহইতে প্রতি মাসে একং খানি ক্ষুদ্র পুস্তক হিন্দু ধর্ম্মানুকূলার্থে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই গ্রাম ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর অধিক স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তথায় হরষুন্দর দত্তের বাঙ্গলা মন্দিরযুক্ত বাটি ভিন্ন অন্য উপকার জনক বিষয় দৃষ্ট হইতেছে না।

রিসড়া।

এই স্থান উত্তম পানের চাসের নিমিত্তে খ্যাত, এতদ্ভিন্ন এই স্থানের ভাগিরথীতীরে নি- ম আবাদ হইয়া থাকে, এবঞ্চ রিসড়ায় যে এক প্রসিদ্ধ বাগান আছে, তথায় চট প্রস্তুত করিবার কারণ টীসা ও পাটকলাযন্ত্রে পেঁচৌ সূতা নকে প্রস্তুত হয়, সেই বাষ্পীয় কল শ্রীযুক্ত একলাণ্ড সাহেব স্থাপিত করিয়াছেন। অপিচ এই স্থানে শ্রীযুক্ত জেনিস্ কোম্পানির জাহাজ মেরামত ইত্যাদি করিবার কারণ এক ডক ছিল, সেই ডকের চিহ্ন অদ্যাপিও আছে। পথিকদিগের এই স্থান অত্যন্ত ভয়ানক ছিল, যেহেতু পথের দস্যু অর্থাৎ লাঠিওয়ালা তজ্জন্য বিশেষ২ স্থানে থাকিয়া অনেকঁ মনুষ্য বিনাশ করিয়াছে— তিন বৎসর হইল ঐ পথের দস্যু এক পথিকের সর্ব্ব- স্বাপহরণ করিয়া লইয়াছিল। যৎকালে শ্রীরাম- পুর নগররূপে খ্যাত ছিল না তৎকালে রিসড়ার এই সমস্ত গ্রাম্যলোক বাজার হাট করিত, যেহেতু ঐ গ্রাম ভিন্ন অন্য গ্রামে হাট বাজার

ছিল না। বিশেষতঃ এই স্থানে কএক জন ইঙ্গ-লণ্ডীয়েরা বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু সাহেব লো-কের মধ্যে কাপ্তেন ওয়েদরহোল সাহেব এই স্থানে প্রথমতঃ আলয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করেন।

মাহেশ।

এই স্থান অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম, তথায় শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি এবং মন্দির আছে, তাহার প্রতিকৃতি এই।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে, যে ধ্রুবানন্দনামক এক জন ব্রহ্মচারী ঐই অদ্ভুত দারুময় জগন্নাথ দেবমূর্ত্তি ন্যুনাধিক তিন শত বৎ-সর হইল এই গ্রামে স্থাপন করেন, তৎকালে এই প্রতিমূর্ত্তি এক কুটীরেতে অবস্থান করিতেন, এই রূপে তিনি কিয়ৎকাল দেবার্চ্চনা করেন, পরে কম-লাকর পিপলাই ও নিধিপতি পিপলাইনামক দুই সহোদর দক্ষিণ দেশহইতে আসিয়া ঐ জগন্নাথের সেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন, এবং ঐ

ব্রহ্মচারিরও দেহাবসান হয়, তদন্তে ঐ লোতাহরা
জগন্নাথের সেবা গ্রহণ করেন, তৎকালে মাহেশ
গ্রাম বনময় এবং জনশূন্য ছিল। ঐ দুই ব্রাহ্ম-
এই গ্রামে লোকের বসতি করান। এইরূপ ক্র-
মশঃ বহু দিন গত হইলে পর, কলিকাতার পশ্চা-
ত্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়িক মৃত নয়ানচাঁদ মল্লিক জগ-
ন্নাথের প্রীত্যর্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন,
সেই মন্দির ভাগীরথীর অঙ্কে জলশায়ী হইয়া
ছে, ইহার অব্যবহিত পরে কলিকাতাস্থ শ্রীগৌরা-
ঙ্গ ভক্ত গৌরচরণ মল্লিক বর্ত্তমান শ্রীমন্দির ও পুরী
নিজব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দেন, এবং মৃত নিমাই
চরণ মল্লিক জগন্নাথের নিত্য সেবার জন্যে মা-
সিক ৬০ টাকা বৃত্তি দিয়া গিয়াছেন, সেই বৃত্তি
এবং অপর ভূম্যাদির উপসত্ত্ব হইতে জগন্নাথের
নিত্য সেবা হইয়া থাকে, এবং মৃত কৃষ্ণচন্দ্র বসু
ঐ জগন্নাথের বার্ষিক আরোহণের নিমিত্তে বৃহৎ
রথ ও রথের গমনের নিমিত্তে এক্ষণে যে প্রশস্ত
পথ আছে তাহা নিজধনে ক্রয় করিয়া প্রস্তুত
করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ রথ ভগ্ন হইবার তদুত্ত-
রাধিকারী মৃত গুরুপ্রসাদ বসু বাবু দ্বিতীয় এক

খানা রথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, সেই রথ সন ১২৩০ সালে সর্ব্বভুক্ ভোজন করিবায় শুক্রপ্র- সাদ বসুর উত্তরাধিকারিগণ অপর এক রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যত ক্ষণ বসুর রথ দেওয়ার পূর্ব্বে অপরাপর অনেকে শ্রীজগন্নাথের আরোহ- ণের নিমিত্তে রথ দিয়াছিলেন, তখন গঙ্গাতীরের পথে রথ চলিত. এখন সেই স্থান নদীর গর্ভস্থ হইয়াছে, এতাবতা কৃষ্ণ বসুকে স্থান ক্রয় করিয়া বর্ত্তমান পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইয়াছিল।

এই রথযাত্রা উপলক্ষে এই গ্রামে অতি বড় মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলায় এবং স্নানযাত্রা উপলক্ষে আর যে মেলা হয় তাহাতে ঐ কমলা- কর পিপলাই মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণ, যাঁ- হারা অধুনা জগন্নাথের অধিকারি আছেন তাহাতে তাঁহাদিগের প্রচুর লভ্য হইয়া থাকে। দিবি- পতির সন্তানেরা অধ্যাপক হইয়া চতুষ্পাঠী করত জগন্নাথের সেবাদি ত্যাগ করেন।

পরে বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে মাহেশের শ্রীজগ- ন্নাথ ও বল্লভপুরের শ্রীরাধাবল্লভ এতদুভয় দেব- মূর্ত্তির অধিকারিগণের মধ্যে উপলক্ষ লইয়া বি-

বোধ জন্মাইবার. জগন্নাথদেবের ঐ রথের মেলার সমারোহের অনেক লাঘব হইয়াছে, বিস্তার নিম্নে প্রকাশ করিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানযাত্রার ও আষাঢ় মাসের রথের মেলায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোক দূর দূর হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ মাহেশে আসিয়া থাকে. ইহার মধ্যে স্নানযাত্রায় অধিক জনতা এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়. এবং জগন্নাথের অধিকারিগণের সকল মূল্যে শুদ্ধ প্রণামিতে ঐ স্নানযাত্রার দিবস লভ্য হইয়া থাকে। রথ যাত্রার মেলা যদিও অষ্টাহ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে এবং নানা জাতীয় দ্রব্যাদি যাত্রিক লোকে ক্রয় করিয়া থাকে তথাপি স্নানযাত্রা অপেক্ষা লভ্যকর নহে।

এই গ্রামের বসতি অল্প, এবং এই গ্রামের অন্তঃপাতি জান্নগর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবগণ সনাতন ধর্ম্মত্যক্ত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের বাসের কারণ দশআনি ও ছয়আনিসাবক বিখ্যাত ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে করারধারণে মোকররি লইয়াছেন, ঐ গ্রামে ঐ সমস্ত খ্রীষ্টানদিগের সাধনার নিমিত্তে

এক অজনালয় এবং বাঙ্গালা শিক্ষার্থ এক পাঠশালা আছে, এবম্বিধ এই গ্রামে আর্য্য ও মোসলমানের বাস নাই। ইহার পর বল্লভপুর।

[যে গ্রাম দেবমূর্ত্তি উপলক্ষে স্থাপিত হইয়াছে সেই সমস্ত দেবপ্রতিমূর্ত্তির বিবরণ না লিখিলে নয় এই কারণ লিখিতে হইল।]

বল্লভপুর।

এই স্থান দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে বল্লভপুর নামে খ্যাত ছিল না, পরে মুরশিদাবাদের নবাবের কোন প্রধান কর্ম্মচারী চিৎপুরের নবাবের নিকট যাওনকালীন কাকতালীয় সংযোগে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দৈবাৎ শ্রীরাধাবল্লভ প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিকরত আর্দ্রচিত্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতা ও কৌশলক্রমে আকনা ও মাহেশ এতদুভয় গ্রামের কিয়দংশ ছাঁট করিয়া ঐ স্থানের নাম রাধাবল্লভের নামানুসারে বল্লভপুর নামকরণ করিয়া দেন, তখন ঐ গ্রামের রাজস্ব বার্ষিক ১৮ টাকা ছিল। বহু কাল পরে কলিকাতাস্থ রাজা নবকৃষ্ণ

ঐ গ্রাম তাঁহারাই আবাদ করিয়া দেন। এই গ্রামে শ্রীরাধাবল্লভনামক এক প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তি আছেন। এই প্রতিমূর্ত্তি রুদ্রপণ্ডিত নামক এক জন সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ২৫০ বর্ষ হইল স্থাপন করেন, তৎকালে এই স্থান বনময়হেতু লোকের বসতি ছিল না, একারণে কিছু কাল গত হয়, পরে পূর্ব্বোক্ত নয়ান-চাঁদ মল্লিক ঐ দেবপ্রতিমূর্ত্তির নিমিত্তে ১৬৯৯ শকাব্দায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপিও সেই মন্দির ভাগিরথী তীরে ভগ্নাব-স্থায় আছে।

তৎকালে এই স্থানে ভাগীরথী নদীর এমত অপ্রশস্তা ছিল যে এ পারের মনুষ্য নদীতীরে বসি-য়া ওপারের লোকের সহিত স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেন, ক্রমে নদী প্রবলা হইয়া ঐ বল্লভপুর গ্রাম পশ্চিমদিকে সরিয়া আইসে, তাহাতে ঐ শ্রীমূর্ত্তিকেও স্থানান্তরে যাইতে হইল, এতাবতা পূর্ব্বোক্ত গৌরচরণ মল্লিক এই বর্ত্তমান মন্দির ১৭৮৫ শকাব্দায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার সেবার নিমিত্তে নিত্য ২৲ টাকার হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সাহেবের জগন্নাথ রথারোহণে বর্ষেং আগমনকরত অদ্যাবধি এই শ্রীরাধাবল্লভের মন্দিরে থাকিতেন. পরে ১২৫৭ সালে পূর্ব্ব উল্লেখিতমত উভয়পক্ষীয় অধিকারিগণের মধ্যে প্রণয় লইয়া মহাবিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া জগন্নাথপক্ষীয় সেবাইতগণ বল্লভপুরে ঐ ব১. সরে জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন না. তাহাতে রাধাবল্লভের পোষণার্থ লাভের বঞ্চিত হইল বিবেচনায় কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিব-কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা এক প্রস্থ নূতন জগ-ন্নাথ ও এক বৃহৎ রথ সংবৎসরে নির্ম্মাণ করিয়া লইবায় তদবধি মাহেশ ও বল্লভপুরে দুই গুণ্ডি-চা বাটী (গুঞ্জবাটী) হইতেছে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে উক্ত রুদ্রপণ্ডিত মহা-শয় অনাশ্রমিপ্রযুক্ত তদীয় ভ্রাতা রতিরাম চক্র-বর্ত্তি মহাশয়ের সন্তানেরা শ্রীরাধাবল্লভের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন. এবং অদ্যাপিও তাঁহারা ঐ মঠের অধ্যক্ষ। রুদ্রপণ্ডিত এবং ঐ রতিরা-মের দ্বারা বল্লভপুরে স্থাপিত হইয়াছে, একারণ

রুদ্ররামের বংশ অদ্যাপর্য্যন্ত বল্লভপুরের [illegible]-তি নামে খ্যাত।

উক্ত মাহেশ ও বল্লভপুরের চড়ায় উত্তম নীলি বৃক্ষ হইত, এক্ষণে উৎকৃষ্ট ইষ্টক হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বহুলোকের জীবিকা হয়।

শ্রীরাধাবল্লভের মন্দিরের প্রতিকৃতি এই।

শ্রীরামপুর।

খিষ্টাব্দ ১৭০০ সনে বা শকাব্দা ১৬০০ বর্ষে এই স্থানের শ্রীপুর ও গোপীনাথপুর এবং মোহনপুর নাম ছিল। এই তিন ক্ষুদ্র গ্রাম মিলিত করিয়া শ্রীযুত ডেনিস কোম্পানি ঐ স্থানের রাজকীয় ফ্রেড্রিক্স নগর ও ডাকনাম শ্রীরামপুর রাখিয়াছিলেন।

দিনমারেরা (Danes) এদেশে খিষ্টাব্দ ১৬৯৮ সনে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়া পাটনা ও বালেশ্বর ও হুগলির নিকট দিনমারডাঙ্গা নামক স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে ১৭৫৫ খিষ্টাব্দে উক্ত শ্রীপুরনামক গ্রামের মধ্যে ৬০ বিঘা ভূমি ক্রয় করত তথায় বাং

বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন এই তিন গ্রাম নিখাতি দশআনি ও ছয়আনি জমিদার বংশোদ্ভবদিগের অধিকার ছিল। পরে দিনমা-রেরা বার্ষিক ১৬০০ টাকা করাবধারণে শ্রীপুর গোপীনাথপুর ও মোহনপুর ও আকনা এবং পেয়ারাপুর ঐ দশআনি এবং ছয়আনির জ-মিদারগণের নিকটহইতে চিরস্থায়িরূপে লই-য়া এই স্থানে এক বাণিজ্যাগার করিলেন, সেই আগার অধুনা শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বা-মি ও শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামির সম্পত্তি।

ইংরাজ কোম্পানির বাণিজ্য অতি বিস্তার হই-লে পর, বাণিজ্যাধ্যক্ষগণ কোম্পানির লাভের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন আপন ধন বৃদ্ধির কারণ গোপনে বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ টাকা আ-পনারা স্বয়ং ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে না পারিয়া ফরাসিস্ ও ডচ্ ও সুইস্ ও দিনমারদিগের এত-দ্দেশীয় কুঠিতে জমা দিয়া ঐ টাকার হুণ্ডি স্বদেশে পাঠাইতেন, তাহাতে দিনমারপ্রভৃতিরা ঐ টাকা লইয়া কালা গিলে ও সর্জা ইত্যাদি বস্ত্র ক্রয়

করত স্বং দেশে পাঠাইতেন। এই উপলক্ষে দিনমারদিগের ক্রমশঃ বিলক্ষণ বাণিজ্য বিস্তার হইয়া নগরে অনেক ইষ্টকালয় হইল। তৎকালে বর্ষে বর্ষে ন্যূনাধিক বিংশতি খানা জাহাজে ডেনমার্কহইতে নানা জাতীয় দ্রব্য আনীত- হইয়া এই নগরে বাণিজ্য হইত। এই বাণিজ্য- সূত্রে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামিদিগের মূল ধনার্জ্জক স্বর্গীয় রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণ গোস্বা- মি মহোদয়গণ বিপুলার্থ উপার্জ্জন করত এই নগরে সর্ব্ব প্রধান ধনী হইলেন।

পরে ১৮১৫ সালঅবধি ১৮২৫ সালপর্য্যন্ত বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কেবল,এক খানি জাহাজ ডেনমার্কহইতে আইসে।

দিনমারদিগের সময়ে শ্রীরামপুরে বৎসর বৎ- সর ৪০০০৲ টাকা রাজস্ব,আবকারী ও বাজার টাক্স, এবং ইষ্টাম্পদ্বারা ৩০০০৲ টাকা, ও জরীমা- নার দ্বারা সাকল্যে ১০০০৲ টাকা আদায় হইত। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে নিমকের ও আফিমের হিসাবে ৫০০০৲ টাকা প্রতি বৎসরে প্রাপ্ত হইতেন।

নিজামদিগের এতন্নগর প্রথমাধিকারাবস্থায় বিচারের অতিঘৃণিত পদ্ধতি ছিল। বিচারপতিরা উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। তৎকালে বাদী প্রতিবাদীকে দারখাস্ত ও জওয়াব ও জওয়াবুলজওয়াব এবং কৈফিয়ত দিতে হইত না। ইষ্টাম্প ছিল না। বিচারপতিকে অভিযোগের বিষয় বাচনিক জ্ঞাত করাইলে তিনি প্রতিপক্ষকে আনাইবার কথায় বিচার নিষ্পত্তি করিতেন—তদ্বিষয়ে এই এক প্রমাণ আছে, যেকোন সময়ে গোস্বামিদিগের সহিত কাহার বিবাদ উপস্থিত হইবায় তিনি জজ সাহেবকে উপঢৌকন দিয়া অভিযোগ করিলেন, (তখন তাঁহার গাত্রে রাঙ্গা শাল ছিল,) জজ সাহেব উপঢৌকন পাইয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন:— "মিছে ভুক্তি ধরে জেকেকর," গোস্বামী সন্ধান পাইয়া জজ সাহেবকে অধিক প্রণামী দিবায় সাহেব, তাঁহাকে কহিলেন— "ডর নাই বাবা তোর ডিক্রী সাকে ঝুলিতেছে," পরদিন এই সাহসে বাদী গঙ্গাজলি শাল গাত্রে দিয়া এবং প্রতিবাদী অদৃষ্ট বশতঃ রাঙ্গা শাল গাত্রে

ফিরা আদালতে হাজির হইল, জজ সাহেব দে খিলেন যে এক্ষণে সাদা শাল গাত্রে দিয়া আসিয়াছেন, এবং প্রতিবাদী রাজা শাল গাত্রে দিয়াছেন, এবং বাদি অপেক্ষা অধিক প্রণামীও দিয়াছেন, ইহা দিপ্তাকরত কৌতুকে এই হুকুমজারি করিলেন যে — "লাল শাল ডিক্রী," তাহাতে যাঁহার গাত্রে শুক্ল শাল ছিল তিনি সাহেবের নিকট আক্ষেপ করিবায় সাহেব কহিলেন — "বাপ, আমি কি করিতে পারি তুমি পূর্ব্ব দিবস রাঙ্গা শাল গাত্রে দিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলা, তাহাতে তোমাকে বাদি জ্ঞান করিয়া লাল শাল ডিক্রী দিয়াছি, এখন হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না, আমি কি করিব তুমি নিজ দোষে লজ্জা পাইলা।"।

তৎকালে দিনমারদিগের বিচারের এইরূপ প্রথা ছিল, গোস্বামি মহাশয়েরা কখন বিচারে পরাজিত হইতেন না, যেহেতু তাঁহারা শ্রীরামপুরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, যাহা করিতেন তাহাই হইত, তাঁহাদিগের প্রতিকূলে কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না, কারণ রামনারায়ণ

ও হরিনারায়ণ গোস্বামিদিগের সন্তানেরা শ্রীযুক্ত ডেনিস্ কোম্পানি এনগর চিরস্থায়ি বন্দোবস্তে প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা নগর পত্তন করিয়াছিলেন প্রযুক্ত তাঁহারা কাহাকেও অনাদরও করিতেন না।

এই সময়ে শ্রীরামপুরে কলিকাতাপ্রভৃতি স্থান হইতে অনেক স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া বসিতে লাগিলেন, এবং কলিকাতাস্থ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাহাদুরের ক্রমে রাজাগণ, এই নগরে এক২ খণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন, (অদ্যাপিও কাহারও সেই ভূমি আছে,) এতদ্ধেতুক অনেক লোক বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া সামান্যতঃ কহিয়া থাকেন, যে রুমদেশীয় রাজা রমিউলস যেরূপ দুষ্টলোকদিগকে আশ্রয় দিয়া রুম নগরে প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন সেইরূপ ডেনিসেরা অনেক দস্যুপ্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়া নগরে প্রজা স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহারা তত্ত্ব না জানিয়া এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমভিন্ন আর কি বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ তৎকালে

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানি-লোকের মান রক্ষা হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল, অর্থাৎ যে সমস্ত অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণপরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কাল যাপন করিতে হইত, সুতরাং সেইসমস্ত লোক আপনার মান সম্ভ্রম রক্ষার নি-মিত্তে অন্য উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইত। কলিকাতায় ইন্সল-বেন্ট কোর্ট, (Insolvent Court,) স্থাপিত হইলে পরে ঐ সমস্ত সোত্রহীন অধমর্ণগণ কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছে, তবে তাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীরামপুর স্থাপিত হইয়াছে কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি তাঁহারা মহাত্মা না নষ্ট লোক হইতেন তবেই তাঁহাদিগের এই নগর ত্যাগ করণের সম্ভাবনা থাকিত প্রত্যুত গমন করিলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অ-বশ্য দণ্ড করিতেন। নিঃস্ব ঋণীপ্রযুক্ত মান-রক্ষার নিমিত্তে শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইবার কারণ আগত দুষ্ট লোকের দ্বারা যদি শ্রীরামপুর স্থাপিত হইয়াছে এমত বলা যায়, তবে নবাব সে-

রাজদৌলার স্থানে কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কলিকাতায় আশ্রয় লইবায় কলিকাতাকেও কি দুষ্টলোকের আশ্রয়ের স্থান বলিব ? অতএব শ্রীযুত মার্শমান কোম্পানিকৃত রেলওয়ে গাইডবুকে যে প্রকার লিখিত ("Serampore formerly the house of refuge for insolvent debtors and rogues") অর্থাৎ " শ্রীরামপুর প্রথমতঃ দেনদার ঋণিদিগের এবং দস্যুদের আশ্রয়ের স্থান ছিল" যে লিখিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীরামপুরে শ্রীযুত হলেনবর্গ সাহেব বিচার-পতিপদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু মোহনপ্র-সাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছিলেন, মোহ-নপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতাহইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

তৎকালাবধি শ্রীরামপুরের বিচারপতিগণ এ-মত সূক্ষ্ম বিচারনিষ্পত্তি করিতেন যে তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত বাহাদুরের বিচারালয়ের বিচার, বিচার জ্ঞান হয় না এবং ঐ শ্রীযুত হলেনবর্গ সাহেবের সময়াবধি শ্রীরামপুরে কোন লোক মুক্তির নি-

নূতন পাঠ পুটিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি?

কলির পূর্ব্বে অন্য জাতিরা এমত সভ্য ছিল না যে তাহারা লিপিকরণক কোন ইতিহাস রক্ষা করিতে সমর্থ ছিল, বিশেষতঃ ভিন্নজাতির ইতিহাসের সহিত কলির পূর্ব্ব ইতিহাস মিলন করিতে পারা যায় না, অতএব ক্ষান্ত থাকিতে হইল। ইহাতে যে কলির পূর্ব্ব ইতিহাস ভারতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে তাহা অবিশ্বাসযোগ্য এমত নহে বরং তাৎকালিক ইতিহাস অন্য জাতির ইতিহাসের সহিত সমন্বয় করিতে পারিলে উপস্থিত কালোপযুক্ত পাত্রগণের অনেক বিশ্বাস জন্মাইতে পারিত, যাহা হউক, আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া কেবল যুধিষ্ঠিরাদির কাল নির্ণয় করিলাম, এই কালের সহিত প্রায় অনেক জাতির ইতিহাসঘটিত কালের মিলন আছে, এ কারণ আমরা প্রথমতঃ কলির গতাঙ্কের ঐক্য করিয়া সেই কালের সহিত খ্রীষ্টীয় শকের সমন্বয় করণক বিক্রমাদিত্যাদির সময়অবধি খ্রীষ্টীয় শক লিখিয়া অদ্যপর্য্যন্ত মিলন করিং

য়াছি। খ্রীষ্টের জন্মাব্দার পূর্ব্ব যে কাল, তাহা খ্রীষ্টীয় শকের পূর্ব্ব সংজ্ঞা করিয়াছি জানিবেন। এই কালোপাধি নিদর্শনপত্রের দ্বারা দীর্ঘকালের ইতিহাস সংক্ষেপরূপে বিবৃত করায় তাবদৈতিহাস পাঠকবর্গের অনায়াসে স্মরণ থাকিতে পারিবে এমত প্রত্যাশা করিতেছি. কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন বঙ্গভাষার লিখিত পুস্তকে এরূপ কালোপাধির নিদর্শনপত্র অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহাতেই অনেকে এমত বিবেচনা করিতে পারেন যে রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাপর যুগে রাজ্য করিয়াছিলেন. কেহ বলিতে পারেন, যে তিনি পঞ্চশত বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন, অতএব কিরূপে তাঁহার সামান্য নরের মত শতবর্ষ রাজ্য করা সম্ভব হইতে পারে? যাঁহাদিগের এরূপ আশঙ্কা হইবেক তাঁহারা "বৃহৎকথা" অথবা "রাজতরঙ্গিণী" নামক' পুস্তক পাঠ করুন তাহা হইলে সেই সন্দেহের নিরাশ হইতে পারিবে, অপিচ মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠির কত বর্ষ রাজ্য করিয়াছেন তাহার বিশেষ কথা যে লিখিত নাই

তাহার কারণ এই যে মহাভারত সমস্ত পুরা-
ণের সারসংগ্রহ, এতাবতা তাহাতে সকল সম্পূর্ণ
কথা লেখা হইতে পারে না। কেবল উপদেশচ্ছলে
মহর্ষি বেদব্যাস কতকগুলিন পুরাণের আনু-
ষঙ্গিক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

এদেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিষয়ে অনেক
গল্পের কল্পনা আছে, কিন্তু পুরাণ ইতিহাসে
তদ্বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই যেহেতু উঁহার
জন্মাইবার বহুকাল পূর্ব্বে পুরাণলেখক মহর্ষি
ব্যাস লেখনীকে করঃসকাশে চ্যুত করিয়া-
ছিলেন. কিন্তু কোন২ ইংলণ্ডীয়েরা কহিয়া থা-
কেন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাজা বিক্রমাদিত্যের
সময়ের পর লিখিত হইয়াছে * কিন্তু তাঁহার
প্রমাণ প্রদর্শন করাইতে পারেন না, অপিচ যদি
সেই পুরাণ বিক্রমাদিত্যের সময়ের পর লিখিত
হইয়া থাকিত তবে তাহাতে বিক্রমাদিত্যের
কথা অবশ্য থাকিবার সম্ভব ছিল এবঞ্চ বেতা-

---

* হা'র এক প্রকৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আছে যাহা চারি খণ্ডে বিভক্ত
সাবং বিক্রমাদিত্যের পর রচিত হইয়া থাকিবেক।

লি সাহেব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম শীঘ্র কালঘটিত বিষয় যে লিখিয়া গিয়াছেন যদি তাহা যুক্তিযুক্ত হইত তবে তাহাও অবশ্য গ্রহণ করা যাইত। বেণ্টলি সাহেব জলপ্লাবনের পর অবধি কলির সূত্র অনুমান করিয়া অপরাপর যুগের শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এই কলির অন্তঃপাতি করত অংশমত বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত পুরাণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইলে দ্বারকাপুরী জলে প্লাবিতা হয়, সেই সময়ে দ্রাবিড়দেশে সৌম্যের বংশ সাত্বত রাজা ছিলেন, তিনিই সেইজল প্লাবনেরকালীন তরণীযোগে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সেই সাত্বতকে বাইবেলে (নোয়া, Noah) বলিয়া থাকেন। নোক বা নোয়া জলপ্লাবনের কালে কতকগুলিন সমভিব্যাহারিকে পশ্চাৎবর্ত্তি করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অপিচ মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব, কর্ণ ও শৈল রাজার প্রস্তাবে ম্লেচ্ছজাতির আদম ও ইব্রাহিমের কথা এবং ম্লেচ্ছদেশীয়দিগের সমস্ত ব্যবহার প্রকাশ আছে। পাঠকগণ

* সত্যব্রত রাজা জলপ্রবাহ রক্ষা পাইয়াছিলেন।

রূপ করিয়া মহাভারতের মূল সংস্কৃত পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

অতএব বেণ্টলি সাহেবের গণনা বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে না।

[আমরা এই পর্য্যন্ত এই পুস্তকে ভারত উপাখ্যান সমাপন করিলাম।]

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে।

এপেনডিক্স।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সময় ও ভাড়া

এবং দ্রব্যাদির ভাড়ার বিধি।

১। সাধারণের নিকট হইতে রেলওয়ে কোম্পানির কোন চাকর কোন প্রকারে পুরস্কার বা উপঢৌকন স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিলে তাহাকে পদচ্যুত হইতে হইবেক।

২। যদি কোন দ্রব্যের ভাড়া না দেওয়া হয় অথবা তাহা বহিতে না দেওয়ান যায় এমত দ্রব্যের কারণ শ্রীযুত রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী নহেন। কারপেট-ব্যাগ অর্থাৎ থৈলা বিশেষ অথবা অন্য কোন দ্রব্য যাহা চড়নদার স্বয়ং বহিয়া লইয়া যাইতে পারে অথচ যে ব্যক্তি লইয়া যায় তাহার বসিবার স্থানের নিম্নভাগে থাকিতে পারে এমত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যের কি মণের কাত প্রত্যেক ৩ মাইলের প্রতি এক ✓০ . . নার হিসাবে ভাড়া

দিতে হইবেক এবং সেই ভাড়া দিলে তাহার রসিদ পাইতে পারিবেন। গাড়িতে আরোহণকারিদিগের যে দ্রব্য লইয়া যাওয়ার ভাড়া দিতে হইবেক না তাহা নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া দেওয়ার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী নহেন।

৩। প্রতি রবিবারে বাষ্পীয় শকট চলিবে না। কোনদিন অতিরিক্ত গাড়ি গেলে অথবা গাড়ির গমনের কাল পরিবর্ত্তন হইলে তাহার ইশতাহার দেওয়া যাইবেক। এই। *। চিহ্ন অঙ্ক টেবিলে যে সমস্ত ষ্টেসনের নাম লেখাযুক্ত আছে তথায় খবর ভিন্ন গাড়ি থামিবে না। *

৪। গাড়ি ও ঘোড়া এবং পালকি বাষ্পীয় শকটে লইয়া যাইতে হইলে নিরূপিত সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেসনে রাখিতে হইবে।

৫। যে গাড়িতে মনুষ্য গতায়াত করে তাহাতে কেহ কুকুর লইয়া যাইতে পারিবেক না, কিন্তু সেই কুকুর গার্ডস ব্যান অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তি

---

* যেহেতু নং২ পরিবর্ত্তন হইয়াছে একারণ ক খ চিহ্নিত টেবিল লিখিত হইল।

কোতবাদি গাড়িতে যাইবে এবং তাহার ভাড়া প্রতি ষ্টেসনের যেরূপ নক্সান করিয়া দেওয়া গিয়াছে তন্মত দিতে হইবেক এবং যাঁহার কুকুর তাঁহাকে ঐ কুকুরের গলাটি ও শিকল এবং মুকশ দিতে হইবেক।

৬. প্রত্যেক প্রধান২ ষ্টেসনে বিশ্রামাগার খোলা থাকিবেক তাহাতে খাদ্য দ্রব্য থাকিবেক এবং যে লোক্ তাদ্রব্যের নক্সানমত মূল্য প্রদান করিবেন তিনি পাইতে পারিবেন। নিদর্শন-পত্রে যেরূপ বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের সময় নিরূপিত হইয়াছে ঐ নিরূপিত সময় শ্রীযুত রেলওয়ে কোম্পানি যে সর্ব্বকাল স্থির রাখিবেন এমত নহে।

৭। অকৃতকার্য্য না হয় ইহার কারণ যাহাদিগের বাষ্পীয় শকটে গমনের ইচ্ছা থাকে তাঁহারা নিদর্শনপত্রের নিরূপিতকালের ১৫ মিনিট পূর্ব্ব রেলওয়ের ষ্টেসনে উপস্থিত থাকেন, কেননা ঐ সময়ে অন্তিম আড্ডাঘরের (Termini) দ্বার বন্ধ হইবেক এবং পথের মধ্যে যে সমস্ত মধ্যবর্ত্তি ষ্টেসন আছে তথায় ৩ মিনিট পূর্ব্ব দ্বার

বন্ধ হয় ইহার পর টিকিট দেওয়া যাইবেক না।

৮। গাড়িতে গমনকারি লোকেরা মধ্যের কোন আড্ডাতে ঐ কালের নিমিত্তে দ্বিতীয়বার টিকিট পাইতে পারিবেন না।

৯। যাতায়াতের টিকিট যে দিনের কারণ লওয়া হয় তাহাতে সেই দিনমাত্র যাতায়াত করিতে পারিবেন। এক্ষণে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির যাতায়াতের টিকিট দেওয়া রহিত হইয়াছে। মাসিক কিম্বা অন্য নিরূপিতকালে গমনের নিমিত্তে সাময়িক টিকিট আপাততঃ দেওয়া যাইবেক না।*

১০। এক বৎসরের ন্যূন যাহার বয়স তাহার ভাড়া দিতে হইবেক না এবং যাহাদিগের বয়স আট বৎসরের ন্যূন তাহাদিগের অর্দ্ধেক ভাড়া দিতে হইবেক।

১১। শ্রীযুত রেলওয়ে কোম্পানির কোন চাকর কাহারো প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে

---

* অধুনা কোন২ ব্যক্তিকে সাময়িক টিকিট দেওয়া যাইতেছে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

কিম্বা অন্যায় আচরণ করিলে তিনি কিম্বা তাঁহারা রেল কম্পিনিদের সংবাদ আওড়ায় বাষ্পীয় শকটের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহামান্য সাহেব বরাবর করিবেন।

বাষ্পীয় শকটে যে দ্রব্যাদি যাইবে তাহার নাম ও ভাড়া।

১। প্রথম ক্লাসে, প্রত্যেক শতমনে মাইল প্রতি ।৶৩। তিন পাই অথবা মন প্রতি এক পাইয়ের তৃতীয় অংশের একাংশ দিতে হইবেক।

ইষ্টক	চিকনে মাটি
কয়লা	সাকুমাটি
কোক	রাস্তার মালমশলা
কাদা	আকরীক্দ্রব্য
লৌহগরাদে ও লৌহ চাদড়া	বালি
চুন	পাথর

এই সমস্ত দ্রব্য মৃদুগামি ট্রেনে যাইবেক।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি যাইবেক তাহার প্রত্যেক শতমনে ।৶ ৬ পাই বা

মন প্রতি এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ দিতে হইবেক।

ফটকিরি	প্রস্তুত করা লৌহ
আরারুট	গুড়
চামড়া, কসা ছাল (বাবলার ছাল)	পাট
	লাক্ষা ও লাক্ষাডাই
বিয়ার ও পোর্ট	শীষা
সরাপের পিপে	শূআরের চর্ব্বি
রুটি	চামড়া
সোহাগা	মশিনা
কুঁচি ও বুরুশ	হড়কল
মাখনের পিপে	মারবেল পাথর
ক্যানবিস	ধাতু
শতরঞ্চ দুলিচা গালিচা	শীষা দস্তা প্রভৃতি
ঢালাধাতু ৫০/০ মোনের ঊর্দ্ধ নহে	কোঁতরা গুড় ও খাঁড়
	সরিষা
লৌহ শৃঙ্খল (ছিকল)	খোইল
আঙ্গার	পিপে-করা তৈল
কাপড়	মোটা কাগজ
নারিকেল	পীচ
কার্পাস সূত্র	মটর কলাই
তুলা	ন্যাকড়া
জাহাজীয় রজ্জু	রাই সরিষা
তাঁমা	দড়ি
কড়ি	কিসমিস
দেবদারু কাষ্ঠ ও তক্তা	চাউল

মক সোরা বটিত ঔষধ ইত্যাদি দ্রব্য ভাড়ায় বিশেষ অবধারিত না করিয়া গাড়িতে যাইবেক না।

অলঙ্কারাদি অথবা খেলানা দ্রব্য লইয়া যাইবার কারণ রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী হইবেন না।

৫। উপরে যে সমস্ত দ্রব্যের নাম লেখা যায় নাই সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ও রাশি ও ওজন পরিমাণে স্বল্প ভাড়া লওয়া যাইবেক।

৬। হাল্কি ও ভারি পুলিন্দা অথবা যাহা আল্গা করিয়া কিম্বা মন্দ করিয়া গাঁইট বন্দি করা হইয়াছে সেই সমস্ত পুলিন্দাদির মাপ করিয়া মন করা কি কিউবিট ফুটে ।/১০ আনা ভাড়া লওয়া যাইবেক।

৭। শ্রীযুক্ত রেইলওয়ে কোম্পানির এরূপ চেষ্টা আছে। যদি ষ্টেসনের বাহিরে রেলওয়ে কোম্পানি এই সমস্ত মাল তুলিবার যেম তাহাতে কিমাইলে অতিরিক্ত ইংরাজি আড়াই পাই বেশি লইবেন।

৮। যে সমস্ত দ্রব্যাদি গাড়িতে তোলান ও

উত্তরাণ যাইবেক এবং হিসাব রাখা যাইবে সেই সমস্ত দ্রব্যের নীচের লিখিত মত খরচা দিতে হইবেক। যাহা ॥৫ সেরের উপর ৬৴০ মোনের ঊর্দ্ধ না হয় তাহার খরচা ।৴ আনা।

৬৴০ মোনের ঊর্দ্ধ ৯৴০ মোনের বেসি না হয় তাহার খরচা ।৵ আনা, ৯৴০ মোনের উপর ১৫৴০ মোনের ঊর্দ্ধ না হয় তাহার খরচা ।৴ আনা, ১৬৴০ মোনের উপর যত তাহা ৩০৴০ মোন জ্ঞান করা যাইবেক এই প্রত্যেক ৩০৴০ মোনের খরচা ॥০ আনা।

এক এক রকম দ্রব্য যাহা ওজনে ৫০৴০ মোনের বেসি না হয় তাহার হিসাব রাখা ইত্যাদি খরচা প্রত্যেক ৩০৴০ মোনের অথবা তাহার ভাঙ্গচুরের অংশের খরচা ২৲ টাকা।

৯। মধ্যবর্ত্তি ষ্টেশনহইতে যে সমস্ত মাল আমদানি ও রপ্তানী হইবেক তাহার খরচা উপ-রোক্ত মত লওয়া যাইবেক যদি ১০ মাইলের ন্যূন লইয়া যাওয়া হয় তাহার খরচা দশ মাইলের হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং স্বতন্ত্র প্রেরিত দ্রব্য ওজনে ১০৴০ দশ মোনের কম হইলে তা-

হার খরচা উপরের নিরূপিত খরচার দ্বৈগুণ্য লওয়া যাইবেক, ॥৫ মোনের উপর ৭৴০ মোনের ন্যূন এমত মাল কি মোনের কাত ফি মাইলে অতিরিক্ত ইংরাজি তিন পাই লওয়া যাইবেক।

১০। বিধান হইল যে রেলওয়ের দ্বারা যে সমস্ত মাল প্রেরিত হইবে তাহা রবিবার ও ক্রিষ্‌মিস্‌-ডে ভিন্ন অপর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে বেলা ৯ ঘণ্টার মধ্যে ও অপরাহ্ণে বেলা ৫ ঘণ্টার মধ্যে মাল ডিপার্টমেণ্টের কেরানির নিকট দিতে হইবেক। উক্ত মাল রেলওয়ে কোম্পানি তদ্দিবসেই চালান করিবেন এমত নহে কিন্তু তাহার পরদিবস প্রথম ট্রেইনে পাঠাইবেন। যে সমস্ত মাল রেলওয়ে কোম্পানির ভূমিতে লইয়া যাওয়ার কারণ বা ইচ্ছাক্রমে বা অমনোযোগিতায় ২৪ ঘণ্টার বেসি থাকিবেক তাহার ফি রোজ ফি মোনের কাত ১০ অর্দ্ধ আনার হিসাবে গাহিরির খরচা দিতে হইবেক।

গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, শূকরপ্রভৃতি লইয়া যাওয়ার খরচা।

১১। বাননামক গাড়ির মধ্যে ৮ টা গো ও মহিষ ৩২ টা মেষ ও ছাগল ও শূকর অথবা বাছুর থাকিলে তাহাদিগে প্রধান২ ষ্টেসন হইতে যাত্রা-য়াত করাইলে ফি মাইলে ।১০ আনার হিসাবে অথবা এক একটা অংশমত খরচা দিতে হইবেক।

১২। অল্প সঙ্খ্যক হইলে ফিবানে প্রত্যেক মাইলে।১০ আনার হিসাবে খরচা দিতে হইবেক এবং অল্পদূর হইলে তাহার খরচা ৫, টাকার ন্যূন হইবেক না।

১৩। ব্রেকবাননামক গাড়িতে ১টি ভেড়া ছা-গল, শূকর, বাছুর, লইয়া যাওয়া হইলে তাহার খরচা কুকুরের যাতায়াতের খরচার মত দিতে হইবেক।

ঘোড়া লইয়া যাওয়ার খরচা।

১৪। ঘোড়ার বাক্স এক ঘোড়া পাঠাইলে ফি মাইলে তিন আনা খরচা ও ২ ঘোড়া হইলে ফি মাইলে ।১০ সাড়ে চারি আনা ও ৩ ঘোড়া হইলে ফি মাইলে ।৵ ছয় আনা কিন্তু নিকৃষ্টে ৫৲ পাঁচ টাকার ন্যূন খরচা হইবেক না।

১৫। যেহেতু প্রধান আড্ডায় ঘোড়ার বাক্স রাখা যাইবে একারণ ঘোড়া পাঠাইবার পূর্ব্ব দিবসে সংবাদ পাঠাইতে হইবেক।

১৬। যে ঘোড়ার মূল্য ৪০০৲ টাকার উপর সেই উপর অঙ্ক টাকার ফিশত ২॥০ টাকা অতিরিক্ত খরচা দিতে হইবে এবং তাহার চালানে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘোড়ার অধিকারিকে অথবা তাহার গোমস্তাকে কাগজবন্দীর সময় দস্তখত করিয়া দিতে হইবেক।

১৭। বাক্সে ঘোড়া তুলিতে কি নামাইতে অথবা বাক্সের মধ্যে যৎকালে থাকিবে তখন

ঘোড়ার কোন হানি হয় তাহার দায়ী রেল-ওয়ে কোম্পানি নহেন, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির চাকরের শৈথিল্যতাতে অথবা অপরাধে কোন হানি জন্মায় কিম্বা যে গাড়িতে যাইবে সেই গাড়িতে কোন দৈবঘটনা হইলে তাহাতে ঘোড়ার কিছু অনিষ্ট হয় সেইস্থলে রেল-ওয়ে কোম্পানি দায়ী হইবেন।

প্রত্যেক ঘোড়া শহিসের জিম্মায় থাকিবেক এবং গাড়ি ছাড়িবার ৩০ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেসনে থাকিতে হইবে।

গাড়ি যাওয়ার খরচা।

১৮। প্রধানঃ আড্ডাহইতে ৫০ মাইলের ন্যূন গাড়ি লইয়া যাইতে ফি মাইলে ।৵ আনা খরচা দিতে হইবেক, ৫০ মাইলের বেশি হইলে ফি মাইলে ।৴ আনা খরচা দিতে হইবে।

১৯। ৫০ মাইলের অধিক না হইলে বগি-প্রভৃতি ২ চাকার গাড়ির ।৴ আনা খরচা দিতে হইবেক, ৫০ মাইলের বেসি হইলে কি মাইলে ।০ আনা খরচা দিতে হইবেক।

২০। ৫০ মাইলের ঊর্দ্ধ না হইলে পাল্কির ।০ আনা খরচা এবং ৫০ মাইলে ঊর্দ্ধ হইলে কি মাইলে ৴ আনা খরচা দিতে হইবেক।

R. MACDONALD STEPHENSON,
বাষ্পীয় শকটের অধ্যক্ষ ও কর্ম্ম সম্পাদক
এবং এজেন্ট।

কলিকাতা
১৯ মার্চ ১৮৫৫

আইন।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৪ সাল ১২ আগষ্ট।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা নীচের লিখিত আইন ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৪ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে মঞ্জুর করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৪ সাল ১৮ আইন।

ভারতবর্ষেতে ঐ রেলওয়ের বিষয়ি আইন।

[হেতুবাদ]

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের তত্ত্বাবধারণে ও আজ্ঞাধীনে কোন রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা যে সকল রেলওয়ে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের কোন স্থানে চড়নদারদিগকে কি মাল প্রকাশরূপে লইয়া যাওনের জন্যে খোলা গিয়াছে কি খোলা যাইবেক সেই সকল রেলওয়ে একি আইনের অধীন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

[ভাড়া পূর্ব্বে দিতে হইবেক। চড়নদারেরদের টিকিট দেওয়া হইলে দিতে হইবেক। দণ্ড।]

১ ধারা। কোন ব্যক্তি অগ্রে ভাড়া না দিলে ও টিকিট

না পাইলে উক্ত প্রকার কোন রেলওয়ের উপর চালন কোন গাড়িতে স্থানান্তরে গমন করিবার নিমিত্তে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। এমত রেলওয়ের উপর যে কোন ব্যক্তি স্থানান্তরে যাইতে চাহে সেই ব্যক্তি আপনার ভাড়া দিলে তাহাকে টিকিট দেওয়া যাইবেক। তাহাতে যে শ্রেণীর গাড়ির এবং যত দূর গমনের ভাড়া দেওয়া গিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। এবং সেই ব্যক্তি আদেশ পাইলে ঐ টিকিট দেখিয়া লইবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উক্ত কোম্পানির কোন চাকরকে আপন টিকিট দেখাইবেক এবং দাওয়া হইলে ঐ টিকিট লইবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐ কোম্পানির কোন চাকরকে ঐ টিকিট দিবেক। যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে আপনার টিকিট না দেখায় কি না দেয়, সে ব্যক্তি ট্রেন অর্থাৎ সকল গাড়ির শ্রেণী যে স্থানহইতে প্রথমে চলিয়াছিল সেই স্থানাবধি যত ভাড়া লাগে তাহা দিবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে তাহার অপেক্ষা কম দূরে আসিয়াছে তবে যে স্থানহইতে আসিয়াছিল কেবল সেই স্থানঅবধি যত ভাড়া হয় তাহা দিবার যোগ্য হইবেক।

[মধ্যং ষ্টেসনে ভাড়া ও টিকিট নিয়মাধীনে দেওয়া যাইবার কথা। বর্জ্জিত কথা।]

২ ধারা। টিকিট মধ্যং ষ্টেসন ঘরে যে ট্রেনের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক তাহাতে যদি স্থান থাকে তবে ভাড়া গ্রাহ্য হইয়াছে ও টিকিট দেওয়া গিয়াছে জ্ঞান হইবেক নতুবা নয়। গমনেচ্ছুক যেং ব্যক্তিকে টিকিট দেওয়া গিয়াছে তাহারদের সকলের জন্যে যদি স্থান না থাকে তবে যা-

যাহারা অতিদূর স্থানে যাইবার টিকিট পাইয়াছে তাহারাই অগ্রগণ্য হইবেক, এবং যাহারা ভুল্য দূর স্থানে যাইবার টিকিট পাইয়াছে তাহারা যে ক্রমে টিকিট পাইয়াছে সেই ক্রমানুসারে অগ্রগণ্য হইবেক। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি কোম্পানি বাহাদূরের কার্য্যোপলক্ষে গমনশীল সকল সেনাপতি ও সৈন্যেরা এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মেতে নিযুক্ত অন্য যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে কোন চুক্তির শর্ত্তেতে সাধারণ লোকেরদের অগ্রে কি পূর্ব্বে ঐ রেলওয়ে দ্বারা গমন করিবার স্বত্ত্ব রাখেন তাঁহারা যে স্থানে যাইবার টিকিট পাইয়াছেন তাহার দূরত্ব ও যে ক্রমে টিকিট পাইয়াছেন তাহা বিবেচনা না করিয়া ঐ প্রকারে অগ্রগণ্য হইবেন ও প্রথমে গমন করিবার স্বত্ত্ব রাখিবেন ইতি।

[প্রবঞ্চনার দণ্ড।]

৩ ধারা। যে কোন ব্যক্তি আপনার ভাড়া পূর্ব্বে না দিয়া এমত রেলওয়ের দ্বারা গমন করিয়া কি গমন করিতে উদ্যোগ করিয়া, কিম্বা যে শ্রেণীর গাড়ির নিমিত্তে ভাড়া দিয়াছে তাহার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর গাড়িতে কি গাড়ির উপর চড়িয়া, কিম্বা যে স্থানে যাইবার নিমিত্তে ভাড়া দিয়াছে তদপেক্ষা দূর স্থানে ঐ অধিক দূরের ভাড়া পূর্ব্বে না দিয়া এবং তাহা না দিবার অভিপ্রায়ে কোম্পানির কোন গাড়িতে কি তাহার উপর গমন করিতে থাকিয়া, এমত কোন রেলওয়ে কোম্পানিকে প্রবঞ্চনা করে কি করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি যে স্থানপর্য্যন্তের ভাড়া দিয়াছে সেই স্থানে পঁহুছিলে জানিয়াশুনিয়া ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ গাড়িহইতে বাহিরে যাইতে

অস্বীকার কি ত্রুটি করে, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে ছল করিয়া আপনার ভাড়া না দিবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[গাড়ির গমনকালে তাহাতে প্রবেশ করিবার দণ্ড। কিম্বা পিড়িতে চড়নের দণ্ড।]

৪ ধারা। এপ্রকার কোন রেলওয়ের উপর কোন গাড়ি চলিবার সময়ে যে কোন চড়নদার ঐ গাড়ির ভিতরে কি তাহার উপর চড়ে কি চড়িবার উদ্যোগ করে কিম্বা নামে কি নামিবার উদ্যোগ করে অথবা ঐ প্রকার কোন রেলওয়ের উপর যে কেহ চড়নদারেরদের বসিবার জন্যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই স্থানছাড়া গাড়ির পিড়িতে কি অন্য কোন স্থানে চড়িয়া যায় কি চড়িয়া যাইবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[কলের কি কয়লার কি দ্রব্যের গাড়িতে চড়িবার দণ্ড।]

৫ ধারা। কলচালানিয়া ও আগুনওয়ালা ও তাহার সহকারি লোক যদি থাকে তবে সেই লোকও ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি কলের গাড়ির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া এমত কোন রেলওয়ের উপরে কোন কলের গাড়ির কিম্বা টেণ্ডর অর্থাৎ কয়লার গাড়ির উপর চড়িয়া যায় কি চড়িয়া যাইবার উদ্যোগ করে, এবং গারদ অর্থাৎ রক্ষক কি গাড়ি থামাইবার ব্যক্তিছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমতি না পাইয়া উক্ত রেলওয়ের উপর দ্রব্যবহনের কি মালবহনের গাড়িতে কি

গাড়ির উপর কিম্বা অন্য যে কোন গাড়ি চড়নদারেরদের বহনার্থে নির্দ্দিষ্ট নহে এমত কোন গাড়ির উপর চড়িয়া যায় কি চড়িয়া যাইবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[তামাকু খাওয়া নিষেধ।]

৬ ধারা। তামাকু খাইবার যে স্থান কি গাড়ি বিশেষমতে নিরূপণ হয় তদ্ভিন্ন উক্ত কোন রেলওয়ে কোম্পানির বাটীতে কি তাঁহারদের কোন গাড়ির ভিতরে কি তাহার উপর যদি কোন ব্যক্তি তামাকু খায় তবে সেই ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং যদি কোম্পানির কোন চাকর কোন ব্যক্তিকে তামাকু খাইতে নিষেধ করিলেও সে ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করিতে থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত জরীমানার যোগ্য হওয়ার অতিরিক্ত কোম্পানির কোন চাকর তাহাকে উক্ত প্রকারে কোন গাড়িহইতে এবং কোম্পানির বাটীহইতে বাহির করিয়া দিতে পারে এবং তাহার ভাড়াও জব্দ হইবেক ইতি।

[মাতাল হওয়ার কি অনিষ্ট কার্য্য করণের দণ্ড।]

৭ ধারা। যে কোন ব্যক্তি কোন রেলওয়ের গাড়িতে কিম্বা উক্ত প্রকার কোন রেলওয়ে কোম্পানির বাটীর কোন স্থানে মাতাল হইয়া থাকে কি কোন অনিষ্ট কিম্বা লজ্জাকর কার্য্য করে, অথবা যে কেহ জানিয়াশুনিয়া ও আইনসিদ্ধ ওজরবিনা এমত রেলওয়ের উপর চড়নদার কোন ব্যক্তির স্থবিধার খর্ব্বতা করে সে ব্যক্তি বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরী-

আনার যোগাড়ওয়ার অতিরিক্ত কোম্পানির কোন চাকর এমত কোন গাড়িহইতে এবং কোম্পানির বাটীহইতেও অপরাধিকে বাহির করিয়া দিতে পারে এবং তাহার ভাড়া জব্দ হইবেক ইতি।

[বিশেষ গাড়ি কি ঘরেতে প্রবেশ করণের দণ্ড।]

৮ ধারা। যদি এমত কোন রেলওয়ে কোম্পানি কোন বিশেষ গাড়ি কি গাড়ির কোন অংশ কি কোন যাত্রিকদের ঘর কিম্বা কামরা কেবল স্ত্রীলোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত নিরূপণ করেন তবে যে কোন পুরুষ ঐ গাড়ি-প্রভৃতি সেই প্রকারে নিরূপিত হওনের বিষয় জানিয়া ঐ গাড়ির কি গাড়ির অংশের কিম্বা এমত কোন ঘরের কি কামরার ভিতরে আইনসিদ্ধ ওজর বিনা প্রবেশ করে কি তাহা সেই প্রকারে বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এই কথা তাহাকে জানান গেলে পর তাহার ভিতরে থাকে সে ব্যক্তি একশত টাকার অনধিক জরীমানাহ যোগ্য হইবেক এবং কোম্পানির কোন চাকরের দ্বারা ঐ গাড়িপ্রভৃতিহইতে এবং কোম্পানির বাটীহইতেও তাহাকে বাহির করা যাইতে পারিবেক এবং তাহার ভাড়াও জব্দ হইবেক ইতি।

[চড়নদারেরদের দ্রব্যের বিষয়ে দায় না থাকনের কথা।]

৯ ধারা। চড়নদারেরদের দ্রব্য যদি বহীতে লেখা না যায় ও তাহার আলাহিদা ভাড়া না দেওয়া যায় তবে তাহা হারাণ যাইবার কি ক্ষতি হইবার বিষয়ে উক্ত প্রকার কোন রেলওয়ে কোম্পানি কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না ইতি।

[বিশেষ করার না হইলে সোণারূপাপ্রভৃতি হারাণগেণের বিষয়ে কোন দায় না থাকনের কথা।]

১০ ধারা। যে কিছু সোণা কি রূপা জরব হউক কি না হউক এবং গড়ন হউক কি না হউক তাহা কিম্বা যে কোন মূল্যবান পাতর কি জহরাৎ কি ওয়াচ অর্থাৎ ছোট ঘড়ি কি ক্লাক অর্থাৎ বাজন ঘড়ি কি সময় নিরূপণের কোন প্রকার যন্ত্র কি গহনা কি গবর্ণমেন্টের নিদর্শনপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রামিসরি নোট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র কি ব্যাঙ্ক নোট কি টাকা দেওনের কোন আদেশ কি অন্য নিদর্শনপত্র কি গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কাগজ কি ডাকমাসুলের ইষ্টাম্প কি ম্যাপ কি লিপি কি দলীলদস্তাবেজ কি চিত্রকরা কি খোদিত পট কি ছবি কি গিল্টকরা দ্রব্য কি পেলাস কি কাঁচের পাত্র কিম্বা রেশম বুনা হউক কি না হউক এবং অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশাল করিয়া প্রস্তুত হউক কি না হউক তাহা কি শাল কি লেস কিম্বা ইহার মধ্যে যে কোন দ্রব্য পুলিন্দাতে কি বস্তাতে বদ্ধ হইয়া ভাড়া দিয়া চালান হইবার নিমিত্তে কিম্বা কোন চড়নদারের সঙ্গে যাইবার নিমিত্তে এমত রেলওয়ে কোম্পানিকে সমর্পণ করা যায় তাহা হারাণ গেলে কিম্বা তাহার নোকসান হইলে তাহার বিষয়ে কোন রেলওয়ে কোম্পানি কোন গতিকে দায়ী হইবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা তাহা পাঠায় কি অর্পণ করে সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যদি ঐ দ্রব্যের মূল্য ও প্রকার প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি উক্ত রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষে এমত করার করিতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি যদি ঐ দ্রব্য নির্বিঘ্নরূপে

চালাওনের জন্যে অধিক ভাড়া লইয়া থাকেন তবে ঐ রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী হইবেন ইতি।

[প্রকাশিত বিজ্ঞাপন কি বিশেষ চুক্তির দ্বারা দায়ের সীমা নিরূপণ না হওয়ার কথা।]

১১ ধারা। এই আইনের দ্বারা যেং দ্রব্যের বিষয়ে বিশেষমতে নিয়ম করা গিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন দ্রব্য কি মাল রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা চালান যাইবেক তাহা হারাণ গেলে কি তাহার লোকসান হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহারদের যে দায় হয়, তাঁহারদের দেওয়া কোন প্রকাশিত এত্তেলা কি তাঁহারদের করা কোন বিশেষ চুক্তির দ্বারা ঐ দায়ের সীমা নিরূপণ হয় কি কোন প্রকারে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কি তাহার এমত অর্থ করিতে হইবেক না। কিন্তু যদি ঐ প্রকার হানি কি ক্ষতি তাঁহারদের এজেন্টেরদের অর্থাৎ কর্ম্মকারকেরদের কি চাকরেরদের ভারি অমনোযোগ কি অসদাচারেতে হয় তবে সেই হানি কি ক্ষতির বিষয়ে ঐ রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী হইবেন ইতি।

[মাল বহনের ভাড়া না দেওয়া গেলে তাহার প্রতিকার।]

১২ ধারা। কোন মাল লইয়া যাইবার জন্যে উক্ত কোন রেলওয়ে কোম্পানির যে কিছু টাকা পাওনা হয় তাহার দাওয়া হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহা দিতে ত্রুটি করে তবে ঐ কোম্পানির ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ মালের সমুদয় কি তাহার কোন অংশ আটক করিয়া রাখেন, অথবা যদি সেই মাল কোম্পানির বাটীহইতে স্থানান্তর করা গিয়াছে তবে ঐ ব্যক্তির অন্য যে কোন মাল তৎ-

কালে তাঁহারদের বাটীতে থাকে কি পরে তাঁহারদের দখলে আইসে সেই মাল তাঁহারা আটক করিয়া রাখেন এবং ঐ মালের যত বিক্রয় করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পাওনা টাকা আদায় করা যায় এবং ঐ আটক করিয়া রাখিবার ও বিক্রয় করিবার যে সকল খরচখরচা হয় তাহাও আদায় করা যায় তত মাল নীলামে বিক্রয় করেন এবং নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে উক্ত প্রকারের পাওনা টাকা এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খরচখরচা বাদ দিয়া রাখেন ও ঐ নীলামের দ্বারা উৎপন্ন টাকার যদি কিছু বাকী থাকে তবে সেই বাকী টাকা এবং ঐ মালের যত বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা যে ব্যক্তির তাহাকে কি তদ্ধপক তাহাকে ফিরিয়া দেন। অথবা কোম্পানি আদালতে নালিশ করিয়া এইমত কোন টাকা আদায় করিতে পারেন ইতি।

[দাওয়া হইলে মালের লিখিত তালিকা দিতে হইবেক।]

১৩ ধারা। এই মত কোন রেলওয়ের উপর যে কোন মাল লওয়া গিয়াছে অথবা রেলওয়ের উপর লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত কোন রেলওয়ে কোম্পানির বাটীতে উপস্থিত করা যায় সেই মালের মালিকের কিম্বা যে ব্যক্তির জিম্মায় তাহা থাকে সেই ব্যক্তির নিকটে, রেলওয়ের যে অংশেতে ঐ মাল লওয়া গিয়াছে কি লওয়া যাইবেক সেই অংশের উপর কোম্পানির যে চাকর মাল লইয়া যাইবার জন্যে গ্রহণ করিতে নিযুক্ত থাকে, সেই চাকর চাহিলে ঐ মালিক কি জিম্মাদার ব্যক্তি ঐ মালের সংখ্যা কি তাহার যত হয় তাহার ও

তাহার প্রকারের লিখিত ও আপন হাতে দস্তখৎকরা এক প্রকৃত তালিকা ঐ চাকরকে দিবেক ইতি।

[অপ্রকৃত তালিকা দিলে দণ্ড।]

১৪ ধারা। যদি সেইরূপ কোন মালিক কি উক্ত প্রকার ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া কোম্পানির ঐ চাকরকে ঐ প্রকার তালিকা না দেয় কিম্বা যদি সে জানিয়াশুনিয়া তাহার অপ্রকৃত তালিকা দেয় তবে সে ব্যক্তি এইমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে মালের প্রত্যেক টনের উপর, কিম্বা হণ্ডর্ডওয়েট অর্থাৎ ৫৬, সের ওজনের অধিক কোন পুলিন্দার উপর, পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং এক টনের কম কোন মালের জন্যে অথবা এক হণ্ডর্ডওয়েটের কম কোন পুলিন্দার জন্যে বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[সঙ্কটজনক মাল বহনের কথা।]

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি এমত কোন রেলওয়ের উপর কোন সঙ্কটজনক মাল লইয়া যাইবেক না কিম্বা যে কোন দ্রব্য কি মাল এমত কোন রেলওয়ে কোম্পানির কি তাঁহারদের কোন চাকরের বিবেচনায় সঙ্কটজনক প্রকারের হয় তাহা এমত কোন রেলওয়ের উপর লইয়া যাইবার জন্যে ঐ রেলওয়ে কোম্পানিকে আদেশ করিতে কোন ব্যক্তির ক্ষমতা থাকিবেক না। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ রেলওয়ের উপর এমত কোন সঙ্কটজনক মাল লয় কিম্বা এইমত কোন দ্রব্য যে গাঁইট প্রভৃতিতে বাঁধা থাকে তাহার উপর ঐ দ্রব্যের ভাব স্পষ্টরূপে না লিখিয়া কিম্বা কোম্পানির বহীরাখণিয়া ব্যক্তিকে কি অন্য যে কোন চাকরের প্রতি ঐ দ্রব্য উক্ত প্রকারে লইয়া যাওনের অভি-

প্রায়ে সমর্পণ করা যায় তাহাকে অন্য প্রকারে ঐ দ্রব্যের ভাব লিখিয়া না জানাইয়া, ঐ রেলওয়ের উপর লইয়া যাইবার জন্যে ঐ রেলওয়ে কোম্পানিকে সমর্পণ করে তবে সে ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত কোন কোম্পানির কি তাঁহারদের কোন চাকরের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে, যে কোন দ্রব্যের মধ্যে কি পুলিন্দাতে সঙ্কটজনক ভাবের বস্তু আছে বোধ করেন তাহা লইতে অস্বীকার করেন এবং ঐ বিষয় নিশ্চয় জানিবার নিমিত্তে তাহা লইবার পূর্ব্বে তাহা খোলা যাইবার হুকুম করেন। এবং যদি এইমত কোন দ্রব্য কি পুলিন্দা রেলওয়ের উপর লইয়া যাইবার জন্যে কোম্পানির দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে তবে কোম্পানির কি তাঁহারদের কোন চাকরের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ গাঁইটপ্রভৃতি কি পুলিন্দার ভিতর যাহা আছে তাহার ভাবের বিষয়ে খাতিরজমা না হন তাবৎ তাহার চালান নিবারণ করেন ইতি।

[কর্ম্ম করণ কালে চাকরের বাধা করণের দণ্ড।]

১৬ ধারা। যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির কোন কার্য্যকারককে কি চাকরকে এমত রেলওয়ের উপর কি তাহার সম্পর্কীয় কোন কার্য্যেতে কি ষ্টেশন ঘরে কি বাটীতে আপনার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে জানিয়াশুনিয়া প্রতিবন্ধকতা করে কি নিবারণ করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[অন্যায়মতে প্রবেশ করণের দণ্ড।]

১৭ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এমত কোন রেলওয়ের উপর কিম্বা কোম্পানির কোন জমীতে কি ষ্টেশন ঘরে

অথবা অন্য বাটীতে অনাহ্বানতে প্রবেশ করে সে ব্যক্তি বিশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং যদি উক্ত কোম্পানির কোন কার্য্যকারক কি চাকর কিম্বা কোম্পানির তরফ হইয়া অন্য কোন কেহ এমত কোন ব্যক্তিকে ঐ রেলওয়ে কি বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে হুকুম করে আর সে ব্যক্তি তাহা না মানে তবে সে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ কার্য্যকারক কি চাকর বা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য লোকের দ্বারা তাহাকে ঐ রেলওয়ে কি বাটীহইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করা যাইতে পারে ইতি।

[কোন পশুকে রেলওয়েয়ের উপর কি আড়পারে চালানের দণ্ড।]

১৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এমত কোন রেলওয়ের উপর কি তাহার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত জানিয়াশুনিয়া কোন পশুর উপর চড়িয়া যায় কি কোন পশুকে ধরিয়া লইয়া যায় কি চালায় সে ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু ঐ রেলওয়ে পার হইবার নিমিত্তে যে রাস্তা কি স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ও যে সময়ে আইনমতে পার হইবার অনুমতি হয় সেই সময়ে ঐ রাস্তা ও স্থান দিয়া একেবারে পার হইলে জরীমানা হইবেক না ইতি।

[রেলওয়ে যদি রাস্তা কাটিয়া যায় তবে সতর্কতার কথা বর্জ্জিত কথা। দণ্ড।]

১৯ ধারা। যদি গাড়ি চলিবার কোন সরকারী রাস্তা রেলওয়ের রাস্তা সমানভাবে কাটিয়া যায় তবে রেলওয়ে কোম্পানি ঐ রেলওয়ের রাস্তার এক পার্শ্বহইতে অন্য

পার্শ্বপর্য্যন্ত কিম্বা রেলওয়ের রাস্তার সঙ্গে গাড়ির রাস্তা যেখানে মিলে সেইখানে রেলওয়ের রাস্তার দুইদিগে ঐ গাড়ির রাস্তার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত উত্তম ও কর্ম্মের উপযুক্ত ফাটক সর্ব্বদাই তুলিয়া রাখিবেন এবং ঐ ফাটক খুলিবার ও বন্দ করিবার জন্যে উপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যদি ঐ ফাটক গাড়ির রাস্তার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত হয় তবে তাহা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিবেক কেবল যে সময়ে ঐ রাস্তায় গমনশীল ঘোড়া কি গোমেষাদি জন্তু কি বলদগাড়ি কি গাড়ির ঐ রেলওয়ের উপর দিয়া যাইতে হইবেক সেই সময়ে খোলা থাকিবেক। এবং ঐ ফাটকের এমন পরিমাণ হইবেক ও তাহা এমত গঠনের হইবেক যে তাহা বন্ধ থাকিলে রেলওয়ের রাস্তার বেড়ার ন্যায় হয় এবং রাস্তার উপর গমনাগমনকারি গোমেষাদি জন্তু কি ঘোড়া রেলওয়ের উপর যাইতে না পারে। যদি ঐ ফাটক রেলওয়ের রাস্তার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত হয় তবে তাহা সর্ব্বদা বন্ধ রাখা যাইবেক কেবল যখন রেলওয়ের রাস্তার উপর গমনকারি কলের কি অন্য গাড়ির ঐ রাস্তায় উপর দিয়া যাইবার প্রয়োজন হয় তখন তাহা খোলা যাইবেক। এবং তাহার এমত পরিমাণ ও এমত গঠন হইবেক যে তাহা খোলা থাকিলে রেলওয়ের রাস্তার বেড়ার ন্যায় হয় এবং গোমেষাদি কি গাড়ি কি পথিকেরা রেলওয়ের উপর যাইতে না পারে। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন গতিকে ক্ষমতা থাকিবেক যে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ফাটক গাড়ির রাস্তার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত কিম্বা রেলওয়ের রাস্তার এক পার্শ্ব

হইতে অন্য পার্শ্বপর্য্যন্ত করিবার হুকুম করেন। এবং সেই স্থলে ঐ হুকুমানুসারে ঐ ফাটক তোলা যাইবেক ও রাখা যাইবেক ও বন্ধ করা যাইবেক। যদি কোন রেলওয়ে কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে জানিয়াশুনিয়া ত্রুটি করেন তবে তাঁহারদের এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক। এবং যদি ঐ প্রকার কোন ফাটক না তোলা যায় কি না রাখা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ কোম্পানিকে হুকুম করিতে পারেন যে তাঁহারা ঐ হুকুমের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফাটক তুলিয়া দেন ও রাখেন। এবং যদি রেলওয়ে কোম্পানি ঐ হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে জানিয়াশুনিয়া ত্রুটি করেন তবে যে প্রতিদিন সেইমতে করিতে ত্রুটি করেন তাহার দিনপ্রতি তাঁহারা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

[রেলওয়েের রাস্তার বেড়া দিতে হইবেক। না দিলে তাহার দণ্ডের কথা।]

২০ ধারা। এমত প্রত্যেক রেলওয়ে কোম্পানির স্থাপনহ রেলওয়েের রাস্তার উভয়পার্শ্বে উত্তম ও প্রচুর বেড়া তুলিতে ও রাখিতে হইবেক। নতুবা এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে এমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহারা পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন। এবং কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ কোম্পানিকে হুকুম করিতে পারেন যে তাঁহারা ঐ হুকুমে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক সেই সময়ের মধ্যে এমত কোন বেড়া তোলেন কি সারাইয়া দেন এবং ঐ কোম্পানি

ঐ হুকুমমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার যে প্রতি- দিন সেই মত কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন তাহার দিন প্রতি তাঁহারা পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হই- বেন ইতি।

[পশু অন্যায়মতে গেলে তাহার মালিকের দণ্ড।]

২১ ধারা। এইমত কোন রেলওয়ের উপর কিম্বা ঐ রেলওয়ে কোম্পানির কোন জমীর উপর যে কোন পশু প্রবেশ করে কি বেড়ায় তাহার মালিক সেই প্রত্যেক পশুর জন্যে দশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু কোম্পানির যে বেড়া কি ফাটক তুলিতে ও রাখিতে হইবেক সে বেড়া না তোলনে কি না রাখনে যদি ঐ পশু প্রবেশ করে তবে ঐ জরীমানা হইবেক না। এবং ঐ কোম্পানির কি তাঁহারদের কোন চাকরের ক্ষমতা থাকি- বেক যে ঐ প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে এমত যে প্রত্যেক পশুকে পাওয়া যায় তাহাকে অতিনিকট খোঁয়াড়ের জাড়ায় লইয়া যায় কি তাড়ায় এবং যাবৎ ঐ অন্যায়- মতে গমনের অতিরিক্ত যে জরীমানা হয় তাহা না দে- ওয়া যায় এবং ঐ পশুকে রাখিবার ও খাওয়া দিবার খরচ না দেওয়া যায় অথবা যাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য প্রকার হুকুম না করেন তাবৎ ঐ পশুকে সেই স্থানে আ- টক করিয়া রাখা যাইবেক। অন্যায়মতে গমনের প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পশুকে নীলামে বিক্রয় করা- ইতে পারেন এবং নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে ঐ জরীমানার টাকা বাদ দিয়া অথবা ইহার দ্বারা মালিক যে জরীমানার যোগ্য হয় তাহার পরিবর্ত্তে ঐ মাজিষ্ট্রেট সা- হেব প্রত্যেক পশুর উপর দশ টাকার অনধিক যত টাকা

দেওনের হুকুম করেন তাহা বাদ দিয়া এবং ঐ পশুর আ-টক রাখনের ও খাওয়ার ও বিক্রয়ের খরচের বাবৎ মা-জিষ্ট্রেট সাহেব অধিক যত টাকা দিবার হুকুম করেন তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা চাওয়া গেলে পশুর মা-লিককে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[গাড়িপ্রভৃতির নোকসান করণের দণ্ড।]

২২ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এমত কোন রেলওয়ে কোম্পানির কোন গাড়ির উপর নম্বরের পাত বেআইনী-মতে ও জানিয়াশুনিয়া তুলিয়া লয় কি বিকৃত করে অথবা কোন লাম্প অর্থাৎ প্রদীপ তুলিয়া লয় কি নিবাইয়া ফেলে কিম্বা ঐ রেলওয়ে কোম্পানির কোন গাড়ি কি কলের গাড়ি কিম্বা মালের গাড়ি বা ট্রক কিম্বা গুদাম ঘর বা এমারৎ কি যন্ত্র কিম্বা বেড়া অথবা অন্য কোন বিষয় কি দ্রব্যের নোকসান বা ক্ষতি জানিয়াশুনিয়া কি অমনো-যোগে করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমা-নার যোগ্য হইবেক ইতি।

[ফাটক খুলিবার কি উপযুক্ত মতে বন্ধ না করিবার দণ্ড।]

২৩ ধারা। যদি উক্ত প্রকার কোন রেলওয়ে কো-ম্পানি কোন ব্যক্তির ব্যবহার কি সুবিধার নিমিত্তে ঐ রেলওয়ের কোন পার্শ্বে কোন ফাটক করেন এবং ঐ রেলওয়ের উপর আগমনশীল কোন কলের গাড়ি কি ট্রেন যে সময়ে দেখা যায় এইমত সময়ে যদি সেই ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্বার খোলে কি ঐ রেল-ওয়ের উপর দিয়া পার হয় কি পার হইবার উদ্যোগ করে অথবা কোন গাড়ি কি গোমেষাদি কি অন্য পশু কি বিষয় চালায় কি চালাইবার উদ্যোগ করে কিম্বা যদি

সেই ব্যক্তি ও তাহার জিম্মায় কোন গাড়ি কি গোমেষাদি বা অন্য পশু কিম্বা বস্তু ঐ ফাটক দিয়া গেলে পর তৎক্ষণে ঐ ফাটক বন্দ করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধ না করে তবে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

[অপরাধিকে গ্রেফতার করা যাইতে পারে।]

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধের জরীমানার দণ্ড হইতে পারে এমত কোন অপরাধ যদি কোন ব্যক্তি করে এবং তাহার নাম ও ঠিকানা জানা না থাকে অথবা ঐ অপরাধী পলায়ন করিবেক এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকে তবে কোম্পানির কোন কার্য্যকারক কি চাকর কিম্বা পোলীসের কোন কার্য্যকারক অথবা যে কোন ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যকারক কি চাকর আপনার সাহায্য করিতে তলব করে সে ব্যক্তি কোন ওয়ারেন্ট কি লিখিত হুকুম বিনা ঐ অপরাধিকে আইনমতে গ্রেফতার করিতে পারিবেক এবং যাবৎ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা ঐ অপরাধের বিষয়ে অন্য যে কার্য্যকারকের এলাকা আছে তাঁহার সম্মুখে লইয়া যাইতে না পারা যায় কিম্বা যাবৎ সেই অপরাধী এমত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে হাজির হইবার প্রচুর জামিন না দেয় কি তাহাকে আইনের উপযুক্ত ধারামতে অন্য প্রকারে খালাস না করা যায় তাবৎ তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে ইতি।

[যাহাতে চড়নদারের সঙ্কট জন্মে এমত কর্ম্ম জানিয়া শুনিয়া করণের কি ত্রুটি করণের দণ্ড।]

২৫ ধারা। যে কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করণের দ্বারা

কিম্বা আইনমতে যে কর্ম্ম করিতে বদ্ধ আছে এমত কোন কার্য্য না করণের দ্বারা এমত কোন রেলওয়ের উপর গমনকারি কি উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তির সুরক্ষার বিঘ্ন জন্মাইবার মনস্থ করিয়া কিম্বা বিঘ্ন জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া সেই কার্য্য করে কি সেই হুকুম করা কার্য্য না করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা সাত বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহাবিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

[রেলওয়ের কার্য্যকারকের জানিয়াশুনিয়া কোন কার্য্য কি ত্রুটি করণের দণ্ড।]

২৬ ধারা। যদি এমত রেলওয়ে কোম্পানির কোন কার্য্যকারক কি চাকর যে কর্ম্ম করিতে তাহার আইনমতে নিষেধ আছে এমত কোন কর্ম্ম জানিয়াশুনিয়া করে কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে আইনমতে বদ্ধ আছে তাহা জানিয়াশুনিয়া কি অমনোযোগে না করে এবং যদি ঐ কর্ম্ম করণ কি না করণপ্রযুক্ত ঐ রেলওয়ের উপর গমনকারি কি উপস্থিতথাকা কোন ব্যক্তির সুরক্ষার বিঘ্ন হয় তবে ঐ কার্য্যকারক কি চাকর তিন বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইবার কিম্বা জরীমানার কি ঐ উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

[রেলওয়ের কার্য্যকারক মাতাল হইলে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাহার দণ্ড।]

২৭ ধারা। ঐ রেলওয়ে কোম্পানির যে কোন কার্য্যকারক কি চাকর রেলওয়ের উপর কি তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যেতে নিতান্ত নিযুক্ত হইয়া কোন কার্য্য করণ

সময়ে মাতাল হয় এবং ঐ কোম্পানির যে কোন কার্য্যকারক বা চাকর অমনোযোগপ্রযুক্ত আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করে কিম্বা অশুচিতমতে করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং যদি এই ক্রম ধারার লিখিত কোন গতিকে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইমত হয় যে তাহা না করিলে কি অমনোযোগে করিলে ঐ রেলওয়ের উপর গমনকারি কি উপস্থিতথাকা কোন ব্যক্তির সুরক্ষার বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ কার্য্যকারক কি চাকর এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহাবিনা কয়েদ হইবার কিম্বা জরীমানার কি ঐ উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

[না জানিয়াশুনিয়া যে কার্য্য হয় তাহার দণ্ড।]

২৮ ধারা। ঐ রেলওয়ের উপর গমনকারি কি উপস্থিতথাকা কোন ব্যক্তির সুরক্ষার বিঘ্ন যাহাতে জন্মিতে পারে এমত কোন কার্য্য যদি কেহ অবিবেচনাতে কি অমনোযোগে ও ন্যায্য ওজরবিনা করে তবে সেই দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহাবিনা কয়েদ হইবার কি জরীমানার কি ঐ উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

[এই আইনের অর্থ করণের বিধি।]

২৯ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে রেলওয়ে কোম্পানি যে কোন বিধান করেন এবং হুজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মঞ্জুর করেন এবং ঐ রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারক কি চাকরকে

অনুগত করা যায় এমত বিধানক্রমে সাধারণ লোকেরদের সুরক্ষার জন্যে আবশ্যক ও তাহারদের সুরক্ষাজনক যে প্রত্যেক কার্য্য ঐ কার্য্যকারক কি চাকরকে করিতে হুকুম হয় তাহা করিতে সেই ব্যক্তি আইনমতে বদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক। এবং যে কোন কার্য্যের দ্বারা সঙ্কট হইবার সম্ভাবনা হয় ও ঐ প্রকার বিধানের দ্বারা ঐ প্রকার প্রত্যেক কার্য্যকারক ও চাকরের প্রতি করিবার নিষেধ আছে ঐ প্রত্যেক কার্য্য করিতে আইনমতে নিষেধ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহারদের তরফ যে প্রত্যেক ব্যক্তি রেলওয়ের উপর কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয় সে ব্যক্তি কোম্পানির চাকর আছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

[জরীমানা করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতির এলাকা।]

৩০ ধারা। এই আইনের বিধানানুসারে যে অপরাধের জন্যে কেবল জরীমানা হইতে পারে এমত অপরাধে যে কোন ব্যক্তি অপরাধী হয় সে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হউক কি না হউক তাহার সেই অপরাধের জন্যে কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কার্য্যকারি কোন ব্যক্তির দ্বারা দণ্ড হইতে পারিবেক, ঐ অপরাধ ঐ কার্য্যকারকের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে করা যাউক কি না তবু তাঁহার দ্বারা দণ্ড হইতে পারিবেক। এবং এই হুকুমমতে জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারে সেই

ব্যক্তির দোষ সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি।

[দোষ সাব্যস্ত করণ কেবল মোকদ্দমার দোষগুণক্রমে বাতিল হইতে পারিবেক। দোষ সাব্যস্ত করণাদির প্রকার।]

৩১ ধারা। কোন জুষ্টিস অফ দি পীসকর্তৃক যে কোন দোষ সাব্যস্ত হয় কি যে হুকুম কি বিচার হয় তাহা দাঁড়ার কি কার্য্য করিবার নিয়মের ভঙ্গপ্রযুক্ত বাতিল হইবেক না কেবল দোষগুণক্রমে বাতিল হইবেক। এবং দোষ সাব্যস্ত করণ কি হুকুম কি বিচার যে প্রমাণক্রমে হয় তাহা ঐ হুকুম প্রভৃতিতে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু সর্টিওরারৈনামক কোন পরওয়ানা বাহির হইলে, যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহা কি তাহার নকল দোষ সাব্যস্ত করণ কি হুকুম কি বিচারের সঙ্গে ঐ পরওয়ানাক্রমে পাঠান যাইবে এবং যদি দোষ সাব্যস্তকরণের কি হুকুমের কি বিচারের উপর এলাকা দুষ্ট না হয় কিন্তু যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ ক্রটির প্রতিকার হয় তবে ঐ সাক্ষ্যেতে ঐরূপে যাহা দুষ্ট হয় তদ্দ্বারা ঐ দোষ সাব্যস্ত করণ কি হুকুম কি বিচারের সাহায্য হইবেক ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন আসিষ্টাণ্টের প্রতি নালিশ অর্পন করিতে পারেন।]

৩২ ধারা। এই আইনের দ্বারা যে অপরাধের কেবল জরীমানার দণ্ড হইতে পারে তাহার কোন নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আপনার কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কিম্বা চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে আইনমতে নিযুক্ত কোন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন। এবং বিচারকর্তা কর্ম্মকারি এমত আসিষ্টান্ট সাহেবের-দের কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরদের প্রতি অর্পিত ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ে যে সকল বিধি খাটে সেই বিধিঅনুসারে উক্ত প্রকার পাতিকে এমত প্রত্যেক আসিষ্টান্ট সাহেব কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পিত সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

গবর্ণমেণ্ট আসিষ্টান্ট সাহেবেরদিগকে ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিশেষ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার শক্তি দিতে পারেন। বর্জ্জিত কথা।।

৩৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিষ্টান্ট সাহেবের কিম্বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি কোন মোকদ্দমা অর্পণ করিলে তাঁহারা এই আইনক্রমে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অর্পণ না করিলেও এমত কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আসিষ্টান্ট সাহেবকে কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে সাধারণ শক্তি দিতে পারেন। কিন্তু এমত আসিষ্টান্ট সাহেব কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কোন দোষ সাব্যস্ত করিলে তাহার উপর আপীল ঐ দোষ সাব্যস্ত হওনের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হইতে পারে। পরন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার কোন আসিষ্টান্ট সাহেবের কি আপনার অধীন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা ঐ আসিষ্টান্ট সাহেবের কিম্বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের স্থানহইতে কোন সময়ে তলব করিতে পারেন ইতি।

[জরীমানা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবেক।]

৩৪ ধারা। যে অপরাধের কেবল জরীমানার দণ্ড হই-তে পারে তাহার নিমিত্তে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা জিলা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে আইনমতে কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন আসিষ্টান্ট সাহেবের দ্বারা কিম্বা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এই আইনের শক্তিক্রমে যে সকল জরীমানা করা যায় তাহা না দেওয়া গেলে ঐ জরীমানা পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যকারকের দস্তখতি ক্রোক পরওয়ানাক্রমে অপরাধির মাল ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া নীলাম করণের দ্বারা আদায় হইতে পারিবেক। এবং যদি এমত কোন জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে এমত কোন কার্য্যকারক হুকুম করিতে পারেন যে অপরাধিকে গ্রেফতার করা যায় এবং যেপর্য্যন্ত ঐ ক্রোকী পরওয়ানার ওয়াপোস সুবিধামতে না হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তাহাকে উচিত নেগাহবানীতে কয়েদ করিয়া রাখা যায়। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি ঐ ক্রোকী পরওয়ানা ওয়াপোসের নিমিত্তে যে স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই স্থানে ও সময়ে আপনার হাজির হইবার বিষয়ে ঐ কার্য্যকারকের হুবোধমতে জামিন দিতে পারে তবে তাহাকে কয়েদ করা যাইবেক না এবং ঐ কার্য্যকারক ঐ জামিন মুচলকাস্বরূপ কি অন্য প্রকারে লইতে পারেন। এবং ঐ পরওয়ানা ওয়াপোস হইলে যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ঐ জরীমানা যাহাতে আদায় করা যায় ক্রোক করিবার প্রচুর এমত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং ঐ জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় অথবা যদ্যপি ঐ অপরাধির

স্বীকারক্রমে কিম্বা অন্য প্রকারে ঐ কার্য্যকারকের হৃদ্বোধ-গত দৃষ্ট হয় যে ক্রোকী পরওয়ানা জারী হইলেও যাহাতে ঐ জরীমানা কি টাকা আদায় হইতে পারে ঐ ব্যক্তির এমত প্রচুর কোন মাল কি অস্থাবর সম্পত্তি নাই তবে এমন কোন কার্য্যকারক আপনার দস্তখৎকরা পরওয়ানা-ক্রমে অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারিবেন এবং যদি জরীমানা পঞ্চাশ টাকার অনধিক হয় তবে দুই মাসের অনধিক কোন মিয়াদে এবং যদি জরীমানা এক শত টাকার অনধিক হয় তবে চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদে এবং অন্য কোন গতিকে ছয় মাসের অনধিক কোন মিয়াদে ঐ ব্যক্তিকে কেবল কয়েদ করা যাইবেক কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের বিবেচনামতে কয়েদ করা যাইবেক এবং তাহার কঠিন পরিশ্রমও হইবেক। পূর্ব্বোক্ত কোন গতিকে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে কয়েদের শেষ হইবেক ইতি।

[মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীতে এলাকা।]

৩৫ ধারা। মান্দ্রাজ রাজধানীতে জিলার পোলীসের প্রধান কার্য্যকারকেরা ও পোলীসের আমীনেরা এবং বোম্বাই রাজধানীতে জিলার কি পোলীসের জাইণ্ট কার্য্যকারকেরা, ক্ষুদ্রং অপরাধে তাঁহারদের প্রতি যেপর্য্যন্ত ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতামতে এই আইনের দ্বারা বিশ টাকার অনধিক জরীমানাতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

[চড়নদার টিকিট না দেখাইলে তাহার ভাড়া বলপূর্ব্বক লওন।]

৩৬ ধারা। কোন চড়নদার আপনার টিকিট না দেখা-

হইলে কিম্বা দিলে এই আইনের ১ ধারানুসারে যে ভাড়া দিবার যোগ্য হয় তাহা এই আইনের দ্বারা করা কোন জরীমানা যে প্রকারে আদায় করা যায় সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবেক ইতি।

[অপরাধিরদের গ্রেফতার করণ।]

৩৭ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের ২৫ ও ২৬ ও ২৭ ও ২৮ ধারায় লিখিত কোন অপরাধে দোষী হয় তাহাকে, কোন ওয়ারেণ্ট কি লিখিত হুকুমবিনা কোম্পানির কোন কার্য্যকারক কি চাকরের দ্বারা, কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যকারক কি চাকর অপনার সাহায্যার্থে তলব করে তাহার দ্বারা, কিম্বা পোলীসের যে কোন কার্য্যকারক এইমত পদের হয় যে তাহাকে তৎকালীন চলিত কোন আইনমতে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেফ্তার করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় এমত কোন কার্য্যকারকের দ্বারা আইনমতে গ্রেফ্তার করা যাইতে পারে। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই প্রকারে গ্রেফ্তার হয় তাহাকে সুবিধামতে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে বা অপরাধির দণ্ড করিতে কি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে লওয়া যাইবেক ও চালান করা যাইবেক ইতি।

[আইনের অর্থ।]

৩৮ ধারা। এই আইনের অর্থ করণেতে "মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দের অর্থের মধ্যে জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এবং মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে আইনমতে কার্য্যকারক অন্য

কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক এবং এক বচনের শব্দেতে বহু বচনের শব্দও বুঝাইবেক বহু বচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝাইবেক এবং পুংলিঙ্গ শব্দের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকেও বুঝাইবেক এবং "জরীমানা" এই শব্দেতে খেসারতওয়া মুচলেকার উপর দেনা টাকাও বুঝাইবেক। কিন্তু যদি পদের পূর্ব্বাপর কথাতে বিপরীত অভিপ্রায় বোধ হয় তবে বুঝাইবেক না ইতি।

[রদ করা আইন।]

৩৯ ধারা। ১৮৫৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮৫৩ সালের ১২ আইন ইহার দ্বারা রদ হইল। কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন কার্য্য হইয়াছে ও অপরাধ করা গিয়াছে ও দায় জন্মিয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ আইন রদ হইল না ইতি।

[ভারতবর্ষীয় সকল রেলওয়ে এই আইনের মধ্যে পড়িবেক।]

৪০ ধারা। হিন্দুস্থানের মধ্যে লোকদিগকে কি মাল প্রকাশরূপে লইয়া যাওনের নিমিত্ত যে প্রত্যেক রেলওয়ের ব্যবহার হয় তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যের রেলওয়ে জ্ঞান হইবেক, কিন্তু তাহার বিপরীত প্রমাণ হইলে হইবেক না। এবং এইমত কোন রেলওয়ে যে প্রত্যেক কোম্পানির হয় তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যের রেলওয়ে কোম্পানি জ্ঞান হইবেক, কিন্তু তাহার বিপরীত প্রমাণ হইলে হইবেক না ইতি।

[কোন দুর্ঘটনার রিপোর্ট না করণের দণ্ড।]

৪১ ধারা। এমত প্রত্যেক রেলওয়ে কোম্পানির রেলওয়ের উপর যাহাতে ব্যক্তির গুরুতর হানি হয় এমত

কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে পর আট চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষের সম্বাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দিতে হইবেক। এবং যদি এমত কোন কোম্পানি ঐ সম্বাদ দিতে ত্রুটি করেন তবে যত দিনপর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারের সম্বাদ না দেওয়া যায় তত দিন তাঁহারদের দিনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ঘটনার রিপোর্ট তলব করিতে পারেন। দণ্ড।]

৪২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত কোন রেলওয়ে কোম্পানিকে আজ্ঞা ও আদেশ করিতে পারেন যে ঐ কোম্পানির রেলওয়ের রাস্তার উপর সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বাণিজ্য দ্রব্য চালাওনেতে যে সকল গুরুতর দুর্ঘটনা হয় তাহাতে ব্যক্তির হানি হউক কি না হউক তাহার রিটর্ণ, গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকেরদের খবরদার অভিপ্রায়ে যে নিয়মমতে ও যে প্রকারে আবশ্যক জ্ঞান করেন ও আপনারদের জ্ঞাপনের জন্যে চাহেন তদনুসারে প্রস্তুত করিয়া অর্পণ করেন। এবং যদি ঐ রিটর্ণ দিবার হুকুম হইলে পর চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এমত কোন রিটর্ণ না দেওয়া যায় তবে যত দিনপর্য্যন্ত ঐ কোম্পানি তাহা দিতে শৈথিল্য করেন তত দিনপর্য্যন্ত এমত কোম্পানির দিনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

[আইনের এক২ গ্রন্থ ও তাহার তজ্জমা রেলওয়ের ষ্টেশন ঘরে দেখান যাইবার কথা।]

৪৩ ধারা। এই আইনের এক গ্রন্থ এবং যে সাধারণ বিধান ও সমস্তের টৈক্সের ও ভাড়ার তালিকা কোন

রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সময়ের প্রকাশ করা যায় তাহা প্রত্যেক রেলওয়ের প্রত্যেক ষ্টেশন ঘরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর এমত কোন স্থানে প্রকাশ করা যাইবেক যে তাহা অনায়াসে দৃষ্ট হয় ও পাঠ করা যায়। এবং ঐ সকল কাগজ ঐ ষ্টেশন ঘর যে জিলার মধ্যে আছে সেই জিলায় চলন ভাষাতে এবং ইঙ্গরেজী ভাষাতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি অন্য কোন ভাষার বিষয়ে হুকুম করেন তবে সেই অন্য ভাষায় ঐ প্রকারে প্রকাশ হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ক্লার্ক।

—গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৪। ১২ সেপ্টেম্বর।

রেলওয়ের আয়।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে সংস্থাপনের পূর্ব্বে অনেকানেক ইংলণ্ডীয়েরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষীয় লোক এমত সঙ্গতিপন্ন নহে যে তাঁহারা ভাড়া দিয়া বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিবেক, প্রত্যুত বাষ্পীয় শকটের ভাব গত্যাদি তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য প্রযুক্ত তাহারা তদারোহণে সাহসীও হইবেক না, অতএব ভারতবর্ষে লৌহ বর্ত্ম স্থাপনের প্রয়োজনাভাব। কিন্তু যে দিবসে ভারতভূমিতে বাষ্পীয় শকট বাষ্পযোগে প্রথম গমন করিল তদ্দিবসেই শতশত এদেশীয় মনুষ্য লৌহ তুরঙ্গমে আরোহণ করিবার সেই সমস্ত ব্যক্তি যাঁহারা এদেশীয় লোকের দৈন্য ও ভীরুতা জানিয়া রেলওয়ে কোম্পানি অকৃতকার্য্য হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন এই ভাবিলেন, যে এই

স্থান রাজধানীর নিকটবর্ত্তিপ্রযুক্ত, বহু লোকে আরোহণ করিল বটে, কিন্তু যত মপস্বল অঞ্চলে রেলওয়ে স্থাপিত হইবে নিতান্ত ততই আরোহির অল্পতা হইবে। সময়ে. সেই অনুভবও সিদ্ধ হইল না। কারণ সেপ্টেম্বর মাহাতে পাণ্ডুয়াপর্য্যন্ত রেল খোলা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরোহণকারির সঙ্খ্যা দ্বৈগুণ্য বৃদ্ধি হইল। তদন্তে বর্দ্ধমান ও রাণীগঞ্জপর্য্যন্ত রেল মুক্ত হইলে আরোহণকারির সঙ্খ্যা তদধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

আট মাস পূর্ব্ব ৪ সপ্তাহের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানির সাকল্যে (১৬,৮৫৫) ষোল হাজার আট শত পঞ্চান্ন টাকা এবং গত আপ্রেল মাসের ৫ সপ্তাহের মধ্যে (৪৭,৬৭৮) সাতচল্লিশ হাজার ছয় শত আটাত্তর টাকা আদায় হইয়াছে।

ফলবলতঃ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আরোহিদিগের অত্যধিক সঙ্খ্যা বর্দ্ধনে রেলের উন্নতি বর্দ্ধন বলিতে হইবে, কেননা দেশের মধ্যে যে সমস্ত লোক বাস করিয়া থাকেন তন্মধ্যে দুঃখি লোকের সংখ্যাই বেশি হয়। যখন যে বিষয় সেই দুঃখিসম্প্রদায়ের গ্রহণীয় হয়, তখন সে বি-

ধয় সাধারণ প্রাপ্ত বলিতে হইবে। অতএব রেল-ওয়ের উন্নতি বলিবার আর বাধক হইতে পারে না, যেহেতু গত নবেম্বর মাসে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে (১৯৭৯) উনিশ শত উনআশী টাকা ও এপ্রেল মাসে (২১২৫) একুশ শত পঁচিশ টাকা আয় হইয়াছে। (এই শ্রেণীর গাড়িতে ধনিলোক গমনাগমন করিয়া থাকেন।)

দ্বিতীয় শ্রেণীতে নবেম্বর মাসে (৩৭৬৮) সাঁইত্রিশ শত আটষট্টী টাকা ও এপ্রেল মাসে (৫৮৬৮) আটান্ন শত আটষট্টী টাকা আয় হয় (এই শ্রেণীতে মধ্যবর্ত্তি লোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন।)

তৃতীয় শ্রেণীতে নবেম্বর মাসে (২৫,৪৬৪) পঁচিশ হাজার চারি শত চৌষট্টী টাকা ও এপ্রেল মাসে (৪৩,২৫০) তেতাল্লিশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা উৎপন্ন হয়। (এই শ্রেণীতে অতি দুঃখি লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে।)

বাষ্পীয় শকটে নিত্য ২০০০ দুই হাজারের অধিক লোক গমনাগমন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে পোনের আনা লোক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির

আরোহণকারী, অতএব তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি-হইতে অধিক টাকা উৎপন্ন হইতেছে।

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাপর আশ্চর্য্যবিষয়ের মধ্যে প্রত্যেক ষ্টেসনের অনতিদূরহইতে গাড়ি পঁহুছিবার সময় দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্ট করিলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িহইতে যেরূপ মক্ষি-কার[illegible]কহইতে মক্ষিকা নিঃসরণ হইয়া থাকে। সেইরূপ তৃতীয় শ্রেণীর লোক নিঃসরণ হইবা-মাত্রেই অপরে তাহাতে আরোহণার্থে ব্যস্ত সমস্ত হয়, ইহাতে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে অস্মদ্দেশীয় লোক অতঃপর অর্থ নষ্ট অপেক্ষা সময় নষ্ট করা যে দুষ্কর্ম্ম তাহা বিলক্ষণমতে বুঝিতেছেন। যদিও মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও অপ-রাপর নীতি শাস্ত্রে গতিক্রিয়া অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রতা প্রধান ব্যসনের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি অস্মদ্দেশীয় লোক যাচ্ছি, যাব, খাচ্ছি, খাব, হচ্চে, হবে, দিচ্ছি [illegible]ব, ইত্যাদি রূপে ও বৃথা গল্পের জল্পনায় [illegible] ক্ষেপণ করাপেক্ষা পুস্তক অধ্যয়ন অথবা অপরাপর বিষয় কার্য্যালোচন করা যে অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে

রেলওয়ের প্রভায় সময় নষ্টকারিরা ও অপব্যয়ির পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন এমত প্রত্যাশা হইতেছে। আপাততঃ রেলওয়ে দ্বারা মালামাল গতিবিধির বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি, অদ্যপর্য্যন্ত যদিও ভারতবর্ষীয় প্রধান২ বাণিজ্যের স্থানে রেল স্থাপিত হয় নাই এবং মাল লইয়া যাইবার উপযুক্ত মত গাড়িও প্রস্তুত হয় নাই তথাপি তদ্দ্বারা অনেক মাল যাইতেছে। কিন্তু কয়লা আমদানি করিবার কল্পনায় যদিও রাণীগঞ্জপর্য্যন্ত রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে তথাপি তথাহইতে যে কয়লা আমদানি হইতেছে তাহাতে রেলওয়ে কোম্পানির ব্যয়মত আয় হইতেছে না।

কলিকাতায় বর্ষে২ ন্যূনাধিক কুড়ি লক্ষ মোন কয়লার আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে আপাততঃ দুই লক্ষ মোন কয়লা রেলওয়েদ্বারা আমদানি হইতেছে।

যেপর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মাণ করিতে ও তদর্থে অন্যান্য ব্যয়ে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে গড়ে এক লক্ষ ষাইট হাজার টাকা উৎপন্ন হই-

তেছে। এই দশ মাসের মধ্যে রেলওয়ের এই-পর্য্যন্ত অবস্থাকালে আর কিপর্য্যন্ত উন্নতা হই-তে পারে তাহা অধুনা লিখিবার বিষয় নহে, একারণ নবেম্বর মাসাবধি এপ্রেল মাসপর্য্যন্ত যেরূপে রেলওয়ের আয় হইয়াছে তাহা নিম্নের (গ) চিহ্নিত টেবিলে অর্থাৎ নিদর্শনের পত্রে প্রকাশ করিলাম।

সমাপ্ত।

ভ্রম শোধন।

[যেহেতু রেলওয়ে সংক্রান্ত আইনের এই কএকদফা আমরা পশ্চাতে প্রাপ্ত হইয়াছি এই কারণ ২১ অবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত অত্র স্থলে প্রকাশ করিতে হইল, একারণ পাঠক নিকরকে ক্ষমা করিতে হইবেক।]

কুকুর লইয়া যাওয়ার খরচা।

২১। দশ মাইলের ন্যূন না হয় এতদূর কুকুর লইয়া যাইতে হইলে ।৴ আনা খরচা দিতে হইবেক এবং ততোধিক দূর লইয়া যাইতে হইলে তাহার খরচা নীচের লিখিতমত দিতে হইবেক।

ঊর্দ্ধ ১০ মাইল,		২০ মাইলের বেশি না হয়			॥৴
২০	,,	৪০	,,	,,	৸৶
৪০	,,	৬০	,,	,,	১।০
৬০	,,	৮০	,,	,,	১৸০
৮০	,,	১০০	,,		১॥০
১০০	,,	২০০	,,		৩৲
২০০	,,	৩০০	,,		৪৲

অতিরিক্ত শতমাইলে ১৲ টাকার হিসাবে খরচা দিতে হইবেক

কুকুরের ভাড়া অগ্রিম দিতে হইবেক।

২২। যে গাড়িতে মনুষ্য যাইবেক সে গাড়িতে কুকুর যাইতে পারিবে না। কুকুরের নিমিত্তে যে গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে সেই গাড়িতে কুকুর যাইবে।

পার্শ্বেল লইয়া যাইবার খরচা।

২৩। যে পার্শ্বেল মাল নহে তাহা এক ষ্টেসন-হইতে অন্য ষ্টেসনে লইয়া যাইতে হইলে এই মত খরচা দিতে হইবেক। যথা /৫ সেরের ঊর্দ্ধ না হইলে প্রত্যেক পার্শ্বেলের ।০ আনা এবং /৫ সেরের ঊর্দ্ধ ৷৷৫ সেরের অনধিক এমত প্রত্যেক পার্শ্বেলে ১৲ টাকা, এবং সেই খরচায় ঐ পার্শ্বেল এক মাইলপর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দেওয়া যাইবে এবং কলিকাতা শহরের মধ্যেও (নিয়ম করা হইলে) ঐ মত পঁহুছিয়া দেওয়া যাই-বেক।

বরফের বাক্সের খরচা।

২৪। বরফের বাক্স এমত লওয়া যাইবেক যাহাতে জল নিঃসরণ না হয় তাহার খরচা যথা।

উর্দ্ধ ১০ মাইল		২০ মাইলের, বেসি না হয়			৶ ফি মোন
২০	,,	৪০	,,	,,	।/ ,,
৪০	,,	৭০	,,	,,	।।৶
৭০	,,	১১০	,,	,,	৸৶ ,
১০০	,,	২০০	,,	,	১।০ ,,

ন্যূন সংখ্যা খরচা ৶।

খালি ফেরত বরফের বাক্স অমনি যাইবে। যে দ্রব্য ১/০ মোনের ন্যূন হইবেক তাহার এক মোনের পুরা খরচা দিতে হইবেক। এক মোনের উপর যে দ্রব্য তাহার ২/০ মোনের খরচা দিতে হইবেক ইত্যাদি। ইহাতে ডিলিবারি খরচা বুঝাইবে না।

R. MACDONALD STEPHENSON,

বাষ্পীয় শকট ও কর্ম্ম

সম্পাদক কর্ত্তা।

কলিকাতা।
সন [illegible]। ১৯ মার্চ।

বিজ্ঞাপন।

ইলেকট্রীক্ টেলিগ্রাফ।

বা

তড়িত বার্ত্তাবহ প্রকরণ।

অস্মদাদিকর্ত্তৃক সাধু গৌড়ীয় ভাষায় নানা ইঙ্গরাজী প্রাচীন ও নবীন তদ্ঘটিত পুস্তক হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক অত্র যন্ত্রালয়ে উপরের লিখিত নামে এক খণ্ড পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হইতেছে, অতি অল্প দিবসের মধ্যে প্রকাশ হইবেক। মূল্য কোং ১ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে ইলেকট্রীক্ টেলিগ্রাফের ভাব ও গতিক ও প্রকার এবং কি সূত্রে ও কিরূপে কি যন্ত্রের ... তেছে তাহা ছবির সহিত প্রকাশ হইবেক। ... পরিচয় আছে তিনি পর্য্যন্ত এই পুস্তক পাঠ ... ট্রীক টেলিগ্রাফের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে ... কোন সন্দেহ নাই।।

শ্রীরামপুর "তমোহর" যন্ত্রাধ্য ...

অস্মদাদির মানস যে, যে যতদূর পর্য্যন্ত ও ... ওয়ে নির্ম্মিত হইবেক তত দূর পর্য্যন্ত যে২ স্থান নিকটবর্ত্তি থাকি... তাহার ইতিহাস ও স... ঘটিত যে স... য় ... পুস্তকে প্রকা... তেছি যে ... কপাবলোকন ... ষরণ